প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০

৬।৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট হইতে শ্রীগোপেশ্বর সাঁই
প্রকাশিত ও নিউবীণা প্রেস, ৫।এ, ভীমঘোষ লেন হইতে মুদ্রি

মুখবন্ধ

বাংলা সাহিত্য আজ সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তার মান যাচাই করা উচিৎ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের নিরিখে। ইংরাজী সাহিত্য আমাদের সেই পরিপ্রেক্ষিত যোগাতে পারে। অন্য আরো দু'একটি সাহিত্য হয়তো তা পারে, কিন্তু নানা কারণে ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বেশি।

দ্বিতীয়ত, উনিশ শতক থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রেরণা বিশেষ ভাবে কার্যকরী। এই কালকে বোঝাবার জন্যই ইংরাজী সাহিত্যের জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

এই দুটি ব্যাপারে সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকদের প্রাথমিক সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ রচিত। ইতিহাস হলেও সাহিত্যগুণান্বিত উদ্ধৃতির দ্বারা মূলের রস-আস্বাদান কিছুটাও অন্তত যাতে পাঠকরা পেতে পারেন সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

সূচীপত্র

ভূমিকা

সাহিত্যের ইতিহাস কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী মাত্র নয়। জাতির কে নিগূঢ় বলে আকর্ষণ ক'রেই সাহিত্যের বিকাশ। তাই কোন দেশের সাহিত্যই সেখানকার জনজীবনের সামগ্রিক ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সেই বৃহত্তর পটভূমিকায় রেখে সাহিত্যকে দেখলে তবে তার স্বরূপ উপলব্ধি করা সহজ।

কিন্তু সাহিত্য ব্যক্তির একক সৃষ্টি। তাই সেই একক-মানুষটির মানস-জগৎকে না জানলে তার রচিত সাহিত্যের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। সাহিত্যিকের ব্যক্তি-মন ও সাহিত্যিকের দেশ-কাল—উভয়েরই গুরুতর ভূমিকা থাকে সাহিত্যে। তাই এই দুয়ের কোনটিই অবহেলার নয়।

সব দেশের সাহিত্যেরই নিজস্ব কিছু স্বাতন্ত্র্য থাকে—ইংরাজী সাহিত্যেরও আছে। ইংরাজ জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিশিষ্টতা থেকে এর উদ্ভব। ইংরাজী সাহিত্য পড়বার সময় সেই বিশিষ্টতার দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার।

ইংরাজী সাহিত্যের কালপরিধি সুবৃহৎ। তাই আলোচনার সুবিধার জন্য তাকে কয়েকটি যুগে ভাগ করে নেওয়া হয়। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে এই যুগগুলি লৌহ-প্রাচীরে আবদ্ধ বা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সমগ্র ইতিহাসের ধারাবাহিকতার মধ্যেই তাদের নিজস্ব স্থান। সেই যুগ একাধারে পূর্বতন যুগের অপত্য ও পরবর্তী যুগের জনক। পূর্বতন যুগের আবহাওয়ায় যে-সূচনা অতি সূক্ষ্ম আকারে অপরিস্ফুট ছিল, তার পরিণতি হয়তো এই বিশেষ যুগে। আবার এ যুগেরও (কতগুলি) প্রবণতায় পরবর্তী যুগের আর এক পরিণতির সম্ভাবনা থেকে যায়। সুতরাং প্রতিটি যুগ নিজস্ব বিশিষ্টতার ধারক এবং পূর্বাপরের ধারাবাহিকতার বাহক।

দ্বিতীয়ত, যুগের আলোচনায় হয়তো সাধারণ কতগুলি লক্ষণের পরিচয় বড় হয়ে ওঠে, ব্যক্তির স্বকীয়তা কিঞ্চিৎ অন্তরালে চলে যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে যে প্রতিটি লেখক স্বক্ষেত্রে স্বতন্ত্র, অর্থাৎ সে যুগের অন্তর্ভুক্ত হয়েও ব্যক্তিক। সে যুগের সৃষ্টি হয়েও যুগ-অতিক্রমকারী।

ইংরাজী সাহিত্যের বিভাগের ক্ষেত্রে কেউ কেউ সমাজ-রাজ-আর্থনীতিক ক্রমপর্যায় অনুসরণ করে প্রতিটি পর্বকে নামাঙ্কিত করেছেন; যেমন: এলিজাবেথীর যুগ, ভিক্টোরীয় যুগ ইত্যাদি। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসের পর্বগুলি সাহিত্যিকের ভিত্তিতে বিভক্ত করা বোধ করি অধিকতর সমীচীন। যে বিরাট প্রতিভার মধ্যে যুগের প্রায় সব লক্ষণগুলি বিধৃত, তাঁর নামানুসারে পর্বগুলিকে নামাঙ্কিত করাই ভাল। প্রতি যুগেই আমরা এমন এক একজন প্রতিভাবানকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখতে পাই, যিনি সমগ্র যুগের প্রতিনিধি। এই নীতিকে অনুসরণ ক'রে আমরা ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসকে নিম্নলিখিত যুগে বিভক্ত করতে পারি:

	ঐতিহাসিক যুগ	আনুমানিক কাল	সাহিত্যিক-যুগ
১।	এ্যাংলো-স্যাক্সন ও এ্যাংলো নর্মান যুগ	৫০০—১৩৪০	চসার-পূর্ববর্তী যুগ
২।	মধ্য প্ল্যান্টাজেনেট যুগ	১৩৪০—১৪০০	চসার যুগ
৩।	অন্ত্য প্ল্যান্টাজেনেট যুগ	১৪০০—১৫৫৭	সেক্সপীয়র-পূর্ববর্তী যুগ (চসার-পরবর্তী যুগ)
৪।	আদি টিউডর যুগ	১৫৫৭—১৬২৫	সেক্সপীয়র যুগ
৫।	ক্যারোলিন যুগ	১৬২৫—১৬৬০	মিলটন যুগ
৬।	রেষ্টোরেশন্ যুগ	১৬৬০—১৭০০	ড্রাইডেন যুগ
৭।	রাণী এ্যান-যুগ বা আদি জর্জীয় যুগ	১৭০০—১৭৪৫	পোপ যুগ
৮।	মধ্য জর্জীয় যুগ	১৭৪৫—১৭৯৮	জনসন যুগ
৯।	অন্ত্য জর্জীয় যুগ বা বিপ্লব যুগ	১৭৯৮—১৮৩২	ওয়ার্ডসওয়ার্থ যুগ (রোমান্টিক যুগ)
১০।	ভিক্টোরীয় যুগ	১৮৩২—১৮৮৭	টেনিসন যুগ
১১।	ভিক্টোরিয়া-পরবর্তী যুগ	১৮৮৭—১৯২৮	হার্ডি যুগ
১২।	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যুগ	১৯৩০—১৯৬০	আধুনিক যুগ

প্রথম অধ্যায়

চসার-পূর্ববর্তী যুগ

(৫০০—১৩৮০)

অ্যাংলো-সাক্‌সন ও অ্যাংলো-নর্মান সাহিত্য

ইংরাজী সাহিত্যের সুরু অনেক সময় ধরা হয় চসার (Chaucer) থেকে। এতে পাওয়া যায় ছয় শো বছরের সাহিত্য, কিন্তু চসারের আগে আরো ছশো বছরের সাহিত্য ইংলণ্ডের আছে। চসারের ভাষা আজকের ইংরেজ পড়লে সহজেই বুঝতে পারবে, কিন্তু চসার-পূর্ব যুগের ভাষা তার কাছে অবোধ্য। এইটেই এই ছ' শো বছরের সাহিত্যের অবহেলার কারণ।

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে অ্যাঙ্গ্‌ল্‌স্ (Angles), স্যাক্‌সন্‌স্ (Saxons), এবং জুট্‌স্ (Jutes) জাতির লোকেরা বৃটেন অধিকার করে বসবাস সুরু করে। এরা এদের ইয়োরোপীয় আদি মাতৃভূমি থেকে কিছু গল্প-গাথা সঙ্গে করে এনেছিল।

নর্মান বিজয়ের (Norman Conquest) আগে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সমগ্র ইংলণ্ডবাসীর খ্রীস্টান ধর্ম-গ্রহণ। তখন কিছু খ্রীস্টান-ধর্মীয় কাহিনীর প্রচলন এখানে হয়।

ষষ্ঠ শতকে অ্যাঙ্গ্‌ল্‌স্-রা Beowulf-এর গল্পটি ইংলণ্ডে আনে, এবং আনুমানিক ৭০০ খ্রীঃ এটি কাব্যে রূপান্তরিত হয়। Beowulf-এর যে-পুঁথিটি এখনও বর্তমান, সেটি আরও তিন শো বছর পরে ১০০০ খ্রীস্টাব্দে লিখিত। তারপরে সাত শো বছব এই পুঁথিটি কোথায় ছিল তা অজ্ঞাত, ১৭০৬ খ্রীস্টাব্দে স্যার রবার্ট কট্‌নের গ্রন্থ-সংগ্রহের মধ্যে এটি পাওয়া যায়। মাত্র ছাব্বিশ বছর পরে এই সংগ্রহ-গৃহে আগুন লাগে এবং এই পুঁথিটি অল্পের জন্য রক্ষা পায়। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত পুঁথিটির পাতার প্রান্তভাগে এখনও পোড়া দাগ রয়েছে।

Beowulf-এর কাহিনীটি যদিও অ্যাঙ্গ্‌ল্‌স্-রা এনেছিল, কিন্তু কাহিনী স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ানদের (Scandinavian) সম্বন্ধে।

Beowulf-এর গল্পটি সংক্ষেপে এই :

সুইডেনের রাজরক্ত Beowulf-এর ধমনীতে প্রবহমান। Beowulf বীর যোদ্ধা। হ্রদ্গার (Hrothgar) তখন ডেনমার্কের রাজা। তাঁর রাজধানী তখন গ্রেণ্ডেল (Grendel) নামে এক দুরন্ত রাক্ষসের অত্যাচারে ত্রস্ত। রাত্রে রাজপ্রাসাদ যখন উৎসবের আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠত তখন অকস্মাৎ এই রাক্ষসটি তার অনুচর-সহ এসে হাজির হত এবং রাজার পারিষদের মধ্য থেকে কাউকে নিয়ে উধাও হতো। রাক্ষস এমনি করে রাজার অনুচরদের রক্তে মাংসে তার ক্ষুধা মেটাত। তাকে যুদ্ধ করে পরাস্ত করবে তেমন বীর পুরুষ কেউ তখন ছিল না। তাই তার অত্যাচার নীরবে সহ্য করা ছাড়া রাজার গত্যন্তর ছিল না।

এই সংবাদ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। প্রতিবেশী রাজ্যের Beowulf সে কথা শুনে রাক্ষসকে দমন করার জন্য সমুদ্রপথে যাত্রা করলেন। রাজা হ্রদগারের রাজপ্রাসাদে এসে তিনি দুর্বৃত্ত রাক্ষসের নৈশ অভিযানের অপেক্ষায় রইলেন। শেষ পর্যন্ত রাক্ষস এলো তার অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে। দুজনের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হলো। অবশেষে Beowulf রাক্ষসের একটি বাহু কেটে ফেললেন। রাক্ষস যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে পলায়ন করল এবং তার সমুদ্রতলস্থ গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করল। কিন্তু সেখানেও সে বাঁচতে পারল না। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সে প্রাণত্যাগ করল।

এখানেই উপদ্রবের উপশম হলো না। পরদিন রাত্রে রাক্ষসের মাতা পুত্রের মৃত্যুর শোধ নেওয়ার জন্য রাজপুরীতে হানা দিল। আবার Beowulf-এর সঙ্গে তার তুমুল যুদ্ধ হলো। Beowulf-এর বিক্রমে রাক্ষসজননীকে পালিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে হোলো সেই সমুদ্রতলবর্তী দুর্গে। Beowulf শত্রুকে নির্মূল করার জন্য কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে রাক্ষসের সমুদ্রতল-দেশস্থ দুর্গে হানা দিলেন। শত্রুকে শেষ করে তিনি ফিরে এলেন। রাজা হ্রদগার ও তাঁর প্রজাপুঞ্জ এই পরহিতব্রতী রাজপুত্রের উদ্দেশ্যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করল।

তারপর Beowulf ফিরে এলেন আপন রাজ্যে। নিজরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের অনতিকাল পরেই তিনি রাজপদে অভিষিক্ত হলেন। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ তিনি রাজত্ব করেন এবং প্রজাপুঞ্জের শ্রদ্ধা ও ভক্তি লাভ করেন। তাঁর জীবনের শেষ লগ্নে দেশে এক দারুণ দুর্দৈব উপস্থিত হলো। এমন এক রাক্ষস

এসে ত্যর রাজ্য আক্রমণ করল যার মুখ থেকে আগুনের বিপুল হলকা বয়। প্রজারা সেই রাক্ষসের উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। রাক্ষস তার মুখের আগুনে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পুড়িয়ে মারতে লাগল। সবাই ভয়ে সন্ত্রস্ত, কেউ তার সম্মুখীন হতে সাহস পায় না। অবশেষে বৃদ্ধ রাজা Beowulf-কেই এগিয়ে যেতে হল। বহুদিনের পুরাণো বর্ম পরে তিনি অবতীর্ণ হলেন যুদ্ধে। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর রাক্ষস পরাস্ত হল বটে, কিন্তু তার নিঃশ্বাসে দগ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন বৃদ্ধ রাজা Beowulf। মৃত্যুর অনিবার্যতা এবং অলঙ্ঘনীয় নিয়তি সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে তিনি স্বর্গারোহণ করলেন। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বর্ণনায় কাহিনী সমাপ্ত।

সাধারণত মহাকাব্যের যে সব গুণ থাকে এই ছোট কাহিনীর মধ্যে তার প্রায় সবগুলিই আছে। বিষয়বস্তুর মাহাত্ম্য, ভাষার গাম্ভীর্য ও সমুন্নত জীবনাদর্শে এ কাহিনী সমৃদ্ধ। তাছাড়া সেকালের সমাজ-চিত্রও Beowulf-এ চমৎকার দেওয়া আছে।

কোন কোন সমালোচকের মতে এর দুর্বলতা কাহিনী-অংশে: এটা রাক্ষস-দৈত্য-সংকুল রূপকথা মাত্র। কিন্তু সে-যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এ বক্তব্য অচল।

সমস্ত অ্যাংলো-স্যাক্সন্‌ কবিতার মত Beowulf-এরও পংক্তি দীর্ঘ। পংক্তির অন্ত্যমিল এতে নেই, কিন্তু প্রতি পংক্তিতেই অনুপ্রাস আছে। কবির বিশিষ্ট ও বিস্তৃত শব্দভাণ্ডারের পরিচয় বহন করছে এই কাব্যটি। কবি কতগুলি শব্দের 'চিত্র-নাম' ('picture-names') ব্যবহার করেছেন— অনেকটা আমাদের সংস্কৃত ভাষার মত। সমুদ্রকে sea না বলে অনেক যায়গায় হয়তো বলা হয়েছে swan s road, বা দেহকে body না বলে bone-house।

এর মূল গল্পটি যদিও আগের, কিন্তু এটি কাব্যাকারে রচিত হয় ইংরেজ জাতির খ্রীষ্টধর্ম-গ্রহণের পর, তাই এতে পুরাতন বীরগাথার বিশিষ্টতা ও নূতন বিশ্বাসের স্বাক্ষর উভয়ই বর্তমান।

Beowulf ছাড়া আরো কতগুলি ক্ষুদ্রাকার কাব্যও পাওয়া গিয়েছে। যেমন, Widsith, (The Far Traveller)। এতে একজন কবির দেশ-ভ্রমণ বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি দেশে দেশে, বিভিন্ন রাজার দরবারে গান গেয়ে বেড়াতেন। প্রত্যেক দেশে তাঁর গান সানন্দে গৃহীত হতো। এ কাব্য সেই সানন্দ সঙ্গীতের ভাষারূপ।

Bishop Leofric-প্রদত্ত এবং Exeter গীর্জায় সংরক্ষিত রচনা-সংগ্রহের মধ্যে সাতটি কবিতা আছে, যার মধ্যে যথেষ্ট মানবিক আবেদন বর্তমান, যথা : Deor, Wulf and Eadwaeer, The Wife's Lament, The Husband's Message, The Ruin, The Wanderer এবং The Sea-farer।

এই সব কবিতাগুলি বিষণ্ণ ও অদৃষ্টবাদী। অবশ্য অদৃষ্ট মেনে নিয়েও জীবন এখানে সাহসী এবং দৃঢ়-ইচ্ছা-সম্পন্ন। এই মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে Deor-এর ধ্রুবপদটিতে, তাঁর প্রভুর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ব'লে কবি এখানে বিষণ্ণ, কিন্তু অতীত দুঃখের কথা স্মরণ করে তিনি বলেছেন :

That grief passed away : so may this sorrow pass.

খ্রীষ্টীয় কাব্যগুলির পংক্তি রচনা ও শব্দভাণ্ডার বীরগাথাগুলিরই মত। খ্রীষ্টান মিশনারীরা দেখলেন যে পুরাতন গল্পগুলিকে ধ্বংস করা অসম্ভব। তাঁরা তখন বাইবেলের গল্পকে পুরানো রীতিতে বলে জনসাধারণের মনকে জয় করতে চাইলেন। তাছাড়া অনেক খ্রীষ্টান মিশনারী এই অধর্মীয় গল্পগুলিকে পছন্দও করতেন। এই দুই রীতির মিশ্রণের চমৎকার উদাহরণ Andreas (St. Andrew)। এটি একটি ধর্মীয় কাব্য, খ্রীষ্টীয় কারুণ্যের স্পর্শ এখানে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রাচীন বীরগাথার দুঃসাহসিক আবহাওয়া দ্বারাও কাব্যটি সম্পৃক্ত।

খ্রীষ্টীয় কাব্য রচনার সঙ্গে দুটি নাম বিশেষভাবে যুক্ত, Caedmon এবং Cynewulf। Whitby-র মঠের রাখাল ছিলেন Caedmon, তিনি প্রকৃতিতে ছিলেন লাজুক ও স্পর্শকাতর। দৈব শক্তির প্রভাবে নাকি তিনি কবি হয়ে উঠেছিলেন। Genesis, Exodus, Daniel এবং খ্রীষ্ট-বিষয়ক তিনটি কবিতা (The Fallen Angels, The Harrowing of Hell, The Temptation.) Caedmon-এর রচিত বলে আগে মনে করা হোত। আধুনিক গবেষকরা অবশ্য তা বিশ্বাস করেন না। তাঁরা বলেন, Caedmon-এর রচিত কবিতা পরবর্তী কবিদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে এই রূপ নিয়েছে।

যদিও কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই তবু মনে করা হয় যে মিলটন (Milton) তাঁর 'প্যারাডাইস লস্ট' (Paradise Lost) কাব্য রচনায় 'জেনেসিস' (Genesis B)-এর সূত্র থেকে ইঙ্গিত গ্রহণ করেছেন।

Genesis-এর শয়তান-চরিত্র এবং নরক-বর্ণনা প্রশংসার দাবী রাখে।

Juliana, Elene, Christ প্রভৃতি কাব্য Cynewulf-এর নামের সঙ্গে

যুক্ত। Caedmon-এর কাব্যের আদিমতা থেকে Cynewulf কিছুটা মুক্ত এবং শিল্পসমৃদ্ধ রূপ দেবার সচেতন প্রয়াস তার অনেক বেশী। বইগুলো থেকে মনে হয় যে লেখকের মূল ল্যাটিনের সঙ্গে পরিচয় ছিল। Cynewulf-এর The Dream of the Road পুরাতন ইংরাজী সাহিত্যের অত্যন্ত কল্পনাসমৃদ্ধ রচনা। দেড়শ লাইনের এই কবিতায় কবি তাঁর একটি স্বপ্নকে বর্ণনা করেছেন। স্বপ্নে তিনি দেখলেন একটি ক্রস—'a gallows tree, but not of shame'. ক্রসটি অলংকৃত, কিন্তু রক্তাপ্লুত। এই ক্রসটি তখন যীশুর ক্রসবিদ্ধ মৃত্যুর প্রসঙ্গে নিজের অনিচ্ছাকৃত অপরাধের কথা বলছে।

অ্যাংলো-স্যাকৃসন্ সাহিত্যেব আব একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনীব নাম Judith। মানবচরিত্রেব যথাযথ রূপায়নে এবং নাটকীয় গুণে এটি অ্যাংলো-স্যাকৃসন সাহিত্যে বোধহয় অদ্বিতীয়।

এই সময় ল্যাটিন ভাষায় লেখারও প্রচলন ছিল। ল্যাটিন-ভাষাব লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছেন Bede (৬৭৩-৭৩৫)। তাঁর Ecclesiastical History of the English Race অত্যন্ত বিখ্যাত গ্রন্থ।

এব পবে ডেন্‌দের আক্রমণে ইংলণ্ডের নবজাগ্রত সভ্যতার ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয়। কিন্তু এই সংকটেব দিনেই ইংলণ্ডে এক বিরাট ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। বাইশ বছর বয়সে অ্যালফ্রেড (৮৪৯-৯০১) রাজপদে অভিষিক্ত হন। তিনি তাঁর দেশকেই শুধু রক্ষা করেন নি, মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধও করেছিলেন। তাঁর কৃতিত্ব অনুবাদে এবং বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম সংগঠনে। ধর্মযাজকদের সুবিধার জন্য তিমি Gregory the Great-এর Pastoral Rule-এর অনুবাদ কবেন। লোকে তাদের দেশকে যাতে ভালো করে জানতে পারে তার জন্য তিনি Bede-র Ecclesiastical History-র অনুবাদ আরম্ভ করেন। এ ছাড়া Orosius-এর History of the World-ও অনুবাদ করেছিলেন—এটাও হয়তো জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টায়। আর বোধহয় নিজের তৃপ্তির জন্য অনুবাদ করেছিলেন Boethius-এর Consolation of Philosophy। মঠগুলিতে রক্ষিত ঘটনা-লিপি অবলম্বন করে তিনি একটি জাতীয় ইতিহাস পরিকল্পনা করেন। এই বইয়ের নাম Anglo-Saxon Chronicle। এতে বিভিন্ন হাতের ছাপ আছে। আলফ্রেডের মৃত্যুর পরেও এটির ধারাবাহিক রচনা অক্ষুণ্ণ থাকে। ১১৫৪ খৃঃ পর্যন্ত এই ইতিহাসের পরিধি। স্টিফেনের (King Stephen) মৃত্যুদলিল দিয়েই

তার উপসংহার। প্রাচীন ইংরাজী গদ্যের সবশ্রেষ্ঠ নিদর্শন Anglo-Saxon Chronicle।

হেস্টিংসের যুদ্ধ ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রতিবেশী নর্মানরা হেস্টিংসের যুদ্ধে পরাজিত করল ইংরাজদের। দখল করল ইংরাজের রাজ্য। পরাধীনতার গ্লানি ইংরেজের চিত্তকে করল ক্ষত-বিক্ষত। ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক অন্ধকারাচ্ছন্ন কাল। ইংরাজী সাহিত্য এমন কি ইংরাজী ভাষাও তার অস্তিত্ব বজায় রাখার চরম সমস্যার সম্মুখীন হল। এই অভিঘাতের ফলে আহত ইংরাজী সাহিত্য সুদীর্ঘ দেড়শ বছর তার সৃষ্টি-ক্ষমতাকে কার্যকরী রাখতে সক্ষম হয় নি। এই দেড়শ' বছর ইংরাজী সাহিত্য বন্ধ্যা। রাজা জনের (John) আমলে এসে আক্রমণকারী আর আক্রান্ত জনসাধারণ মোটামুটি একটা সুস্থির একতার সূত্রে আবদ্ধ হলো। ম্যাগনা কার্টা (Magna Charta) এই ঐক্য-বন্ধনের সুস্পষ্ট নিদর্শন। এ মিলনের ফলে বিবোধ-বিভ্রান্ত জাতি খানিকটা সংহত হল। তাদের মধ্যে দেখা দিল একজাতিক চেতনা। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যও এ সময়ে হৃতশক্তি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করল। নতুন উপাদানকে সে তার সৃষ্টিকর্মে অন্তর্গত করার প্রয়াস পেল। এই জাগরণের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন Layamon বিরচিত Brut গ্রন্থ। Layamon ছিলেন ওয়ারচেষ্টারের একজন পাদ্রী। তিনি আনুমানিক ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে Brut গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন। এই বিরাটকায় গ্রন্থটি তিরিশহাজার চরণের সমষ্টি। অসংখ্য উপকাহিনী মিলে এই গাথা-ধর্মী গ্রন্থ বৃটেনের ইতিহাসের গৌরব লাভ করেছে। এ গ্রন্থ সুরু হয়েছে Aeneas-এর কাহিনী থেকে আর উপসংহৃত হয়েছে সামন্তরাজ Calwallader-এর কাহিনীতে। এর মধ্যে অনেক রাজরাজরার কাহিনী স্থান পেয়েছে। Lear এবং King Arthur-এর কাহিনীও বাদ পড়ে নি। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, গ্রন্থটি এ্যাংলো-নরম্যান কবি Wace-এর Brut d' Engleterre গ্রন্থের বিশদীকৃত টীকাকাব্য। Wace-এর গ্রন্থের ভিত্তি হলো তথাকথিত বৃটেনের ইতিহাস (History of Britain, 1132)। লোেঅমনের কাব্যে কেলটিক, ফরাসী ও ইংরাজী— এই ত্রিবেণীধারার প্রভাব। ভাষা এবং কাব্যরীতির দিক থেকে লোেঅমন এ্যাংলো-স্যাকসন রীতির অনুসরণ করেছেন।

এর পর আমরা পেলাম ওরমুলাম (Ormulum) আনুমানিক ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে। লিঙ্কনশায়ারের ধর্মযাজক ORM লিখলেন অনেকগুলি লোককাহিনী। Ancren Riwle বা Rule of Anchoresses (আনুমানিক ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দ) প্রস্তুত হয়েছিল গদ্য ভাষায়। এ রীতি প্রস্তুতির উদ্দেশ্য ছিল ধর্মজীবনে প্রবিষ্ট তিন জন মহিলার জীবনাচরণের নির্দেশ দান। কথোপ-কথনের ভঙ্গীতে রচিত The Owl and the Nightingale (আনুমানিক ১২২৩ খ্রীষ্টাব্দ)-এর একটা অন্য মূল্য আছে। এই কাব্যে দুটি পাখী কথোপকথনছলে অনুপ্রাসের অসারতা এবং ফরাসী ছন্দ-রীতির উৎকর্ষ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। এ পাখী কেবল পাখী নয়, যুগচিত্তও।

চতুর্দশ শতকের আদিতে রচিত অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে Robert Mannyngs-এর Handlyng Synne (Manual of Sin, 1303) এবং Ayenbit of Luwyt (Remorse of Conscience, 1340) এই গদ্য গ্রন্থ দুটি ফরাসী থেকে অনূদিত। Cursor Mundi (আনুমানিক ১৩২০) গ্রন্থটি যতটা সাধারণ সাহিত্য, ততোধিক ধর্মগ্রন্থ।

আদি যুগের কয়েক শ বছরের ইংরাজী সাহিত্য প্রধানত বৈভবের ইতিহাস নয়। এই যুগ তার ভাষা গঠনের দুর্নিবার প্রচেষ্টায় বদ্ধপরিকর। বৈদেশিক আক্রমণের গ্লানিকে অপসারিত করে ধীরে ধীরে ইংরাজ জাতি জেগে উঠেছে তার মহিমা নিয়ে, জাতীয় ঐক্যচেতনার সমুদ্রস্নান-সমাপনান্তে। নর্মানদের মাতৃভাষা ছিল ফরাসী। এই বিজয়ী বিদেশী ভাষার একাধিপত্য কোণ-ঠাসা করেছিল ইংরাজী ভাষাকে। ইংরাজী ভাষায় রচিত সাহিত্য হারিয়েছিল তার সমস্ত সাহিত্যিক মর্যাদা। ইংরাজী সাহিত্য অপাংক্তেয় হয়ে ধীরে ধীরে নেমে এসেছিল আঞ্চলিক গ্রাম্য গাথার পর্যায়ে। ইতিহাসের শুষ্ক সার সংকলন, ধর্মের রসহীন তর্কবিতর্ক আর উপদেশ-সংগ্রহের আতিশয্যে বাঁধা পড়েছিল তার স্রোত।

কিন্তু বিপুল শক্তিবলে বিজয়ী-বিজিতের ব্যবধান দূরীভূত করে উভয়ের সম্মিলিত এক জাতির পত্তন হোলো ইংলণ্ডে। সেই নব-উদ্ভূত জাতির সাহিত্যের জাগরণের প্রধান সাহিত্যিক Geoffrey Chaucer। চসার ইংরাজী সাহিত্যের দ্বিতীয় অধ্যায়, চসার থেকে ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস ধারাবাহিক ও অব্যাহত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চসার যুগ

(মধ্য-প্ল্যাণ্টাজেনেট যুগ)

(১৩৪০-১৪০০)

চসার

চসার তাঁর শতাব্দীর প্রতিনিধি-স্থানীয় কবি। তাঁর যুগকে যেন তিনি পরিপূর্ণভাবে আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন। তাছাড়া ফরাসী ভাষার কাছ থেকে ইংরেজী ভাষা যে নতুন শক্তি আহরণ করেছিল তার সুষ্ঠু ব্যবহার ও পরিণতি-দানের ব্যাপারটি তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

তখন তৃতীয় এডওয়ার্ডের রাজত্বকাল। চসার (Geoffrey Chaucer) জন্ম গ্রহণ করলেন আনুমানিক ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে, লণ্ডনে। চতুর্থ হেনরীর সিংহাসন লাভের এক বৎসর পরে তিনি লোকান্তরিত হন। মধ্যযুগীয় সভ্যতা তখন উন্নতির চরম শিখরে। ইংরাজী বীরযুগের তখন মধ্যাহ্নকাল। ইংরেজের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে তখন একটা দ্রুত পরিবর্তন চলছে। জীবনের এই ব্যাপক ভাঙ্গা-গড়া ওঠা-পড়াকে ব্যাপ্ত করে আছে চসারের সুদীর্ঘ জীবনকাল। জাতীয় মানসের সেই রোমাণ্টিক আদর্শবাদ মূর্ত হয়ে উঠেছে চসারের Kinghtes Tale-এ, ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ আর যুদ্ধজয়ের ইতিহাস Froissart-এর Chronicles-এ। অবশ্য শেষোক্ত গ্রন্থটি ততটা ইতিহাস নয়, যতটা উপন্যাস। নবজাগ্রত ইংরাজ জাতি তার জাতীয় প্রতিপত্তি আর সম্মান উত্তরোত্তর বাড়িয়ে তুলতে লাগল একের পর এক যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে। জাতির এই আলোকজ্জ্বল দিকটির ওপিঠ ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বাণিজ্য বিস্তার লাভ করল, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ধন-দৌলত বৃদ্ধি পেল। কিন্তু জনসাধারণ রইল দারিদ্র্যের মধ্যে। দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ। তারপর ১৩৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নেমে এলো কুখ্যাত মহামারী—ব্ল্যাক ডেথ। এই মহামারী এক বছরের মধ্যে সমগ্র দেশের এক তৃতীয়াংশ মানুষের মৃত্যু ঘটাল। এই মহামারী পুনরায় দেখা দিল ১৩৬২, ১৩৬৭ এবং ১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দে। প্লেগের অনুসরণ করে বারংবার দেখা দিল দুর্ভিক্ষ।

দেশের নৈতিক মান নেমে গেল। চোরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। স্বৈরাচারী আইন কানুন প্রবর্তিত হতে লাগল। জনসাধারণের বিক্ষোভকে দমাবার জন্য কঠোরহস্ত হলেন শাসক সম্প্রদায়। ফরাসী যুদ্ধে এডওয়ার্ড যে সকল অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছিলেন তার দাম চুকিয়ে দেবার জন্য উচ্চহারে কর প্রবর্তনের ব্যবস্থা হল। সামাজিক উদ্বেগ বিদ্রোহী আত্ম-প্রকাশের পথ খুঁজল Wat Tyler, Jack Straw এবং John Ball-এর নেতৃত্বে। রিচার্ডের অব্যবস্থা এবং স্বৈরাচারী শাসনেব বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিবাদ সংহত হবার চেষ্টা করল। রাজা-প্রজায় একটা নিয়মতান্ত্রিক সংঘর্ষ দেখা দিল। এ সংঘর্ষের ফল সুদূরপ্রসারী।

চসাবের সমকালীন সমাজের অব্যবস্থায় যে সব উপাদান ছিল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পাদ্রীদের অধঃপতন। পাদ্রীদের সীমাহীন অশিক্ষা-অজ্ঞানতা, অসতর্কতা আর লোলুপতা গীর্জাকে চূড়ান্তভাবে কলুষিত করেছিল। চসার কিন্তু সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারে একেবারে উদাসীন না থাকলেও তেমন উদ্যোগী হন নি কখনও। চতুর্দশ শতকের শেষভাগে ইংলণ্ডের সমাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দুটি। প্রথমতঃ সামাজিক অস্থিরতা। আর দ্বিতীয়তঃ নতুন ধর্মীয় আন্দোলন। নবতর শিক্ষাব প্রসারতা প্রভূত ভাবে প্রবাহিত করেছিল সমকালীন চিন্তাকে, সমসাময়িক সাহিত্যকে। অলৌকিক ভাবাদর্শ এবং মধ্যযুগীয় মনন চসার-যুগকে নিয়ন্ত্রিত করছিল। কিন্তু নবতর মননের ফলে নতুনতব শিক্ষার্জনের দ্বারা মধ্যযুগীয় সংস্কাবের জীর্ণ স্তূপে ধাক্কা লেগেছিল। এই নব জাগরণের সার্থক ঋত্বিক পেত্রার্ক (১৩০৪-৭৪) এবং বোক্কাচিও (১৩১৩-৭৫)। তাঁদেরই লেখা থেকে উৎসারিত হয়ে নব মানবতাবাদ ছড়িয়ে পড়ল ইংলণ্ডে। এরই ফলে সৌন্দর্যবোধ, জীবনের আনন্দবার্তা আপন আপন গৌরবে অধিষ্ঠিত হল। যত সামান্যই হোক না কেন নবমানবতাবাদ চসার যুগের সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট উপাদান।

চসারের বাবা ছিলেন মদ্য ব্যবসায়ী। তাঁর বাল্যজীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। তবে একথা মনে হয় যে তিনি শিক্ষার সুযোগ লাভ করেছিলেন। ১৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সৈনিক হিসাবে ফ্রান্সে গমন করেন এবং সেখানে বন্দী হন। কিন্তু তাঁকে বেশীদিন বন্দী অবস্থায় কাটাতে হয় নি। রাজা তাঁর মুক্তিমূল্য দিলে তিনি মুক্তিলাভ করে সোজা ইংলণ্ডে চলে আসেন। ইংলণ্ডে ফিরে আসার কিছুদিন পরে তিনি

বিবাহ করেন এবং রাজদরবারে কাজ গ্রহণ করেন। এসময় থেকে দীর্ঘ কাল যাবৎ তিনি রাজসভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি রাজ-প্রতিনিধিদলের একজন হিসাবে যখন ইতালী পরিভ্রমণে যেতেন সেখানে সম্ভবতঃ তিনি পেত্রার্ক ও বোক্কাচ্চিওর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছিলেন। রেনেসাঁসের প্রথম লগ্নের ইতালীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে সঞ্চারিত করেছিলেন তিনি স্বদেশে। তিনি তাঁর Clerk's Tale গ্রন্থে পেত্রার্কের নাম উল্লেখ করেছেন।

তিনি প্রচুর রাজানুগ্রহ লাভ করেছিলেন। কিছুদিনের জন্য নাইট হিসাবে পার্লামেণ্টেও তাঁর স্থান হয়েছিল। কিন্তু শেষ বয়সের কিছুদিন তিনি দারিদ্র্যের মধ্যেও ছিলেন। ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে চসারের মৃত্যু হয়।

চসারের জীবন ছিল সক্রিয় এবং কর্ম বহুবিধ। তিনি ব্যবসায়ীর পুত্র। বালকভৃত্য, নাইটের সহচর (Squire), কূটনীতিবিদ এবং রাজ-সরকারের বিভিন্ন ধরণের কাজে তিনি জীবন কাটিয়েছেন। সমাজের প্রায় সবস্তরের লোকের সঙ্গেই তিনি মেলামেশা করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। দেশভ্রমণ তার অভিজ্ঞতার পরিধিকে আরও প্রসারিত করেছিল। ইয়োরোপের উন্নত কাব্যসাহিত্যের কাছ থেকে তিনি দৃষ্টান্ত ও প্রেরণা লাভ করেছিলেন। মনে রাখতে হবে, চতুর্দশ শতকের ইংরাজী কবিতা পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর পেরোয় নি, আর ফরাসী ও ইটালীয় কবিতা তখন সুসাধিত।

চসারের পাঠ-পরিধিও ছিল বিস্তৃত। তাঁর সময়ে প্রাপ্য প্রায় সকল সাহিত্যই তাঁর অধীত ছিল। ফরাসী-ইটালীয় ছাড়া ল্যাটিন সাহিত্যের কাছেও তাঁর ঋণ অপরিমেয়।

চসার বিশেষ কোন জীবনদর্শন উপস্থিত করতে চান নি, অথবা কোন উপদেশ বা আদর্শ প্রচারও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। জীবনের সমস্যা নয়, জীবনের আনন্দ তাঁর উপজীব্য। অবশ্য ভালকে তিনি কখনও পরিহাস করেন নি বা মন্দের সঙ্গেও গলা মেলান নি। তাঁর দৃষ্টির ঔদার্য ছিল অসামান্য ; তাঁর হাস্য-পরিহাস ছিল প্রসন্ন সহৃদয়, তাতে কোন সময়ই হুল থাকত না।

ছন্দের ক্ষেত্রেও চসার খুব বড় শিল্পী। ইংরেজী কবিতার অক্ষর-গত স্বাধীনতা (accent বা শ্বাসাঘাত দ্বারা নির্ধারিত) এবং ফরাসী কবিতার

অক্ষর-গত কঠিন শৃঙ্খল। (caesura বা চরণের মধ্যভাগের যতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত)—এই দুয়েব মধ্যে এলোমেলো পথ চলতেন আগেকার কবিরা। চসারই প্রথম উভয় রীতির মধ্যপথকে সুষ্ঠু সামঞ্জস্যে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করেন। ইংরেজী ছন্দের পূর্ণশক্তিকে প্রায় তিনিই আবিষ্কার কবেন। এর পরের কবিরা নতুন একমাত্র অমিত্রাক্ষব ছন্দকেই এনেছেন।

চসার Gower-এর মত ফরাসী বা ল্যাটিন ভাষার দ্বারা প্রলোভিত হন নি। তখন ইংরেজদেবও কোন সাধাবণ কথ্য-ভাষা (Standard Dialect) ছিল না। লণ্ডন শহবেব দুর্বল আঞ্চলিক ভাষাকে (London English) তিনি প্রথম শ্রেণীব সাহিত্য-মাধ্যমে রূপান্তরিত করেন। এ ভাষাব তখন ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ছিল, কিন্তু তিনি এরই সঙ্গে আপনাব ভবিষ্যৎকে যুক্ত করেছিলেন। ভাষাব ভবিষ্যৎকে তিনি তৈরী করে গিয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে 'ইংবাজী সাহিত্যেব জনক' (Father of English Literature) এ আখ্যাটি অযৌক্তিক নয়।

Guillaume de Lorris (ত্রয়োদশ শতক) এবং Jean de Meung (১২৫০-১৩০৫) বচিত Le Roman de la Rose (The Romance of Rose) গ্রন্থের অংশবিশেষের অনুবাদ চসার-কৃত বলে অনুমিত হয়। কিন্তু আধুনিক গবেষকরা এটির সম্পূর্ণ অনুবাদ চসারেব বলে মনে করেন না, তাঁদেব মতে এব অংশ বিশেষ চসারেব অনুবাদ হতে পারে। যাই হোক, অনুবাদটি চসারের নামের অযোগ্য নয়। মূল গ্রন্থেব বিভিন্ন ভাবধাবার সুষ্ঠু অনুসৃতি এতে আছে।

১৩৬৯ খ্রীষ্টাব্দে The Book of the Duchess লিখিত হয়। John of Gaunt ছিলেন চসারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এর স্ত্রী Blanche-র মৃত্যুতে এই তেরো শতাধিক পংক্তিব রূপক কাব্যটি রচিত। প্রথমে কবি নিজেকে নিদ্রাহীন এক প্রেমিক হিসাবে বর্ণনা করেছেন। পরে যখন তাঁর নিদ্রা এল, তখন তিনি স্বপ্নে এক কৃষ্ণবস্ত্র পরিহিত সুন্দর নাইটের সাক্ষাৎ লাভ করেন। এই নাইট তাঁর পত্নীব মৃত্যুতে শোকভারাতুর। তাঁর সেই শোকার্ত চিত্তের প্রকাশ এই কাব্যে।

The House of Fame-ও স্বপ্ন মাধ্যমে বর্ণিত রূপক কাব্য।

এই কাব্যগুলি চসারের গীতিধর্মিতা এবং গাথারচনার শক্তির পরিচয় বহন করে। কিন্তু অপর তিনখানি কাব্যগ্রন্থ চসারকে সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ-

ভাবে স্মরণীয় করে রেখেছে। এই গ্রন্থত্রয় হলো : Troilus and Criseyde (১৩৮৫-৮৭), The Legend of Good Women (১৩৮৫) এবং অসমাপ্ত Canterbury Tales।

Troilus and Criseyde-এ তাঁর শিক্ষানবিশী পর্ব সম্পূর্ণ সমাপ্ত। এর কাহিনীর ভিত্তি ট্রয় যুদ্ধ। ক্রেসিডা ও ট্রয়লাসের ভালবাসা এবং পরে ক্রেসিডার বিশ্বাসঘাতকতা এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। প্রেমের যে গল্প সেক্স্‌পীয়রের কঠিন একটি নাটকের বিষয়বস্তু, চসার সেই কাহিনীকে বহন করে এনেছেন বোকাচ্চিওর Il Filostrato থেকে। একথা সত্য যে চসার কাব্যাকারে একটি বিরাট কাহিনী লিখেছেন এ গ্রন্থে। আশ্চযের বিষয়, একজন ল্যাটিন লেখকের মালমসলাকে চসার ব্যবহার করেছেন রেনেসাঁসের আমলের একজন নাট্যকারের মত। শেক্স্‌পীয়র তাঁর নাটকে যা করেছেন, তা তাঁর পূর্বেই চসার অনেকখানি করে রেখে গিয়েছিলেন। বোকাচ্চিও-র গ্রন্থের কাহিনী-সূত্রকে অবলম্বন করে তিনি নিজের মৌলিক সৃষ্টিপ্রতিভার স্বাক্ষরও এতে রেখেছেন, গ্রন্থটি দীর্ঘ, নানা দিকে নানা শাখা। হাস্যরসাত্মক বিষয়গুলি সবই চসারের নিজের। তবে গ্রন্থটিতে কাহিনীর গতি অতিরিক্ত সংলাপে বাধাগ্রস্ত। কিন্তু এটা মধ্যযুগীয় সাহিত্যেরই বৈশিষ্ট্য।

চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে এ গ্রন্থের কৃতিত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃত। ট্রয়লাস ও ক্রেসিডা ছাড়াও ক্রেসিডার কাকা Pandarus চরিত্রটি তার রসিকতা, সৌহৃদ্য, প্রেমদৌত্য ও সংলাপে উজ্জল। এই চরিত্রটি সম্পর্কে কোন ইংরেজ প্রাবন্ধিক বলেছেন, 'first fully drawn figure in our literature.'। এর তুলনায় The Legend of Good Women অত্যন্ত সাধারণ গ্রন্থ। কাহিনীর উৎস ওভিদ ও বোকাচ্চিও। পূর্বকথা (Prologue) অংশটি রূপক। এই অংশে কবির বিশিষ্ট কতগুলি ভাবমুহূর্ত সুন্দরভাবে পরিস্ফুট। Cleopatra, Thisbe, Philomela এবং আরও অনেকে প্রেমের জন্য যে সীমাহীন দুঃখকে বরণ করেছিলেন তারই কাহিনীকে অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে The Legend of Good Women.

ক্যানটারবারী টেলস্‌-এর দ্বারাই চসারের কীর্তি বহুবিশ্রুত। এই গ্রন্থটি কয়েকটি আখ্যায়িকার সংকলন। চসার এহেন সংকলনের ধারণাটি বোধ করি বোকাচ্চিওর Decameron থেকেই পেয়েছিলেন।

ক্যানটারবারী টেলসের গঠন এই রকম। একদল তীর্থযাত্রী চলেছে

তীর্থে, তারা প্রত্যেকে যাওয়া এবং আসার সময় দুটো করে মোট চারটি গল্প বলবে।

কিন্তু চসার এই বিরাট গ্রন্থ অসম্পূর্ণ রেখে লোকান্তরিত হন। চব্বিশটি গল্পের ভগ্নাংশ নিয়েই এ গ্রন্থটি অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রইল। এই অসমাপ্ত আখ্যানগুলি থেকেই চসারের নাটকীয়তাবোধ, পরিবেশন-নৈপুণ্য, বর্ণনাচাতুর্য প্রভৃতির যে নিদর্শন আমরা লাভ করি তা নিঃসন্দেহে অসাধারণ। প্রতিটি চরিত্র তাদের পোষাকে আচারে আচরণে অনন্য।

এর গল্পগুলি চসারের মৌলিক রচনা নয়। ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, এবং ইতালীয় গল্পের বিষয়বস্তুই তার ভিত্তি। কিন্তু চসার যা গ্রহণ করেছেন, তাকে নিজের করে নেবার মত প্রতিভা তাঁর ছিল। সে প্রতিভার স্পর্শে আখ্যায়িকাগুলি যেন মৌলিকতা লাভ করেছে।

চসারের এ গ্রন্থে বিচিত্র মানুষের বিপুল সমাবেশ। সেনাবাহিনী, পেয়াদা, দলিলবিক্রেতা, কেরাণী, ছাত্র, ডাক্তার, উকিল সবাই আছে। ফ্রাঙ্কলিনের মত ভূস্বামী আছে, মাঝি-মাল্লা আছে, পাচক আছে, শ্রমিক আছে, কৃষক আছে, ছুতোর আছে, তাঁতী আছে, রং-কর আছে, আর আছে Alison-র মতো সম্ভ্রান্ত বিত্তশালী। চসার অত্যন্ত নিপুণ হাতে এঁদের সবাইকে এঁকেছেন। বিভিন্ন মানুষের চারিত্রিক বৈচিত্র্য তাঁর জানা ছিল।

চসারের সমগ্র সাহিত্যকে আমরা তিনভাগে বিভক্ত করতে পারি। প্রথমতঃ ফরাসীর যুগ। এ যুগে তাঁর সুকুমার কবিচিত্ত ধরা দিয়েছে Compleynt to Pite এবং তৎপরবর্তী Book of the Duchesse-তে। দ্বিতীয়তঃ ইতালীর যুগ (১৩৭২-৮৪)। Troilus and Creseyde (১৩৮০-৮৩), The Story of Griselda (The Cleark's Tale). The Story of Constance, The Man of Law's Tale, The Compleynt to his Lady, The Compleynt of Mars. Parliament of Fowls, To Rosamond, Lines to Adam Scrivener, The House of Fame, The Legend of Good women এ যুগের রচনা। The story of Griselda পেত্রার্কের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই গ্রন্থটির প্রচার এবং সুনাম সেদিন চরম সীমায় আরোহণ করেছিল। The Compleynt of Mars-এর ভিত্তি প্রাচীন ক্লাসিক্যাল কাহিনী। The House of Fame-এ দান্তের প্রভাব স্পষ্ট।

তাঁর সাহিত্য-সাধনার তৃতীয় পর্ব ইংরাজী যুগ (১৩৮৪-৯০)। সুবিখ্যাত ক্যাণ্টরবারী টেলস্ এ পর্বের রচনা।

চসারের দুটি গদ্য রচনা পাওয়া যায়। একটি, Boethious-এর অনুবাদ। আরেকটি, অসমাপ্ত Treatise on Astrobale (নক্ষত্রের স্থান পর্যবেক্ষণের যন্ত্র বিশেষ)। তাঁব বিভিন্নমুখা আগ্রহেব স্বাক্ষর এখানে রয়েছে।

চসার রাজসভার কবি। শিক্ষিত এবং রুচিবান সমাজের জন্যই তিনি বচনা কবেছিলেন তাঁর আখ্যানকাব্য। তবু সমগ্র যুগটি তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি কেবল আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যের জনক নন, ইংরাজী গল্পেরও পথিকৃৎ। চসাব ছিলেন জীবনের উপাদানে আনন্দের অনুসন্ধিৎসু। ধর্মের স্পর্শ তাঁর কাব্যে ঘটেছে, কিন্তু তাঁর কাব্যের সর্বাপেক্ষা বড় কথা হচ্ছে ইতালীয় মানবতাবাদের উদ্‌বোধন। একজন প্রাবন্ধিক যথার্থই বলেছেন, 'If Wyclif was 'the morning star of Reformation', Chaucer may bc called 'the morning star of the Renaissance.'

চসাব অন্যের সাহিত্য থেকে আপনার সৃষ্টিব অনেক উপাদান সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু এ অনুসৃতি মৌলিক সৃষ্টির মতই। যে সকল স্থান থেকে তিনি এই উপাদানগুলি সংগ্রহ করেছিলেন, সে সব স্থানে তাদের মূল্য ছিল নগণ্য। Emerson ঠিকই বলেছেন,· ·Chaucer is a huge borrower .... He steals by this apology--that what he takes has no worth where he finds it and the greatest where he leaves it.

চসারের হাতে চরিত্রগুলি বহুল পরিমাণে সাধারণীকৃত। বণিকের যে চিত্র তিনি এঁকেছেন সাধারণ বণিকের অতিপরিচিত চরিত্রকে তা পরিস্ফুট করেছে :

A Merchant was there with a forked berd,
In motteleye, and hye on horse he sat :
Upon his heed a Flaundryssh bevere hat ;
His boots clasped fair and felisly ;
His resons he spak ful solempnely,
Sownynge alway thencrees of his wynnyng.

This worthy man ful wel his wit bisette,
Ther wiste no wight that he was in dette.

সমকালীন সমাজের স্তরগত বৈষম্য চসারের সাহিত্যে স্পষ্ট। ভদ্র এবং ভদ্রেতর উভয়ে তখন একটি বিষয়ে সন্তুষ্ট নন। তাই ভদ্রের ঈপ্সিত বস্তু ভদ্রেতরকে তৃপ্তি দিতে পারে না। তাই তাঁর মনে আশঙ্কা ছিল তাঁর ক্যান্টারবারী টেলস হয়তো সমাজের সকল স্তরের পাঠকের প্রিয় হবে না। তাঁর সে আশঙ্কা ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

চসার যুগের আর একজন খ্যাতিমান কবি Confessio Amantis রচয়িতা John Gower (১৩৩২ ?—১৪০৮)। কাব্যের ক্ষেত্রে Gower ছিলেন চসারের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল আজীবন অটুট। চসার তাঁর Troylus and Cryseyde উৎসর্গ করেছিলেন Gower-কে। Confessis Amantis-এ Gower যে ভাবে চসারের উল্লেখ করেছেন তা সেই অসাধারণ বন্ধুত্বেরই উজ্জ্বল নিদর্শন।

Gower ছিলেন শিক্ষায় দীক্ষায় অত্যন্ত পণ্ডিত। তাঁর তিনটি বড় কবিতার মধ্যে Speculum Meditantis ফরাসী ভাষায়, Vox Ilamantis ল্যাটিনে এবং তৃতীয় Confessio Amantis ইংরাজীতে রচিত।

জীবনের প্রতি Gower-এর দৃষ্টি ভঙ্গি ছিল ঠিক চসারের বিপরীত। Gower সমকালীন সমাজ-জীবন সম্পর্কে অনেক সময় বিরূপ ধারণা প্রকাশ করে গিয়েছেন। পাদ্রীদের সমালোচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এ সমালোচনা আক্রমণাত্মক। তবুও এ কথা সত্য যে জীবনাদর্শের ক্ষেত্রে Gower রক্ষণশীল।

এ যুগের তৃতীয় কবি হচ্ছেন William Langland (১৩৩০ ?—১৪০০) William Langland ছিলেন সত্যিকার জনসাধারণের কবি। ল্যাংল্যাণ্ড ম্যালভার্ণের পাড়াগাঁয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দুঃখ এবং দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেই অতিবাহিত হয়েছে তাঁর জীবন। তাঁর The Vision of Piers the Plowman নামক দীর্ঘ রূপকধর্মী কবিতায় আমরা লেখকের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই। সমকালীন যুগের যা কিছু ক্লেদাক্ত, যা কিছু মিথ্যা, যা কিছু অশ্রদ্ধেয় তাকেই তিনি তীব্র ভাষায় অসাধারণ সাহসের সঙ্গে আক্রমণ করেছেন। পাদ্রী থেকে সুরু করে কারোই অত্যাচার-অনাচার তাঁর আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায় নি। চসার কাব্য রচনা করেছিলেন

রাজসভার জন্য। তাঁর রচনায় নতুনত্ব ছিল অনেক। কিন্তু ল্যাংল্যাণ্ড কবিতা রচনা করেছেন সাধারণ মানুষের জন্য। তাই তাঁর কাব্যে আঙ্গিক বড় হয়ে ওঠে নি। বক্তব্যই ল্যাংল্যাণ্ডের কবিতার বড় কথা। প্রাচীন আঙ্গিকের মাধ্যমে তিনি সমকালের সাধারণ মানুষের অনুভূতিকে ভাষা দিয়েছেন।

চসার যুগের উল্লেখযোগ্য গদ্য রচনা হচ্ছে The Travels of Sir John Maundeville. Maundeville ১৩২২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ভ্রমণ স্নরু করেন। এ পুস্তকটি সেই ভ্রমণ বৃত্তান্তেরই পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারা-বিবরণী। এ সত্য পরে আবিষ্কৃত হয়েছে যে Maundeville নামে কোন লোক কখনও ছিলেন না। এ গ্রন্থটি Pliny, Friar Ordorie, Marco Polo এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক ভ্রমণকারীদেরই ভ্রমণবৃত্তান্তের সংকলন-গ্রন্থ। যাদও এ গ্রন্থটি অনুবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়, তবুও. একথা সত্য যে এইটিই ইংরাজী গদ্য সাহিত্যের আদি নিদর্শন।

তৃতীয় অধ্যায়

চসার-পরবর্তী যুগ

(অন্ত্য-প্ল্যাণ্টাজেনেট যুগ)

১৪০০—১৫৫৭

চসারের আবির্ভাব ইংবাজী সাহিত্যের সামনে এক বিপুল সম্ভাবনার পথকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সে পথে প্রতিভাবান শিল্পীর বিরলতা দেড় শো বছর ধরে সাহিত্যক্ষেত্রকে প্রায় বন্ধ্যা করে রেখেছিল। সে-পথে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা চসারের অনুকারক মাত্র, কেউ বা নিছক অনুবাদক। সৃষ্টিক্ষমতায় তাঁরা ছিলেন দীন।

কেবল সাহিত্যক্ষেত্রে নয়, সমাজজীবনের সকল ক্ষেত্রেই তখন প্রতিভার অভাব। পরিবেশ যেন তখন সৃষ্টির পক্ষে প্রতিকূল। সমস্ত সমাজ কাঠামোতে তখন ঘুণ ধরেছে। নৈতিক মান গেছে নেমে। দেশ রাজনৈতিক দলাদলিতে দীর্ণ। তিরিশ বছর ধরে চললো ক্ষমতার লড়াই। গোলাপের যুদ্ধে (The War of Roses) প্রাণ হারালেন ইংলণ্ডের অনেক মহাপ্রাণ। দেশের শিক্ষা অধঃপতিত। প্রতিভাকে প্রণোদিত করার ন্যূনতম শক্তিও ছিল না সেদিন ইংলণ্ডের সমাজজীবনে।

এ যুগের প্রায় সব কবিই চসার-প্রভাবিত। তবে তাঁদের বহু অনুসৃতিই অক্ষম। এ যুগের কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন Thomas Occleve (১৩৭০ ?-১৪৫০ ?), John Lydgate (১৩৭০ ?-১৪৫১), Stephen Howes (১৪৭৪-১৫২৩), John Skelton (১৪৬০-১৫২৯)।

Occleve-এর The Governail of Princes শীর্ষক সুদীর্ঘ কবিতা চসারের প্রশস্তি। এ কবিতায় তিনি আপনার আত্মকথা এবং চসারের উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি গান করেছেন। তাঁর ছোট কবিতাগুলির একটি হলো Moder of God। এ কবিতাটি চসারের রচনাবলীর সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল।

Lydgate ছিলেন Bury H. Edmunds-এর পাদ্রী এবং তাঁর শিক্ষা ও জ্ঞান ছিল প্রভূত। Storie of Thebes, Troy Boke এবং Falls of Princes তাঁর দীর্ঘ কবিতাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। Storie of

Thebes কবিতাটি ক্যাণ্টারবারী টেলসের অনুকরণে রচিত। Falls of Princes কবিতাটি বোকাচিওর ল্যাটিন ভাষায় রচিত ফরাসী উপকথার ভিত্তিতে রচিত।

পুরাণো ধরণের রূপক-রচনা Stephen Hawes-এর The Pastime of Pleasure, মৃত অতীতেরই স্বাক্ষর এতে।

এই অনুকরণের যুগে বরং রূঢ় মৌলিকতার গুণে John Skelton কিছুটা বিশিষ্ট, Ifor Evans-এর মতে : He is satiric, pungent, foul-mouthed, but after the endless diet of allegorical sweet-meats even the deliberate absence of beauty in his verse is pleasing. এবং : John Skelton wrote a ragged, uncouth line, broken, irregular but compact with meaning, and brutal in its directness :

Though my rime be ragged,
Tatter'd and jagged,
Rudely rain-beaten,
Rusty and moth-eaten,
If ye take well therewith,
It hath in it some pith.

বরং স্কটল্যাণ্ডে চসারের সাহিত্যের সুফল কিছুটা ফলেছিল। এক্ষেত্রে চারজন কবির নাম উল্লেখযোগ্য।

স্কটল্যাণ্ডের প্রথম জেমসের (১৩৯৪-১৪৩৭) রচিত The King's Quair শিরোনামাঙ্কিত দীর্ঘ কবিতাটি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ডিউক অফ সমরসেটের কন্যা Jene Beanfort-এর সঙ্গে আপন প্রেমকাহিনীকে কবি এ কবিতায় রূপ দিয়েছেন। Jene Beanfort-কে শেষ পর্যন্ত কবি বিয়ে করেছিলেন। ব্যক্তিমনের স্পর্শে কবিতাটি সার্থক। এর পর নাম করতে হয় বিখ্যাত কবি William Dunbar-এর (১৪৬০ ১৫২০)। ইংলণ্ডের সপ্তম হেনরীর কন্যা মার্গারেটের সঙ্গে স্কটল্যাণ্ডের চতুর্থ জেমসের বিবাহ উপলক্ষে রচিত The Thistle and the Rose শীর্ষক কবিতা কবির অন্তর্লীন ব্যক্তি-চেতনার স্পর্শে সুন্দর। তাঁর Dance of Seven Deadly Sins বলিষ্ঠ পরিহাস-রসিকতা ও তির্যক বাচনভঙ্গির জন্য খ্যাত।

Robert Henryson (১৪২৫-১৫০০) স্কটল্যাণ্ডের ঐতিহ্যের সার্থক

উত্তরাধিকারী। তঁর Testament of Cresseid-এ চসারের প্রভাব সুস্পষ্ট। Diomede কর্তৃক পরিত্যক্ত, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, যন্ত্রণাকাতর Cresseid-এর উত্তরজীবন এই গ্রন্থের উপজীব্য।

Moral Fables of Esop Henryson-এর দীর্ঘতম এবং সুলিখিত কাব্য।

Gavin (বা Gawain) Douglas (১৪৭৪-১৫২২) ছিলেন Dunkeld-এর বিশপ। তাঁর Palice of Honour কবিতায় চসারের অনুসৃতি ব্যাপক। ইংরাজী কবিতায় ভার্জিলের (ঈনিডের অংশবিশেষ) অনুবাদ করে তিনি স্মরণীয় হয়েছেন।

চসারের বর্ণিত মে মাসের সকাল এবং উদ্যানের চিত্র পরবর্তী কালের সাহিত্যে চলতি একটা নিয়ম হিসাবে দেখা দিয়েছিল। ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের সাহিত্যে এ-রীতি অনুকৃত হয়েছিল। কিন্তু স্কটল্যাণ্ডের কবিদের প্রকৃতি চেতনা অনেকবেশী সজীব ছিল। তাদের প্রকৃতি-দৃষ্টির মধ্যে তাদের ব্যক্তিত্বের চিহ্ন স্পষ্ট। স্কটল্যাণ্ডের সাহিত্যে চসারের প্রভাব ষোড়শ শতক পর্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করেছে। Lydgate প্রভৃতি চসারপন্থীরা অতিরিক্ত নীতিসন্ধানী হওয়ায় কাব্যকে তাঁরা ভারিয়ে ফেলেছিলেন। স্কটল্যাণ্ডের কবিদের ক্ষেত্রে তা হয় নি।

এই শতকে সাহিত্যক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় কিছু সৃষ্টি হয় নি সত্য, কিন্তু ছোট ছোট কবিতার বৈচিত্র্য এ যুগে দেখা গিয়েছিল। The Battle of Otterburn, Nut Brown Maid ইত্যাদি অসংখ্য গাথা এবং রবিনহুডের কাহিনীর অঙ্কুর জন্ম লাভ করেছিল পূর্বেই, কিন্তু গাথা-সাহিত্য খ্যাতিলাভ করেছিল চসারের মৃত্যুর পর। যদিও এ গাথা সাহিত্যের রচনারীতি সুষ্ঠু নয়, তবুও তার সহজ সরল বলিষ্ঠ বাস্তব-অনুভূতি-নির্ভর কাহিনী ইংরাজ পাঠক-সাধারণের প্রিয় হয়ে উঠেছিল।

এ শতকে কবিতার চেয়ে গদ্যরচনা অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এ যুগের গদ্য সমকালীন কবিতার তুলনায় অনেক বেশী উন্নত। সেণ্ট আসফের বিশপ Reginald Pecock (১৩৯৫ ?-১৪৬০) সমকালীন ধর্মীয় মতদ্বৈধতাকে ইংরাজীভাষার মাধ্যমে যুক্তিপূর্ণভাবে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছিলেন তাঁর Repressor of Overmuch Blaming of the Clergy এবং Boke of Faith গ্রন্থের মাধ্যমে। ইংরাজী গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে গ্রন্থ দুখানি বিশেষ স্মরণীয়। Sir John Fortescue (১৩৯৪ ?-১৪৭৬?) রচিত The

Difference between an Absolute and a Limited Monarchy নামক রাজনৈতিক গ্রন্থটিও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। William Caxton-এর অনেক রচনাও (প্রধানত অনুবাদ) গদ্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল। Caxton-এর বৃহত্তম এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় বই The Golden Legnd।

এ যুগের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি Sir Thomas Malory রচিত Morte D'Arthur। ক্যাক্সটনের বিবরণ অনুসারে টমাস মালরী ছিলেন একজন 'নাইট' এবং তিনি চতুর্থ এডওয়ার্ডের রাজত্বকালের নবম বৎসরে অর্থাৎ ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর গ্রন্থ সমাপ্ত করেছিলেন। এর চেয়ে বেশী কিছু তাঁর সম্বন্ধে জানা যায় না। এই গ্রন্থটি রাজা আর্থার এবং তাঁর পার্ষদদের সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীর সংকলন। অবশ্য গ্রন্থকার অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে কাহিনীগুলি নির্বাচন করেছেন, কাটছাঁট করেছেন। কাহিনী-বিন্যাস অবশ্য নিখুঁত নয়।

হাডসন বলেছেন, In an age when the mediaeval spirit was fast dying and the old feudal order rapidly becoming a thing of the past, Malory, a man of retrospective mind looked back with sentimental regret, and his book is full (in Caxton's words) of 'the noble acts, feats of arms of chivalry, prowess, hardiness, humanity, love, courtesy and very gentleness', which formed at least the ideal of the ancient system of knighthood. এ গ্রন্থে ব্যাকরণ অবহেলিত, বাক্যগঠনও হয়তো ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু সহজবোধ্যতার গুণে প্রথম যুগের গদ্য হিসেবে এর ভাষা নিঃসন্দেহে ভাল। শেক্সপীয়র, টেনিসন, আর্নল্ড, সুইনবার্ণ প্রভৃতি অনেক সাহিত্যিক তাঁদের কাব্যের বিষয়-সংগ্রহে এই গ্রন্থের উপর বেশ কিছুটা নির্ভর করেছেন।

এই পঞ্চদশ শতাব্দীতে নতুন আশার সূচনাও কিছু দেখা দিয়েছিল। শিক্ষার পুনরুজ্জীবন পঞ্চদশ শতকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইতালীতে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে যে পুনরুজ্জীবন সুরু হয়েছিল ইংলণ্ডে তার স্পর্শ এল পঞ্চদশ শতকে। দেশের ধনিকেরা শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতে সুরু করল। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় রচিত সাহিত্যের গুপ্তধন পুনরুদ্ধার করার প্রয়াস দেখা দিল। ইতালীয় মানবতাবাদের প্লাবন এসে লাগল ইংলণ্ডের তটে।

এসময়ে ইতালী ইংরাজ শিক্ষান্বেষীদের চোখে এক বিশেষ মহিমা নিয়ে প্রতিভাত হলো। ইতালীতে না গেলে যেন তাদের শিক্ষাই সম্পূর্ণ হতো

না। জার্মানীর কদরও কম ছিল না। কিন্তু যেহেতু জার্মানী ছিল অপেক্ষাকৃত নিকটে এবং স্বল্প ব্যয়ে সেখানে যাওয়া যেত, সেই জন্য ইতালীর তুলনায় তার মর্যাদা একটু কম ছিল। অনেক মানুষ ইতালিতে পাড়ি দিল, ইতালী থেকে ফিরে এল নতুন দৃষ্টি নিয়ে, নবতর বোধিতে উদ্দীপ্ত হয়ে। জ্ঞানের সীমা ভৌগোলিক শৃঙ্খলকে ছিন্ন করে ফেলল।

কিন্তু পঞ্চদশ শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা। জার্মানী ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, নেদারল্যাণ্ডস্ প্রভৃতি দেশে ছাপাখানা আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইংলণ্ডের ওয়েষ্টমিনিষ্টারে খোলা ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠাতা William Caxton (১৪২২ ১৪৯১)। অন্যান্য দেশের প্রেস প্রথমে ল্যাটিন ছেপে সুরু করেছিল, কিন্তু ইংলণ্ডের প্রেস সুরু করল ইংরেজী ভাষা ছেপে। গ্রন্থ আর পণ্ডিতের মধ্যে আবদ্ধ রইল না, জনসাধারণের হাতে পৌঁছে গেল। 'So it happens that the greatest literary figure in fifteenth century England is not an author but a printer'. (Concise Cambridge History)

এই নবজাগৃতির প্রথম সার্থক প্রকাশ টিউডর যুগে। এই নবজাগৃতির মধ্যাহ্ন-দীপ্তি এলিজাবেথীয় কালের গৌরব।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত দুটি গদ্য-গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। William Tyndale-এর ইংরাজী ভাষায় অনূদিত New Testament (১৫২৫) Luther-এরই প্রভাবের ফল। তাঁর কালে রাজা ছিলেন গোঁড়া সনাতন-পন্থী। তাই তাঁর পুস্তক ইংলণ্ডে ছাপান সম্ভব হলো না। তিনি ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে Cologne-এ তাঁর অনুবাদ-গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। যদিও অষ্টম হেনরী ইংলণ্ডে এ গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তথাপি ইংলণ্ডে তার বহুল পরিমাণ প্রচার সম্ভব হয়েছিল। দ্বিতীয় গ্রন্থটি Roger Ascham-এর Toxophilus।

Sir Thomas More-এর Utopia গ্রন্থটি বিশ্ববিখ্যাত। ল্যাটিন ভাষায় রচিত বইটি এ যুগের একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। Plato-র Republic এবং সমকালীন জীবন ও শাসনব্যবস্থা এবং ধর্মচেতনা থেকে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে তিনি এ গ্রন্থ রচনা করেন। Ralph Robinson ১৫৫১ খ্রীষ্টাব্দে Utopia-র ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। সমাজতান্ত্রিক চিন্তার

প্রাথমিক আভাস এ বইটিতে আছে। More ছাড়া এ যুগের উল্লেখযোগ্য ল্যাটিন গ্রন্থকার Erasmus।

ইংরাজী কাব্যের পুনর্জাগরণে ইতালীব প্রভাব প্রত্যক্ষ। Thomas Wyatt (১৫০৩-১৫৪২) এবং Henry Howard (১৫১৬?-১৫৪৭) এর রচনাই তাব প্রমাণ।

গান ও সনেটের সংকলন Tottels' Miscellany ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে নতুন দিনের সূচনা করেছে। SirThomas Wyatt এবং অন্যান্য ভাগ্যহত বাজপার্ষদদের পঞ্চম হেনরীর কবিতা এ সংকলনের অমূল্য সম্পদ। মুদ্রাকব Richard Tottel বিশ্ববিদ্যালযেব খ্যাতিমান Grimald-এব সহযোগিতায় এ সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ কবেন।

এ সংকলনেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ বচয়িতা Thomas Wyatt কেম্ব্রিজেব St. John's College থেকে পনেব বছব বয়সে ডিগ্রী লাভ কবেন। এক সময় চসারের মত তিনিও রাজাব খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং বহুবার বিভিন্ন ব্যাপারে ইতালী পবিভ্রমণ করেন। ইংলণ্ডে তিনিই সর্বপ্রথম সনেট রচনা করেন তাঁব বন্ধু Surrey শক্তি ও সৌন্দর্যেব মিলিত রূপকে আশ্রয় করে প্রকাশিত সনেটগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে উনচাল্লিশ বছর বয়সে তিনি মারা যান। তাঁর কবিতাব ভাষা সহজ এবং সংগীতধর্মী। একটি উদাহরণেই বক্তব্য স্পষ্ট হবে :

The Lover's Appeal

And wilt thon leave me thus ?
Say nay ! say nay ! for shame,
To save thee from the blame
Of all my grief and grame.
And wilt thou leave me thus ?
Say nay ! say nay !

And wilt thou leave me thus,
That hath loved me so long
In wealth and woe among :
And is thy heart so strong
As for to leave me thus ?
Say nay ! say nay !

And wilt thou leave me thus,
That hath given thee my heart
Never for to depart
Neither for pain nor smart :
And wilt thou leave me thus ?
Say nay ! say nay !

And wilt thou leave me thus,
And have no more pity
Of him that loveth thee ?
Alas ! thy cruelty !
And wilt thou leave me thus ?
Say nay ! say nay !

টমাসের বন্ধু এবং শিষ্য Henry Howard জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে। Compton Rickett তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন : More hot-blooded than his friend, he was continually getting into trouble as a young man, and made several visits to the Fleet Prison. His whole career was chequered one, in fighting, sonneteering, and roystering he spent his days, and fell at last a victim to Henry's arbitrary power, being beheaded on a pretext of treason in 1547. বন্ধুর তুলনায় হেনরী হাওয়ার্ড ছিলেন অনেক বেশী প্রখর, অনেক বেশী মিশুকে এবং মধুর ব্যবহার ও রুচিশীল মানসিকতার অধিকারী।

Wyatt-এর রীতি ইতালীয়। সে রীতির ভিত্তিতেই তিনি ছন্দ ও বাচন-কৌশলের ভঙ্গি সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। Howard যদিও Wyatt-এর শিষ্য তবু একথা স্পষ্ট যে তিনি ছিলেন একটি স্বতন্ত্র শক্তি। হেনরী হাওয়ার্ড দ্বিতীয় Æneid-এর ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন মুক্তকে। ইংরাজীতে মুক্তবন্ধ ছন্দের এইটিই সর্বপ্রথম নিদর্শন।

Tottel's Miscellany-তেই আমরা প্রথম কবির ব্যক্তিস্পর্শ অনুভব করলাম স্পষ্টভাবে। এ সংকলনের সব কবিতাই কমবেশী ব্যক্তিমানসের অন্তর্মুখী সুরে বাঁধা। Surrey-র Description of spring কবিতাটির কথাই ধরা যাক :

The soote season, that bud and bloom forth brings,
With green hath clad the hill, and eke the vale,
The nightingale with feathers new she sings,
The turtle to her mate hath told her tale.

* * * *

And thus I see among these pleasant things
Each care decays, and yet my sorrow springs ?

Sir Philip Sidney ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর Kent-এর বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা Sir Henry Sidney ছিলেন আয়ারল্যাণ্ডের শাসনকর্তা। তার মাতা Lady Mary Dudley ছিলেন নর্দাম্বারল্যাণ্ডের ডিউকের কন্যা।

Sir Philip Sidney ছিলেন দেবতুল্য পুরুষ এবং অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। তাঁর প্রতিভার মত জীবনটিও ছিল বিচিত্র এবং অনন্য। যখন Sidney একেবারে বালক তখন থেকেই তিনি ফরাসী ভাষায় চিঠিপত্র লিখতে পারতেন। শিক্ষার প্রতি তাঁর অসীম আগ্রহ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জাগ্রত ছিল।

১৫৭৮ থেকে ১৫৮২, এই সংকীর্ণ কালের মধ্যেই তাঁর সকল সাহিত্য রচিত, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর কোন রচনা প্রকাশিত হয় নি। তাঁর The Arcadia অসম্পূর্ণভাবে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে এবং তার দ্বিতীয় প্রকাশ ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। আনুমানিক ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর Apologie for Poetrie রচিত হয়েছিল। কিন্তু তার প্রকাশ কাল ১৫৯১। প্রকাশিত

গ্রন্থের নাম আর Apologie for Poetrie রইল না, তার নামকরণ হোল Defence of Poesie। তিনি গীতও রচনা করতেন। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা সনেট। এই সব রচনার সংকলন Astrophel and Stella (১৫৯৩)। ব্যক্তি-অনুভূতির স্পর্শে রমনীয় তাঁর কবিতার একটি উদাহরণ তুলে দিচ্ছি:

A Ditty

My true-love hath my heart, and I have his,
By just exchange one to the other given :
I hold his dear, and mine he can not miss,
There never was a better bargain driven :
My true-love hath my heart, and I have his.

His heart in me keeps him and me in one,
My heart in him his thoughts and senses guides ·
He loves my heart, for once it was his own,
I Cherish his because in me it bides
My true love hath my heart, and I have his.

Sir Philip Sidney প্রসঙ্গে উপসংহার টানবার আগে একটা কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন যে তিনিই প্রাচীন পর্বের শেষ কবি এবং রেনেসাঁসের প্রথম স্বাক্ষর তাঁর মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। Sidney তাই যুগসন্ধির কবি।

এই অধ্যায় শেষ করবার পূর্বে ইংরাজী সনেটের সংক্ষিপ্ত একটি পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

উনবিংশ শতকের কবি Rossetti সনেটকে বলেছেন a moment's monument, অর্থাৎ মুহূর্তের স্মৃতিসৌধ। আর একজন বলেছেন—

A sonnet is a coin : its face reveals
The soul,—its converse, to what power 'tis due—

সনেট কথাটি এসেছে ইতালীয় সনেত্তো (Sonnetto) শব্দ থেকে। সনেত্তোর অর্থ 'ক্ষুদ্র ধ্বনি'। সনেটের গঠন দৃঢ়, সংহত। চোদ্দ লাইনের স্বল্প পরিসরে একটি পরিপূর্ণ কাব্যিক অনুভূতির প্রকাশ সনেটের বৈশিষ্ট্য।

সনেটের প্রাচীনতম ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যায় যে প্রথম স্তরে এর চরণ সংখ্যার অনেক তারতম্য ঘটেছে।

পেত্রার্কীয় সনেট সাধারণত Iambic Pentameter-এ রচিত। সনেটের চোদ্দ লাইনকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়, প্রথম আট লাইন অষ্টক, পরের ছয় লাইন ষষ্ঠক। অষ্টকে ভাবের উপস্থাপন করা হয়, আর ষষ্টকে ভাবের উপসংহার। অন্ত্যমিলের নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, পরবর্তী কালে অবশ্য এ নিয়ম কিছুটা শিথিল হয়েছে। পেত্রার্কীয় অষ্টকের মিল abba abba, ষষ্ঠকের মিল cdcdcd, cdecdc, বা cdedce।

কোন সনেটকার চোদ্দ লাইনের মধ্যে আপন হৃদয়ের ভাবকে সংযত করতে অসমর্থ হলে তিনি সনেট সিকোয়েন্স্ রচনা করেছেন। এ সনেট সিকোয়েন্স্-এর অবলম্বন হয়তো একই বিষয়বস্তু। কিন্তু তথাপি সেগুলি সিকোয়েন্স, ভাবের ধারাবাহিকতায় সনেট সেখানে কাথিত এক একটি স্তবক।

যদিও বিষয়ের কোন বাঁধা নিয়ম নেই, তবে সনেটের প্রধান উপজীব্য প্রেম। গভীর হৃদয়ানুভূতির ও প্রেমচিন্তার বাহন হিসাবে সনেটে কাব্যজগতে বিশিষ্ট। কবির সবজেকটিভ্ বিষয় এব নিভর, সনেটে তাই গীতি কবিতার সূচনা।

সনেটের উৎসভূমি ইতালী। ফ্রান্স ও ইতালী পরিভ্রমণ করেছিলেন Sir Thomas Wyatt। ১৫২৭ খ্রীঃ ইতালী থেকে এই গীতিকাব্যের প্রেরণা নিয়েই যেন তিনি দেশে ফিরলেন। ইংরাজী কবিতার মধ্যে আভিজাত্য, লাবণ্য এবং সুরসঙ্গতির সঞ্চার করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। অনেক সাধনার ফলে তিনি তাঁর উদ্দেশ্যকে অনেকটা কার্যকরী করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সনেটের ক্ষেত্রে আরো অনেক বড় কবি পরে জন্মেছেন, কিন্তু পেত্রার্কের অনুসরণে এই বিশিষ্ট রূপকল্পকে ইংরাজী সাহিত্যে আনবার কৃতিত্ব তাঁর। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য হল ঋজু সংহত বলিষ্ঠতা ও সরল পৌরুষ। তাঁর প্রেমমূলক কবিতার মধ্যে কটাক্ষের যে তির্যক ভঙ্গি বিদ্যমান তা তাঁকে ইংরাজী প্রেমকাব্যে বিশিষ্ট করে তুলেছে। একটি কবিতায় তিনি যে কেবলমাত্র তাঁর প্রেমিকার নিকট থেকে বিদায় নিতে উদ্যত তা নয়, প্রেমের কাছে থেকেও তিনি বিদায় নিতে চান :

Farewell, Love, and all thy laws for ever,
They baited hooks shall tangle me no more :

Senec and Plato call me from thy lore
To perfect wealth, my wit for to endeavour.

Wyatt-এর জন্মের চোদ্দ বছর পরে Surrey জন্মগ্রহণ করেন। Wyatt-এর মত তাঁর শক্তি ছিল না সত্যি, কিন্তু তার মধ্যে ছিল কাব্যব্যক্তিত্ব। তিনি যেন Sidney-র প্রাথমিক রেখাচিত্র। প্রকৃতিপ্রীতি Surrey-র কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিক সনেটের মধ্যে তাঁর কবিত্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। চিন্তার স্বচ্ছতায় এবং গঠনের সংহত শক্তিতে তাঁর সনেটগুলি ইংরাজী সনেটের ইতিহাসে মূল্যবান। Wyatt-এর সনেটে যে প্রচেষ্টার স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায় Surrey-তে তা অনেক কম।

[Surrey-এর সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা অবশ্য ভার্জিলের Aeneid-এর দ্বিতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ। এই অনুবাদ তিনি করেছিলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে। এই প্রথম এই ছন্দ লিখিত হোলো ইংরাজী ভাষায়। মার্লো-শেক্সপীয়র থেকে আধুনিক কালের লেখকরা তাদের কাব্যনাটো এই ছন্দের প্রভূত ব্যবহার করেছেন। কাব্যের ক্ষেত্রে এই ছন্দের ব্যবহার করেছিলেন মিলটন (Paradise Lost) কীটস্, (Hyperion), Tennyson (Idylls of the King) প্রভৃতিরা। এই ধারার জনক Surrey।]

Surrey-র একটি সনেট :

Thassyrian king in peace, with foule desire,
And filthy lustes, that staynd his regall hart,
In war that should set prinuly hartes on fire :
Did yeld, vanquished for want of marciall art,
The dint of sowrdes from kisses seemed strange :
And harder, than his ladies syde, his targe :
From glutton feastes to soldiers fare, a change :
His helmet, fare above a garlands change.
Who scarce the name of manhole did relayn,
Drenched in slouth and womanish delight,
Fable of spirte, impacient of pain :
When he has lost his honor and his right :

Proud, time of wealth, in storms, appalled with drede,
Murthered himself to shewe some manful dede.

Wyatt ও Surry-র জীবিতকালে তাঁদের কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। Surrey-র মৃত্যুর অন্তত দশ বছর পরে Ricahrd Tottel তাঁদের দুজনের কবিতার সঙ্গে আরও কিছু সমকালীন কবিদের রচনা একত্র করে, Tottel's Miscellany নামে প্রকাশ করেন। তাঁদের পরবর্তী সনেটকার Sir Philip Sidney-র হাতে ইংরাজী সনেটের উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ ধারার অন্যতম সনেটকার ড্রেটন। Drayton উৎকৃষ্ট কিছু সনেট রচনা করে গিয়েছেন। তাঁর একটি সনেট :

Since, there's no help, come, let us kiss and part,—
Nay, I have done, you get no more of me ;
And I am glad, yea, glad with all my heart,
That thus so cleanly I myself can free :
Shake hands for ever, cancel all our vows,
And when we meet at any time again,
Be it not seen in either of our brows
That we one jot of former love retain.
Now at the last gasp of love's latest breath,
When, his pulse failing, Pasion speechless lies,
When Faith is kneeling by his bed of death,
And innocence is closing up his eyes,—
Now, if thou to life thou might'st him yet recover.

স্পেন্সার ও সেক্স্পীয়র তাঁদের সনেটে অন্ত্যমিলের নির্দিষ্ট রীতি ও অষ্টক-ষষ্ঠকের ভাব-বিভাগ মানেন নি। মিলটন পরে আবার বিশুদ্ধ ইতালীয় রীতি পুনঃস্থাপনের কিছুটা চেষ্টা করেন। অষ্টক-ষষ্টক থাকলেও কার্যত তিনি তিনটি ভিন্ন অন্ত্যমিলের চতুষ্ক এবং পরিশেষের Climax একটি যুগ্মক ব্যবহার করেছেন। তাঁর মিল—abab, cdcd, efef, gg। স্পেন্সারীর সনেটে মিলবিন্যাস অনেকটা এই জাতীয় হলেও অষ্টক ও ষষ্ঠকের অন্ত্যমিলে সংযোগ আছে। যথা, abab, bcbe, cdcd, ee। মিলটন মিলবিন্যাসে অনেকটা পেত্রার্কীয় হলেও অষ্টক-ষষ্ঠকে ভাব-বিভাগ সব সময় মানেন নি। এ ছাড়া

তিনি tailed sonnet রচনা করেছিলেন। এতে থাকত কুড়ি (১৪ ও ৬) লাইন। ঐ বাড়তি ছয় লাইনকে বলা হত tail।

সনেটের স্বপক্ষে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের একটি সনেট বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

Scorn not the Sonnet ; Critic, you have frowned,
Mindless of its just honours , with this key
Shakespeare unlocked his heart ; the melody
Of this small lute gave ease to Petrarch's wound ,
A thousand times this pipe did Tasso sound,
With its camoens soothed an exile's grief,
The sonnet glittered, a gay myrtle leaf,
Amyd the cypress with which Dante crowned
His Visionery brow : A glow warm lamp,
It cheered mild Spenser, called from feary-land,
To struggle through dark ways, and when a damp
Fell ronnd the path of Milton, in his hand
The thing became a trumpet ; when he blew
Soul animating strains—alas. too few !

ওয়ার্ডসওয়ার্থও মিলের ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা স্বাধীনতা নিয়েছেন। তাঁর দ্বিতীয় চতুষ্ক অনেক সময় acca.।

Keats-এরও সনেট-রচনার দিকে প্রবণতা ছিল। Keats-এর একটি সনেট :

Read me a lesson, Muse, and speak it loud
Upon the top of Nevis, blind in Mist !
I look into the chasms, and a shroud
Vaporous doth hide them,—just so much I Wist
Mankind do know of hell ; I look o'erhead,
And there is sullen mist, even so muuh
Mankind can tell of heaven : Mist is spread
Even so vague is man's sight of himself !
Here are the craggy stones beneath my feet,--

Thus much I know that, a poor witness elf,
I tread on them,—that all my eye both meet
Is mist and crag, not only on this height
But in the world of thought and mental might !

সনেটের ক্ষেত্রে হপ্‌কিন্‌সের নানা পরীক্ষা আছে। তিনি একটি সনেট লিখেছিলেন, যাকে বলা হয়েছে 'the longest sonnet ever made'। এর এক পংক্তিতে আটটি শ্বাসাঘাত (stress) থাকে।

এ ছাড়া তিনি আর এক রকমের সনেট লিখেছিলেন, যাকে তিনি বলতেন 'CURTAL SONNET। এর সুরু হয় ষষ্ঠক দিয়ে (মিলবিন্যাস: abcabc) এবং শেষ হয় একটি চতুষ্ক ও একটি বাড়তি লাইন (tail) দিয়ে (মিলবিন্যাস : abcdc বা dcbdc)। উদাহরণ, 'Pied Beauty'।

Elinor Wylie লিখেছিলেন Little Sonnet। এতে অষ্টক-ষষ্টক ঠিকই আছে, কিন্তু লাইনগুলি tetrameter।

Frost-এর 'The Silken Tent' নামক সনেটটি একটি মাত্র বাক্য।

Merrill Moore-ও ইদানীং কালে প্রভূত স্বাধীনতা নিয়ে বহু সনেট রচনা করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

সেক্সপীয়র যুগ

(আদি টিউডর যুগ)

১৫৫৭-১৬২৫

শক্‌সপীয়র-পূর্ববর্তী লেখকবৃন্দ

ইতালীতেই সর্বপ্রথম নতুন যুগের হাওয়া লেগেছিল। তখনকার ইতালীর ছিল ক্লাসিকাল শিক্ষার আভিজাত্য ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রণালীর নতুনত্ব, ছিল সমৃদ্ধিশালী শহর, আর ছিল নবীন মানুষের নতুন মানসিকতা। তাই ইতালীতেই নতুন ব্যক্তিত্ব আর নবীন সমাজের আবির্ভাব। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল নতুন সাহিত্য ও শিল্প। আসপাশের সজীব চিত্তের উপর এই জঙ্গম সমাজের সচল মানুষের প্রভাব এসে পড়ল। নবীন ইতালী প্রভাবিত করল ইংলণ্ডকে। ইংরাজী সাহিত্যে পড়ল ইতালীর প্রভাব। ইংরাজী সাহিত্যের রেনেসাঁস বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সমগ্র ইয়োরোপের নব-জাগরণের অংশ। সমগ্র ইয়োরোপীয় নবজাগরণের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সংযোগ।

এ যুগ নব নব আবিষ্কারের যুগ। মানুষের মনে নতুন আশা সঞ্চারিত হয়েছে। বাণিজ্য প্রসার লাভ করেছে দূর প্রান্ত পর্যন্ত। পণ্যের সঙ্গে চিন্তারও বিনিময় হতে লাগল, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিও বিস্তৃতি লাভ করতে লাগল।

Wyatt (১৫০৩-৪২) এবং Surrey (১৫১৭-৪৭)-এর মধ্যে নতুন চেতনার পরিচয় আছে। এঁদের কথা আগেই আলোচিত হয়েছে।

Thomas More-এর পরবর্তীকালে যাঁরা ধ্রুপদী ঐতিহ্যের ধারক ছিলেন তাঁরা যতটা কল্পনাশীল লেখক তার চেয়েও অনেক বেশী পরিমাণে শিক্ষাবিদ। Sir Thomas Elyot-এর (১৪৯০-১৫৪৬) Governor প্রকাশিত হল ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে। নৈতিক দর্শন ও শিক্ষা এ গ্রন্থের বিষয়। যারা দেশের শাসক হবে তাদের উদ্দেশ্যেই এ গ্রন্থ রচনা। গ্রীক ও লাটীন প্রভাব আছে এ গ্রন্থে। Elyot-এর গদ্যরচনা More-এর মত কল্পনা-সরস নয় বটে কিন্তু অনেক বেশী সংহত।

Sir John Cheke (১৫১৪-৫৭)-রচিত The Heart of Sedition How grievous it is to a common wealth-এর মধ্যে নতুন মানবতাবাদের মূলসূত্র অনুস্যূত। Sir John Cheke ছিলেন কেম্ব্রিজে গ্রীকের অধ্যাপক। ইংরাজী কথোপকথনের ভঙ্গিতে তিনি নতুন শক্তি সঞ্চার করলেন এ গ্রন্থে। Cheke যুক্তিপ্রবণ এবং সাবলীল। তাঁর রচনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য আন্তরিকতা। তিনি ইংরাজী ভাষা সংস্কার করার জন্য লেখনী ধারণ করেছিলেন।

Sir Thomas Wilson (১৫২৫-৮১)-এর Arte of Rhetorique গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। এ গ্রন্থে তিনি ইংরেজী ভাষার প্রয়োগ-কুশলতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

এঁরা ছিলেন সার্থক শিক্ষক, প্রজ্ঞাবান এবং নবীন মানসিকতার ধারক। কিন্তু এঁদের ব্যক্তিত্ব ছিল সীমাবদ্ধ। তাই এঁদের সংস্কার-প্রয়াসও সীমিত।

Roger Ascham (১৫১৫-৬৮) ছিলেন সমকালের শিক্ষাবিদদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান। তাঁর ব্যক্তিত্বও ছিল অসাধারণ। Cheke, Wilson, Sir Thomas Smith এবং Watson প্রমুখ সমকালীন লেখকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা শক্তিমান। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি অক্সফোর্ড থেকে কেম্ব্রিজে স্থানান্তরিত হন। সেখানে তার অধ্যাপনার বিষয় ছিল ইংলণ্ডে নবজাগরণের গতিপ্রকৃতি। ল্যাটিন অধ্যাপনা সম্পর্কে রচিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The School master ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

Wyatt ও Surrey-এর পরবর্তী এবং Spenser-এর পূর্ববর্তী কালে Sackville-ই একমাত্র কবি যিনি রচনাগৌরবে স্মরণীয়। তিনিই প্রথম ইংলণ্ডকে ট্রাজেডি নাটক উপহার দেন। তাঁর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : Induction, The complaint of the Duke of Buckinghum (১৫৬৩), The Mirror for Magistrate.

স্পেনসার (১৫৫২-৯৯)

এডমাণ্ড স্পেনসার তাঁর সমকালীনদের কাছেই শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। ১৫৫২ খ্রীঃ তাঁর জন্ম, শিক্ষা তাঁর কেমব্রিজে।

১৫৮০ খ্রীঃ স্পেনসার Earl of Leicester-এর অধীনে কাজ নিয়ে

আয়র্ল্যাণ্ডে চলে যান। ১৫৯৯ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন—মধ্যে দু'বার মাত্র তিনি এসেছিলেন ইংলণ্ডে। তাঁর View of Ireland আয়ারল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতারই সাহিত্যরূপ। তাঁর রচনা ও প্রকাশকাল নীচে দেওয়া হল :

The Shepherd's Calender :	১৫৭৯
Colin Clouts' Come Home Again :	১৫৯৫
Faerie Queene : প্রথম তিনটি সর্গ :	১৫৯০
পরবর্তী তিন সর্গ :	১৫৯৬
[চব্বিশটি সর্গ লেখার পরিকল্পনা ছিল।]	
Complaints :	১৫৯১
Prospopoia (Mother Hubbard's Tale বলে সাধারণত পরিচিত) :	১৫৯৬
Daphanaida :	১৫৯২
Amoretti এবং Epithalamion :	১৫৯৫
Prothalamion :	১৫৯৬
Astrophel :	১৫৯৬

প্রথম পাঠে Shepherd s Calender-কে বিসদৃশ, কঠিন ও পুরাতন ধরণের বলে মনে হবে। এতে আছে বারোটি কবিতা (eclogue),—বৎসরের বারোটি মাসের জন্য বারোটি কবিতা। বিষয় বিচিত্র,—গীর্জার প্রতি ব্যঙ্গ থেকে রাণীর প্রতি প্রশস্তি পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। নামকরণ থেকে বোঝা যায় যে স্পেনসার একটি সরল গ্রাম্য কাব্য রচনা করতে চাইছিলেন, কিন্তু কবিতাগুলি হয়েছে চতুর, ছদ্ম-সরল, সুসভ্য।

স্পেন্সারের আগ্রহ ছিল শব্দে—শব্দের আকারে, বর্ণে, ও সর্বোপরি শব্দের ছন্দোময় বিন্যাসে। এই শব্দ-সঙ্গীত তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। এবং তার সূচনা এই প্রথম গ্রন্থ থেকেই লক্ষিত হয়।

স্পেন্সার চেয়েছিলেন ইংরাজীকে একটি সুন্দর ভাষায় পরিণত করতে; দেশজ ভাষার ভিত্তিতে একে সমৃদ্ধিশালী করতে। শুধু ভাষার ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর উচ্চ আদর্শ ছিল। ইংরাজীতে হোমার ও ভার্জিলের মহাকাব্যের মত মহৎ ও শ্রদ্ধেয় কাব্য রচনার আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর; অথবা এরিয়োষ্টো এবং ট্যাসোর মত উচ্চাকাঙ্ক্ষী রোমান্টিক কাব্য রচনা ছিল তাঁর

কাম্য। দেশী কাহিনীকে ক্লাসিকাল ভঙ্গিতে উপস্থাপনের ইচ্ছা ছিল তাঁর, এ সব আঁকাজ্ক্ষার পরেও তিনি জানতেন যে তাঁর নিশ্চিত শ্রোতা হচ্ছে রাজসভা, বা আরো সঠিকভাবে, রাজসভার অধিষ্ঠাত্রী গ্লোরিয়ানা, সুন্দরী রাণী, the Faerie Queene। তাঁর মন রাজসভা পেরিয়ে দেশের জনসাধারণের কাছে যেতে চাইত, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি অবরুদ্ধ করে রেখেছিল রাজসভা ও রাণী। তাঁর মধ্যে মিলেছে মধ্যযুগ ও রেনেসাঁস, নব্য ও ক্লাসিকাল, রাজসভা ও জনসভা। যুগসন্ধির ছাপ স্পেনসারের মধ্যে স্পষ্ট।

নাইটের কাযকলাপ নিয়ে Faerie Queene-এর কাহিনী গঠিত। সাবলীল ভাষায় সুবিন্যস্ত এই কাব্যকাহিনী সংবেদনশীলতায় সমৃদ্ধ। এই কাব্যের একটি অংশের উদ্ধৃতি দিই :

A gentle knight was pricking on the plaine,
Y-cladd in mightie arms and silver shielde,
Wherein old dints of deepe wounds did remaine,
The cruell markes of many a bloody field ;
Yet armes till that time did he never wield :
His angry steede did chide his foming bitt,
As much disdayning to the curbe to yield ·
Full jolly knight he seemd, and faire did sitt.
As one for knightly giuets and fierce encounters fitt.

আধুনিক পাঠকের এই কাব্য পাঠের বাধা ভাষা ছাড়াও এর রূপক। গ্রন্থের এই দুরূহতা সত্ত্বেও এর অনেক অংশ এখনও উপাদেয় (যথা, Bower of Bliss, Masque of Cupid প্রভৃতি।) স্পেনসারের প্রভাবে সে যুগে গান ও সনেটের বিস্তার লাভ ঘটেছিল। সাধারণভাবে সাহিত্যের ওপর প্রভাব ছাড়াও ইংরেজদের বিশিষ্ট চিত্তবৃত্তি গঠনেও তাঁর কিছুটা প্রভাব আছে।

নয়-পংক্তি-বিশিষ্ট Spenserian Stanza-র জনক স্পেনসার। এর অন্ত্যমিল-পদ্ধতি—ab ab bc bc c। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাসে এর অনুসরণ আছে।

এ যুগের অন্য একজন কবি Michael Drayton (১৫৬৩-১৬৩১)। যত রকম রীতিতে কবিতা লেখা যায় তার প্রায় প্রতিটিতে পরীক্ষা করেছিলেন

কবি। সেদিক থেকে তাঁর কাব্যমালা এক আশ্চর্য সংগ্রহশালা। তাঁর ঐতিহাসিক কাব্য The Barons' Wars (১৬০৩) গতিতে অতি মন্থর এবং তথ্যে গুরুভার। এই ভার Polyolbion-এ গুরুতর। ইংলণ্ডের জীবনকে সমগ্রভাবে চিত্রিত করবার এক বিপুল প্রয়াস আছে এই গ্রন্থে। ইংলণ্ড সম্পর্কে গভীর প্রীতিবোধই এই বিপুল প্রচেষ্টার উৎস। কিন্তু এই গুরুভার কাব্য ছাড়াও তিনি লিখেছেন সুন্দর রূপকথার কাব্য Nymphidia, সংহত Ballad of Agincourt, এবং সেই প্রশংসনীয় সনেট Since there's no help (সনেট আলোচনার প্রসঙ্গে পুরো কবিতাটি তুলে দেওয়া হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে)।

এই সময়ের আর একজন কবি Samuel Daniel (১৫৬২-১৬১৯)। তিনিও ড্রেটনের মত ছন্দে ইতিহাস লেখবার চেষ্টা করেছিলেন The Civil wars between Lancaster and York (১৫৯৫-১৬০৯) নামক কাব্যগ্রন্থে। কিন্তু তার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর মননশীল কাব্য রচনায়। যেমন, Epistles। এই কাব্যটি পরবর্তীকালে ওয়ার্ডসওয়ার্থের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।

কিন্তু এলিজাবেথীয় যুগের শ্রেষ্ঠ কবিতা রচনার কৃতিত্ব নাট্যকারদের। স্পেনসার ছাড়া মার্লো ও সেক্স্‌পীয়রের সঙ্গে এ যুগের কারো তুলনাই চলে না। নাটকের বাইরেও তারা বিশিষ্ট কাব্য রচনা করেছিলেন। মার্লো লিখেছিলেন and Hero and Leander, শেক্স্‌পীয়র—Venus and Adonis, Lucrece, এবং কিছু সনেট, বেন জনসন—সুপরিচিত 'Drink to me only with thine eyes-সহ অনেকগুলি গীতিকবিতা।

এই সময়েই চ্যাপমান করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত অনুবাদ—হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসি। এই অনুবাদ পড়েই অনেক পরে Keats তাঁর সুবিখ্যাত সনেট On First Looking into Chapman's 'Homer' লিখেছিলেন।

নাটক

নাটককে সাহিত্যের একটা অঙ্গ মনে করা ভ্রান্ত। কারণ সাহিত্য শব্দ-নির্ভর একটি শিল্প, আর নাটক—শব্দ, দৃশ্য, সঙ্গীত, অভিনয় ও সংগঠনের সমাহারে একটি যৌথশিল্প। শব্দের স্থান কোন নাটকে বেশী, কোথাও বা কম, কিন্তু কোথাও সে সর্বেসর্বা নয়।

ইংলণ্ডে নাট্য-সূচনার ইতিহাস প্রায় অজ্ঞাত। রোমানরা ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তাদের amphitheatre-এর (গ্যালারি-সহ অর্ধবৃত্তাকার উন্মুক্ত নাট্যশালা) চল এদেশেও হয়েছিল, কিন্তু তাদের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরণের নাট্যশালাও বিদায় গ্রহণ করে।

প্রথম যুগের অভিনয়ের যে খোঁজ পাওয়া গিয়েছে তা নাট্যকেন্দ্রিক নয়, ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ভাঁড়, চারণ, গায়েন জাতীয় ব্যক্তির থাকতো এর কেন্দ্রে। অ্যাংলো স্যাক্সন যুগের 'scop' দীর্ঘ কাব্য আবৃত্তি করত। এদেরই ধারা-বাহক হচ্ছে 'minstrel' (চারণ বা গায়েন)। গোটা মধ্যযুগ ধরেই এদের বিপুল জনপ্রিয়তা ছিল। নানা উপলক্ষ্যে এদের ডাক পড়ত। জনসাধারণের প্রীতি এদের জন্য অবারিত থাকলেও সরকারীভাবে চার্চ ছিল এদের বিরুদ্ধে, এবং অনন্ত নরকভোগের হাত থেকে এদের রেহাই পাবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু এদের জনপ্রিয়তাই এদের জয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াল। যাজকরাও কেউ কেউ ক্রমে এদের পন্থা অনুসরণ করলেন, অবশ্য বলা বাহুল্য তাঁদের গল্পকথার মাঝে ধর্মকথাও থাকত। ধর্মকাহিনীকে লোক সমক্ষে আকর্ষণীয় করে উপস্থিত করবার তাগিদেই চার্চ এদের জনপ্রিয় মাধ্যমকে ব্যবহার করতে লাগল। যীশুখৃষ্টের জীবনের অলৌকিক ঘটনা ও বাইবেলের গল্প ছিল এদের মুখ্য উপজীব্য। দশম শতাব্দী নাগাদ কোন কোন ধর্ম-অনুষ্ঠানের মধ্যে নাট্যাঙ্কুর বিকশিত হোল।

প্রথম দিকে এই শাস্ত্র-নাট্যগুলি গীর্জার আচার অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দী নাগাদ নাট্যানুষ্ঠানগুলি যেন গোটা গৃহটিকেই একটি মঞ্চ বানিয়ে তুলত, — শ্রোতাদের মধ্যেই অভিনেতারা উপস্থিত থেকে অভিনয় করত। ক্রমে ধর্মের নিগড় ছিন্ন করল নাটক। ঠিক কী ঘটেছিল বলা মুস্কিল তবে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে নাটক ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠতে লাগল। বহু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নাট্যাঙ্কুরগুলি বিস্তৃতি লাভ করছিল। কথা আর তখন ল্যাটিনে বলা হোতো না, ইংরাজী তার স্থান নিয়েছিল। যাজকদের বাইরে অভিনেতা হতে লাগল, অভিনয়ও হতে লাগল চার্চের বাইরে। মধ্যযুগীয় পেশা-ভিত্তিক সংঘ (guild) অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে লাগল। বিভিন্ন গিল্ড সহযোগিতার ভিত্তিতে বিভিন্ন নাটক তৈরী করে সহরের বিভিন্ন জায়গায় অভিনয় করতো। তারা চাকা-ওয়ালা মঞ্চে অভিনয় করত এবং মঞ্চ শুদ্ধই তাদের বিভিন্ন অভিনয়-স্থানে টেনে নিয়ে যাওয়া

হোতো। তখনও পর্যন্ত নাট্যানুষ্ঠান ছিল সত্যিকার সামাজিক অনুষ্ঠান।

বাইবেলের গল্প বা খ্রীষ্টান সন্তদের পুণ্য জীবনকাহিনীকে ভিত্তি করে লেখা নাটকগুলিকে সাধারণভাবে বলা হয় Miracle play। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই জাতীয় নাটকের সূচনা, এবং পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে পূর্ণ পরিণতি। এই জাতীয় নাটকের অভিনয় সে আমলে যথেষ্ট হোতো।

St. Katherine-এর নাটককেই আদি Miracle play হিসাবে Mathew Paris মনে করেছেন। এই জাতীয় নাটকের চারিটি চক্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ চক্রগুলি York, Chester, Towneley (Wakefield), Coventry নামে প্রসিদ্ধ। চারটি সহরের নামে চারটি চক্র। এই সব সহরেই ঐ সব চক্রের অভিনয় হোতো, নাটকের রচয়িতাদের অনেকেরই নাম পাওয়া যায় না। অনেকেই উচ্চ ক্ষমতার অধিকারী নন। লোক-প্রচলিত রসিকতা ইত্যাদির মারফত নাটকগুলিকে জনপ্রিয় করবার চেষ্টা আছে। এই চক্রের বাইরেও আরও কিছু টুকরো টুকরো নাটকের সন্ধান পাওয়া গেছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে অভিনীত প্রায় আটচল্লিশটি নাটক York Cycle-এর অন্তর্ভুক্ত। এ চক্রের নাটকগুলি নর্দম্ব্রিয়ার কথ্যভাষায় রচিত। নাটকের কুশীলবের মনোভাবকে সুষ্ঠুভাবে অভিব্যক্ত করার জন্য এ সব নাটক বিভিন্ন ছন্দে এবং বিচিত্র ভঙ্গিতে রচিত। এ চক্রের সর্বপ্রথম নাটক পৃথিবীর উৎপত্তি ও লুসিফারের পতন বর্ণনা করেছে। এ জাতের তিনটি নাটকের বিষয়-বস্তু মানুষের পতন এবং স্বর্গ থেকে তাদের বহিষ্কার। অনেকগুলি নাটক যিশুখ্রীষ্টের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত।

Towneley চক্রের নাটকগুলি Wakefield-এর নিকটবর্তী Woodkirk-এ অভিনীত হয়েছিল। এ জন্য এগুলির অপর নাম Wakefield Plays. এ চক্রের নাটকের প্রথমটি সৃষ্টিরহস্যকে কেন্দ্র করে রচিত। মোট বত্রিশটি নাটক এ বিভাগের অন্তর্গত। এ সব নাটকে ভাঁড়ের আবির্ভাব দেখা যায়। এ সব ভাঁড়েরাই বোধহয় পরবর্তীকালের সেক্সপীয়রের নাটকের fool-এর পূর্বরূপ। Garcio-র একটি সংলাপ উদ্ধৃত করলে বক্তব্য স্পষ্ট হবে। Garcio এক জায়গায় দর্শকদের বলছে :

> All hayle—all hayle, both blithe and glad
> For here come I merry lad,

Be peasse your dyn (cease your noise)
my master bad,
Or else the devil you spede.
Fellowes, here you forbede,
To make nother nose, ne cry;
Who so is so hardy to do that dede.
The develle hang hym up to dry.

Chester Cycle-এর নাটকগুলি এদের তুলনায় খানিকটা স্বতন্ত্র। ১২৬৮ থেকে ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং পুনরায় ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে এ চক্রের নাটকগুলি অভিনীত হয়েছিল। পঁচিশটি নাটক এ বিভাগের নিদর্শন হিসাবে পাওয়া গেছে।

Corpus Christi উৎসব উপলক্ষে Coventry-তে Coventry Cycle-এর অন্তর্গত নাটক অনুষ্ঠান হত। মোট বিয়াল্লিসটা নাটক এ বিভাগের অন্তর্গত। এ সব নাটক ছাড়াও Coventry তার ধর্মীয় নাটকের জন্য সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিল।

মিরাক্‌ল্ নাটকের পরে—প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দী নাগাদ—'Morality' নাটকের উদ্ভব। এই নাটকের পাত্রপাত্রী হচ্ছে বিমূর্তভাবসমূহ—দোষ-গুণ, পাপ-পুণ্য ইত্যাদি। তারাই মানুষের মূর্তিতে আবির্ভূত হয়। বোঝাই যায় নাটকগুলি নীতিউদ্দেশ্যমূলক। নাট্য-পরিকল্পনা শুনে এই নাট্যগুলিকে যতটা নিষ্প্রাণ বলে মনে হয়, আসলে অভিনয় কালে তা নয়। কাহিনীরও স্বাভাবিক বিকাশ আছে, নীতি-উদ্দেশ্যে যান্ত্রিক নয় কাহিনী। Mankynd নাটকে উক্ত নামীয় নায়ক তিনজন দুরাত্মা—Nought, New-gyse, Nowadays,—কর্তৃক আক্রান্ত হয়, এবং সেটা দেখানো হয় তিনটি বাস্তব গুণ্ডার আক্রমণ মারফৎ, ফলে, উদ্দেশ্য যাই থাক, কিছুটা হাস্যকৌতুকের সৃষ্টি করে। Everyman নাটকে উক্ত নামীয় নায়ককে যখন Death আহ্বান করেছে, তখন সবাই তাকে পরিত্যাগ করেছে, করেনি শুধু Good Deeds। একটি মরালিটি নাটকের অংশবিশেষের উদাহরণ:

Mundus Et Lufans

Conscience : Why, good sir knight, what is your name ?
Manhood : Manhood, mighty in mirth and game :

All power of pride have I ta'en :
I am as gentle as a jay on tree.
Conscience : Sir, though the world have you
to manhood brought,
To maintain manner ye were never taught,
No conscience clear ye know right nought,
And this longeth to a knight.
Manhood : Conscience ! What the devil, man, is he ?
Conscience : Sir, a teacher of the spirituality.
Manhood ; Spirituality ! What the devil may that be ?
Conscience : Sir, all that be lead us into light.

মরালিটি নাটক রূপকধর্মী। এর কাহিনী ধর্মমুক্ত, যদিও নীতিযুক্ত।

এই দু'রকমের নাটক ছাড়াও ছিল আর এক রকমের ক্ষুদ্রকায় নাটক—Interlude. এগুলির না ছিল নীতি-রূপক, না ধর্মীয় উদ্দেশ্য। এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল আনন্দদান। নাটকে এই লক্ষ্য আসার অর্থই নাট্যকারের অবাধ স্বাধীনতা। Henry Medwall-এর অধুনা-আবিষ্কৃত Fulgens and Lucres গঠনভঙ্গির দিক থেকে যথেষ্ট উন্নত। গঠনকৌশলে অপেক্ষাকৃত হীন হয়েও আনন্দদায়ক সংলাপে বিশিষ্ট Heywood-এর (১৪৯৭-১৫৮৭) নাটক The Play of the Weather (১৫৩৩-এ মুদ্রিত)। দু' একটি Interlude-এ তীক্ষ্ণ সংলাপ ছাড়াও চরিত্রসৃষ্টি ও প্লটের পরিষ্কার পূর্বাভাস দেখা যায়। এর হাস্যরস অবশ্য অনেকক্ষেত্রে স্থূল ছিল।

রেনেসাঁসের সময় উন্নত ক্ল্যাসিকাল নাটকের চর্চা দেখা দেয়। ইংলণ্ডে ল্যাটিন নাটকের চর্চাই এ যুগে বেশী হয়েছিল। Terence ও Plautus-এর কমেডি এবং Seneca-এর ট্রাজেডি ইংলণ্ডের নাট্যকারদের কাছে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে দিল, এবং নাটকের ক্ষেত্রে একটি অপেক্ষাকৃত উন্নত আদর্শকে তুলে ধরল। সেনেকার বই অনূদিত ও প্রকাশিতও হল।

১৫৬২ খ্রীঃ প্রথম ইংরাজী ট্রাজেডী Gorboduc অভিনীত হল। এর রচয়িতা দুজন Thoms Sackville এবং Thomas Norton. Gorboduc-এর কাহিনী :

ব্রিটেনের রাজা Gorboduc তার জীবিতকালেই রাজ্যকে তাঁর দুই পুত্র Ferrex ও Porrex-এর মধ্যে ভাগ করে দেন। ক্রমে দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। ছোট ভাই বড় ভাইকে হত্যা করে। মা কিন্তু বড় ছেলেকে বেশী স্নেহ করতেন। ছোট ছেলেকে হত্যা করে তিনি বড় ছেলের হত্যার প্রতিশোধ নিলেন। প্রজারা এ নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে বিদ্রোহী হয়ে উঠল এবং পিতা ও মাতাকে এক সঙ্গে হত্যা করে তবে তারা শান্ত হল। রাজ্যের গণ্যমান্য মুখপাত্র প্রজাসাধারণের এহেন নৃশংসতা দেখে আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তাঁরা বিদ্রোহীদের হত্যা করলেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল উত্তরাধিকারের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। কে রাজ্যের রাজা হবে— এ প্রশ্ন নিয়ে গৃহযুদ্ধ দেখা দিল। অনেক লোক প্রাণ দিল সে গৃহযুদ্ধে। অনেকদিন যাবৎ সে বাংলা মনুষ্যহীন হয়ে মরুভূমির মত পড়ে রইল।

গল্পটিকে দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্ক লিখেছিলেন Norton এবং চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্ক লিখেছিলেন Sackville।

ক্ল্যাসিকাল নাটকের অনুসরণ তখনকার বৈশিষ্ট্য ছিল। George Gascoigne তাঁর Jocasta-র নাম-পত্রে বলেছেন যে তিনি ইউরাপিদেস্-এর একটি গ্রীক নাটক অবলম্বনে এটি লিখেছেন। আসলে এটি ইতালীয় থেকে অনুবাদ। যাই হোক, মিরাকল ও মরালিটি নাটক থেকে হয়তো ট্র্যাজেডির উদ্ভব মুস্কিল ছিল, কিন্তু ইণ্টারল্যুড থেকে কমেডি, ক্ল্যাসিকাল নাটকের সাহায্য ছাড়াই হয়তো আসতে পারত। বস্তুতঃ সত্ত্বেও ল্যাটিন অনুসরণ ঘটেছিল।

ল্যাটিন কমেডির অনুসরণে লিখিত প্রথম সার্থক ইংরাজী কমেডি Ralph Roister Doister ১৫৫৩ খ্রীঃ (বা ১৫৫৮) রাজাবাহাদুর সময়ে অভিনীত। এ কমেডি নাটকটি Nicholas Udall (১৫০৫-৫৬)-এর রচিত বলে প্রসিদ্ধি আছে।

Ralph Roister Doister-এর নায়ক Ralph Doister ছিলেন ধনী কিন্তু একেবারে নির্বোধ। Merygreeke সবসময় তাকে নির্বোধ বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করত। Dame Custance নামে যে মেয়েটি Gawin Goodluck কে হৃদয় নিবেদন করেছে Ralph Doister এর বিশ্বাস সে তাঁকে ভালবাসে। যখন Goodluck একটি সমুদ্রযাত্রায় বাইরে, তখন তিনি Dame Custance-কে ভালবাসার অভিজ্ঞান সহ এক বার্তা প্রেরণ করেন। Custance উপহাস সহকারে সে বার্তাবহকে বিদায় দিল। ভৃত্যের কাছে এ সংবাদ শুনে

Goodluck ফিরে এল Custance-এর কাছে। Custance তখন বিপদে পড়ল। Goodluck ঘরবাড়ীশুদ্ধ তাকে পুড়িয়ে মারার ভয় দেখাল। তখন Custance প্রতিপক্ষ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ভৃত্যদের আহ্বান করল। –

I will call forth my folks, that without any mocks
If he come again we may give him rap and knocks
Madge Mumblecrust, come forth and tibet talkapace
Yea and come forth too Mistress Annot Alyface.

Ralph Roister Doister-এর চরিত্রগুলি বাস্তব মানুষের মাঝখান থেকে সংগৃহীত।

কমেডি-নাটক Gammar Gurton's Needle ১৫৫০-এর কিছু পরে রচিত এবং ১৫৭৫-এ প্রকাশিত। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের William Stevenson এর রচয়িতা। এর কেন্দ্রীয় বিষয় অত্যন্ত তুচ্ছ ও হাস্যকর --একটি ছুঁচ হারানো ও তার পুনঃপ্রাপ্তি। নাট্যকারের কৃতিত্ব সংলাপ-রচনায়, গ্রাম্য জীবনের জ্ঞানে এবং চরিত্রচিত্রণে। গোলাবাড়ির মজুর Hodge চরিত্রটি হাস্যকরতায় ও স্বাভাবিকতায় বিশিষ্ট। দক্ষিণ-পশ্চিম উপভাষায় এটি রচিত।

এর পরে আবির্ভাব ঘটে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত একদল নাট্যকারের। এঁদের বলা হোত University Wits। এঁরা হলেন—Lyly, Greene, Peele, Lodge. Nash এবং Marlow।

John Lyly-কে (১৫৫০-১৬০৬) পনের বছর বয়সে অক্সফোর্ডের Magdalen College-এ পাঠানো হয়। সেখান থেকেই ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেন। ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. উপাধি লাভ করেন। ইতিমধ্যেই তিনি তাঁর বিখ্যাত বই Euphues, যাকে Charles Kingsley বলেছেন, as brave, righteous, and pious a book as man need look into, রচনা করেন। তাঁর নাটকের মধ্যে আছে Alexander and Campaspe (১৫৮৪) Sapho and Phao (১৫৮৪) ও Midas (১৫৯২)। Lily তাঁর কৃতিত্ব অনুযায়ী স্বীকৃতি পান নি। তাঁর মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তি ছিল বিস্ময়কর। বাস্তবধর্মী প্রহসন, ল্যাটিন নাটকের জটিলতা এবং মরালিটি নাটককে তিনি এমনভাবে মিশিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে সপ্তদশ রোমান্টিসিজমের স্পর্শ পাওয়া যায়। তাঁর

কৃতিত্ব কমেডির সঠিক প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে গদ্যকে ব্যবহার করা, ও উন্নত কমেডির প্রতিষ্ঠা। তাঁকে বলা হয়েছে···first master of prose style in English comedy. He was essentially a court dramatist and added to drama the feminine qualities of delicacy, grace, charm and subtlety. (Concise Cambridge History.)

George Peele (১৫৫৮-৯৭) অক্সফোর্ডে লেখাপড়া সমাপ্ত করে লণ্ডনে ফিরে এসে মার্লো, গ্রীণ এবং ন্যাস প্রমুখ লেখকদের সহযোগিতায় একটি চক্র গঠন করেন এবং সাহিত্য কর্মকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁর ছয়টি নাটকের মধ্যে The Araygnement of Paris (১৫৮৪) সবচেয়ে প্রাচীন এবং সবচেয়ে সেরা বোধ হয় David and Bathsheba (১৫৯৯)।

এ পর্বের নাট্যসাহিত্যে সবচেযে নামকরা ব্যক্তি হলেন কীড ও মার্লো। Thomas Kyd (১৫৫৮-৯৫) লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন এবং Merchant Taylor's School-এ শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাঁর The Spanish Tragedy নাটকই সবচেয়ে খ্যাত। সেক্সপীয়রের হ্যামলেটের পূর্বাভাস এতে আছে।

Corndia, Jeronimo, The Rare Triumphs of Love and Fortune, Solyman and Perseda এবং Mr. Hamlet তাঁর নাটক হিসেবে গৃহীত হয়েছে। তার কৃতিত্ব: 'He was the first English dramatist to discover the bearing of episode and of dramatic "movement" upon character, and the first to give the audience a hint of the development that follows from this interaction. In other words he is the first English dramatist who writes dramatically (Concise Cambridge History)।

Robert Greene (১৫৫৮-৯২)-এর নাটকের মধ্যে Orlendo Furioso, Friar Bacon and Friar Bongay, Alphonsus King of Aragon (মার্লোর—Tamburlaine-এর অনুকরণ), A Looking glass for London and England (টমাস লজের সঙ্গে), George-a-Greene, The Pinner of Wakefield প্রসিদ্ধ।

এ কালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার মার্লোর জন্ম ক্যাণ্টারবারীতে। তাঁর বাবা John Marlow পেশায় ছিলেন পাদুকা-নির্মাতা। ক্যাণ্টারবারির

King's School-এ কোন এক অভিজাতের সাহায্যে তাঁর পড়ার খরচ চলত। কেম্ব্রিজ থেকে ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর প্রথম নাটক Tamburlaine (দুই খণ্ডে) প্রকাশিত হয় ১৫৮৭ খ্রীঃ (অথবা ১৫৮৮)। The Tragical History of Dr. Faustus, The Jew of Malta, Edward II প্রভৃতি তাঁর নাটক।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগে মার্লোর বিশেষ কৃতিত্ব আছে। Gorboduc had taught blank verse how to speak on the stage, Tamberlaine taught it how to sing. (Cambridge History -Concise)। মার্লোর তিনটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে Compton-Rickett বলেন :

1. He glorified the matter of the drama—by his sweep of imagination.

2. He vitalised the manner and matter of the drama—by his energising power.

3. He clarified and gave coherence to the drama.

মার্লোর বাচনভঙ্গি ছিল বলিষ্ঠ, চরিত্রচিত্রণ ছিল অত্যন্ত সজীব, এবং তীব্র এক আবেগসম্পন্ন কল্পনাশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর নায়কেরা সবাই, তাঁরই মত যেন, অত্যন্ত প্রবল : টেম্বারলেন বিশ্ববিজেতা, দ্বিতীয় এডোয়ার্ড সম্রাট, তার ভিলেন চরিত্র মর্টিমারও দুষ্কার্যে শীর্ষারোহী, ডাঃ ফসটাস বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞানের অধিকার লাভ করার মানসে শয়তানের সঙ্গে সন্ধি করেন, মাল্টার ইহুদি চরম লোভের প্রতীক।

Tamberlaine প্রবল পরাক্রান্ত, বিশ্ববিজয়ী। তাঁর বাবা ছিল মেষপালক। নিজের চেষ্টায় সে বিশ্বের আধিপত্য অর্জন করেছে। টেম্বারলেনের মাধ্যমে সদাগরা পৃথিবীর আধিপত্য লাভে উন্মাদ-আগ্রহী তদানীন্তন ইংরেজের কণ্ঠই যেন প্রতিধ্বনিত। কিন্তু তৈমুর পৃথিবী জয় করেও মনে শান্তি লাভ করছে না। তাঁর তৃপ্তি নেই, স্বস্তি নেই, সুখ নেই। চির-অস্থির সে, চির অতৃপ্ত। তাঁর বয়স বাড়ছে। চারদিকে শত্রু অথচ মৃত্যু আসন্ন। জয়যাত্রা তখনও শেষ হয় নি। অসমাপ্ত বিজয়ের অতৃপ্ত নায়ক টেম্বারলেন।

নিছক নিষ্ঠুরতা ও বিজয়-লক্ষ্মীর অধীশ্বর হিসেবে টেম্বারলেনকে এঁকে মার্লো সন্তুষ্ট নন। টেম্বারলেনের ক্ষমতাপ্রিয়তাকে দার্শনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে: টেম্বারলেন এই পৃথিবীর এক মানব-ব্যক্তিত্ব, একক ও নিঃসঙ্গ, যে মানব-দেব-নির্বিশেষে সকলকে আত্মশক্তির অস্ত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কোন শত্রুই তাকে পরাস্ত করতে পারছে না—একমাত্র মৃত্যু ছাড়া—যে মৃত্যুর সঙ্গে একদিন Everyman-এরও সাক্ষাৎ ঘটেছিল। তবে Everyman-এর নাট্যকারের সঙ্গে মার্লোর পার্থক্য—মধ্যযুগের ও রেনেসাঁসের দৃষ্টিকোণের পার্থক্য। Everyman-এর নাট্যকার জানতেন যে জীবন হচ্ছে জগতের পথে এক আত্মিক যাত্রা, যেখানে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আনুগত্য ও আত্মনিবেদনই সফলতা লাভের একমাত্র উপায়। আর মার্লো, যদিও মৃত্যুর নিকট-উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন, কিন্তু আপন পৌরুষের বলে দৈব বিধিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেন, এবং বিশ্বাস করেন, যাই ঘটুক না কেন, পার্থিব গৌরবের আনন্দই এর নিজস্ব পুরস্কার। চরিত্র সম্বন্ধে এই রকম ধারণা, এবং তাকে অত সমুন্নত সাহসিকতার সঙ্গে উপস্থিত করা ইংরাজী নাটকের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব। আর একে প্রকাশ করবার যোগ্য বাহনও তাঁর আয়ত্তে ছিল, Mighty line তাঁর অমিত্রাক্ষর।

এডোয়ার্ড দি সেকেণ্ড ঐতিহাসিক নাটক। এখানে তিনি রাজ, কিন্তু অকর্মণ্য, দুর্ব্বল এবং অসহায়। তাঁর যৌনপিপাসা বিকৃত। ইসাবেলা রাণী। তিনি ফরাসী রাজ দুহিতা। রাজার ব্যবহারে রাণী ইসাবেলা ক্রমশ তাঁর পরম শত্রুতে পরিণত হলেন। সুপুরুষ মর্টিমারের প্রতি ছিল রাণী ইসাবেলার গভীর অনুরাগ। মর্টিমার ছিলেন ক্ষমতা-লোভী, নির্লজ্জ, দাম্ভিক এবং নির্দয়। রাণী ও মর্টিমারের চক্রান্তে রাজা কারারুদ্ধ হলেন। কিন্তু রাজাকে কারারুদ্ধ করে রাণীকে পেয়ে মর্টিমার বলেন, 'আমি ক্ষমতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছি। এর পর আমার পতন অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য তাতে আমার খেদ নেই। আমার প্রাপ্য আমি পেয়েছি—উপরে উঠেছি।'

টেম্বারলেনের ঐশ্বর্য ও উত্তাপ এডোয়ার্ড দি সেকেণ্ডে নেই, কিন্তু এটি মার্লোর সবচেয়ে ভারসাম্য-সম্পন্ন নাটক, আর মঞ্চে ইতিহাস-ব্যাখ্যার প্রথম সফল প্রচেষ্টা। চরিত্রের গায়ে ঐতিহাসিক নাম জুড়ে দিলেই ঐতিহাসিক নাটক হয় না, মঞ্চে ইতিহাসের ব্যাখ্যাই তার কাজ। মার্লো

নির্দেশিত এই পথেই সেক্সপীয়রের Richard ও পরবর্তী অন্যান্যদের ঐতিহাসিক নাটকের আবির্ভাব।

ডা. ফসটাস্ মার্লোর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। জ্ঞানান্বেষী ফসটাস জার্মান দার্শনিক ও রসায়নবিদ। মানবজীবন সংক্ষিপ্ত, ঈশ্বরের উপাসনা করে সমস্ত জ্ঞান আয়ত্ত করার আগে মানুষের মৃত্যু ঘটে। তাই জ্ঞান লাভ করার জন্য তিনি শয়তানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। এ চুক্তি অনুসারে, কুড়ি বছরের মধ্যে যা কিছু ভোগ করার যা কিছু দেখার, যা কিছু জানার, সব কিছু ফসটাসকে উপহার দেবে শয়তানের অনুচর মেফোস্টোফিলিস। তার বিনিময়ে কুড়ি বছর পরে ফসটাসকে নিজের আত্মা দান করতে হবে শয়তানের হাতে। নাটকের শেষ অংকে মধ্যরাত্রে ফসটাসের পাঠাগারে তাঁর আত্মার অশান্ত ক্রন্দন, তার করুণ কাতরোক্তি ধ্বনিত হল এবং দীর্ঘ কুড়ি বছর যে ভগবানের নাম মনেও আসে নি আজ বারংবার তার শরণ নিলেন। এ দৃশ্য মার্লোর অসামান্য প্রতিভার দান। পরবর্তী কালেও গ্যয়টে তার 'ফাউস্টে' এ দৃশ্যকে অতিক্রম করতে পারেন নি।

শেষ দৃশ্যে যখন ফস্টাস্-কে বলা হয়েছে ঈশ্বরকে স্মরণ করতে তখন তার যন্ত্রণাকাতর অসহায় কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে এই ভাবে: 'On God, whom Faustus hath abjured ? on God, whom Faustus hath blasphemed ? Ah my God, I would weep, but the devil draws in my tears. Gush forth blood instead of tears, yea life and soul ! Oh, he stays my tongue . I would lift up my heads, but see, they held em, they hold em. অথবা শেষ মুহূর্তে তাঁর প্রবল অনুশোচনার স্বগতোক্তিও আবেগ-উদ্দীপ্ত পাঠক বা দর্শকের মনকে আলোড়িত করে তোলে:

Oh, I'll leap up to my God ! Who pulls me down ?
See see where Christs' blood streams in the firmament !
One drop would save my soul, half a drop. Ah my Christ !—
Rend not my heart for naming of my Christ ,
Yet will I call on him : Oh, spare me Lucifer !

মার্লো সেক্সপীয়র-পূর্ববর্তী যুগের সবচেয়ে শক্তিমান নাট্যকার। মার্লোর আবির্ভাব না হলেও হয়তো সেক্সপীয়র তাঁর অপূর্ব নাট্যসম্ভার নিয়ে উপস্থিত

হতেন। কিন্তু মার্লোর আবির্ভাবে যে সেক্সপীয়রের নাট্যপরিণামের পথ অনেক সহজ হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেক্সপীয়রের সর্ব্বমুখী প্রতিভা অবশ্য মার্লোর ছিল না।

এলিজাবেথের কাল ইংলণ্ডের ইতিহাসে নবজাগরণের মধ্যাহ্নলগ্ন। তার তিরিশ বছরের শাসনকাল সর্ব্বক্ষেত্রে কর্মমুখর, সাহিত্যক্ষেত্রেও। Ascham এবং Elyot-এর গদ্য সাহিত্যে, Sidney ও Spenser-এর কবিতায় তার পরিচয় আছে। কিন্তু এ যুগের সবচেয়ে বড় পরিচয় তার নাট্য-সাহিত্য।

রাণী এলিজাবেথের সময়ে ইংলণ্ডের সমাজ একটি দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান। একদিকে প্রাচীনের অনুস্মৃতি-ধারা, অন্যদিকে নবীনের উদ্দাম-আবির্ভাব—এই দুই তরঙ্গের আঘাতে আলোড়িত হচ্ছিল ইংলণ্ডের সমাজ। এই দ্বন্দ্বাকীর্ণতার জন্যই কিনা কে জানে নাটকের প্রতি তখনকার ইংলণ্ডের আকর্ষণ প্রবল হয়ে উঠেছিল। তারই ফলে বিভিন্ন সাহিত্যিক নাটকের দিকে ঝুঁকেছিলেন। Spenser নয়টি মিলনান্তক নাটক রচনা করেছিলেন। অবশ্য সে নাটক এখন আর পাওয়া যায় না। Thomas Haywood একাই দু'শো বিশটি নাটক রচনা করেছিলেন বলে দাবী করেছেন। অবশ্য তাঁর পঁয়ত্রিশটি নাটকের বেশী আজ আর পাওয়া যায় না। অনেক নাটকের লেখকই আজ অজ্ঞাত। নাট্যকারদের অনেকের সম্পর্কে অনেক সন্দেহও আজ উপস্থিত হয়েছে। তাদের সম্পর্কে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া আজ প্রায় অসম্ভব। যাই হোক, এই নাট্য-তরঙ্গের শীর্ষে শেক্সপীয়রের স্থান।

শেক্সপীয়র

শেক্সপীয়রের জীবন সম্পর্কে কোন স্থির-নিশ্চিত ঐতিহাসিক তথ্যাদি আজও পাওয়া যায় নি। তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী আর কিংবদন্তী থেকে তাঁর জীবনের সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়।

শেক্সপীয়রের পিতা জন শেক্সপীয়র স্নিথফিল্ডবাসী কৃষক রিচার্ড শেক্সপীয়রের ছেলে। স্নিথফিল্ড ষ্ট্যার্টফোর্ডের নিকটবর্তী একটি গ্রাম। কৃষিকার্য ছাড়া ঐ গ্রামে তাঁদের অন্যান্য ব্যবসাও ছিল। জন শেক্সপীয়র মেরী আরডেনকে ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহ করেন। জন ও মেরীর চার ছেলে ও দুই মেয়ে। উইলিয়ম শেক্সপীয়র তাঁদের তৃতীয় সন্তান।

উইলিয়ম শেক্‌সপীয়রের তের বছর বয়স পর্যন্ত জন শেক্‌সপীয়রের অবস্থা ভালই ছিল। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে জন অল্ডারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং তিন বছর পরে তিনি মেয়রের পদ লাভ করেন। ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তাঁদের ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়। এ সময়ে উইলিয়ম শেক্‌সপীয়রকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হয় এবং তাঁর বাবার ব্যবসায়ের কাজে নিযুক্ত করা হয়। আঠার বছর বয়সে তিনি Anne Hathaway-কে বিয়ে করেন। Anne Hathaway ছিলেন পাশের গ্রামের কৃষক Richard Hathaway-এর মেয়ে এবং শেক্‌সপীয়রের চেয়ে আট বছরের বড়। ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁদের আর্থিক অবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। উইলিয়ম শেক্‌সপীয়রের পিতা তখন বন্দী। ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Stratford-এর নিকটবর্তী একটি গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন।

শিক্ষকতা তাঁর জীবনে তৃপ্তি আনতে পারে নি। তিনি তাঁর স্ত্রী-পুত্রদের পরিত্যাগ করে গ্রামের জীবনকে পিছনে ফেলে লণ্ডন শহরে এসে উপস্থিত হলেন। তার পর থেকে ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লণ্ডনেই তিনি বসবাস করেন।

লণ্ডনে আসার পর সুদীর্ঘ ছয় বছর তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। কথিত আছে, নাট্যশালার দর্শকদের ঘোড়ার তত্ত্বাবধানের চাকরীও তাঁকে গোড়ার দিকে করতে হয়েছিল। ক্রমে তাঁর উন্নতি হয়।

Shoreditch-এর The Theatre নামক নাট্যশালায় শেক্‌সপীয়রের প্রথম আবির্ভাব। প্রথমে নট ও পরে নাট্যকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। দুঃখের বিষয় তাঁর অভিনয়-কুশলতা আজ কিম্বদন্তীর বিষয় মাত্র। তার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তবে জানা যায় যে তিনি Hamlet-এ Ghost এবং As you Like It-এ Adam-এর অভিনয় করেছিলেন।

রাণী এলিজাবেথের মৃত্যুর (১৬০৩) পরও তাঁর খ্যাতি হ্রাস পায় নি। প্রথম জেমসের রাজত্বকালে তিনি খ্যাতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেন। রাজসভার কোন উৎসবই তখন সেক্‌সপীয়র এবং তাঁর বন্ধুদের উপস্থিতি ছাড়া সম্পূর্ণ হ'তো না। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার উইলিয়ম শেক্‌সপীয়রের মৃত্যু হয়।

সেক্‌সপীয়রের চব্বিশ বছরের (১৫৮৮-১৬১২) সৃষ্টিকালকে চারটি ভাগে

ভাগ করা যায়। প্রথম বিভাগে (১৫৮৮-৯৪) ঐতিহাসিক নাটকই প্রধান। Romeo and Juliet (১৫৯২) ট্র্যাজেডি-নাটকটি যেন গীতিকাব্যের সুরে বাঁধা। পরবর্তী ট্র্যাজেডিগুলির গভীরতা এ নাটকে অনুপস্থিত। The Merchant of Venice (১৫৯৪) কমেডি হলেও ট্র্যাজেডিসুলভ গভীরতায় সমৃদ্ধ। সামাজিক নাটক Love's Labour's Lost (১৯৫১), বিখ্যাত প্রহসন The Comedy of Errors (১৫৯২), রোমান্স-নাটক Two Gentlemen of Verona (১৫৯১) এই পর্বের রচনা। ঐতিহাসিক নাটকেব প্রতি তাঁর প্রবণতা পরবর্তী পর্বেও প্রসারিত। তাঁর সৃষ্টিকালের দ্বিতীয় বিভাগের (১৫৯৪-১৬০০) প্রথম দিকেও তিনি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন।

১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দের পরে কিছুকাল তিনি কাব্যরচনায় মন দেন। সেক্সপীয়রের বিখ্যাত সনেটগুলি ঐ সময়ের রচনা।

তাঁর সৃষ্টির সমৃদ্ধতম পর্বের (১৬০০-১৬০৮) নাট্যগুলির মধ্যে আছে All's Well That Ends Well (১৫৯৫), Measure for Measure (১৬০৪) এবং Troilus and Cressida (১৬০৩)। ট্রাজেডি রচনাতেই সেক্স-পীয়রের প্রতিভার পূর্ণ স্ফুরণ। Julius Caesar (১৬০১), Hamlet (১৬০২), Othello (১৬০৪), King Lear (১৬০৫) এবং Macbeth (১৬০৬) এ পর্বের সৃষ্টি। চতুর্থ পর্বের (১৬০৮-১২) সূত্রপাত ট্রাজেডি দিয়ে। Antony and Cleopatra চরিত্রচিত্রণের দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সৃষ্টির অস্তিমলগ্নে সেক্সপীয়র আবার তাঁর পুরনো প্রেম ও রোমান্সের জগতে প্রত্যাবর্তন করেন। তারই ফল Cymbeline (১৬১০), The Tempest (১৬১১) এবং The Winter's Tale (১৬১১)।

সমকালের চাহিদা এবং চিত্তাকর্ষক বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করেই সেক্সপীয়রের নাটকগুলি রচিত। কিন্তু সমকালকে অতিক্রম করে সর্ব্বকালে তাঁদের আবেদন।

তাঁর Love's Labour's Lost সমকালীন সমাজের রুচি ও প্রবণতাকে কেন্দ্র করে রচিত বিদ্রূপাত্মক প্রহসন হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। সে সময় ব্যাপক ভ্রমণের স্পৃহা ছিল লোকের প্রাণে, ইটালী ছিল শিক্ষার চরম স্থল। Rosalind, Jaques-কে নিয়ে কৌতুক করে: Wear strange suits, disable all the benefits of your own country; be out of

love with your nativity, or I will scarce think you have swam in a gondola. হাল ফ্যাশনের রকমারি চাহিদার উল্লেখ রয়েছে তাঁর Henry V নাটকে।

তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি একাধারে ইতিহাস-সম্মত ও জীবন-ঘনিষ্ট। মধ্যবিত্ত সমাজের মানসিকতার বন্দর চিত্র আছে তাঁর The Merchant of Venice, A Midsummer-Night's Dream এবং Richard II নাটকে। A Midsummer-Nights' Dream, Antony and Cleopatra, Hamlet, Timon of Athens, Cymbeline নাটক রাজসভার ভাষাচিত্র।

সমকালীন জনসাধারণ মানুষের 'সু' ও 'কু' প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে বিশ্বাস করত। সে-বিশ্বাসকে অবলম্বন করেই সমকালের সাহিত্য রচিত হয়েছিল। এ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সেক্‌সপীয়র যেমন তাঁর সমকালের অন্তর্ভুক্ত, তেমনি এ যান্ত্রিক বিশ্বাসকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম ক'রে তিনি কালজয়ী। খণ্ড সত্তাকে অতিক্রম করে মানুষের সমগ্র চরিত্র-চিত্রণের নিপুণ লিপিকর তিনি।

সেক্‌সপীয়রের ট্রাজিডি-চিন্তার বিশিষ্টতা পরবর্তীকালে স্বীকৃত হয়েছে। সম্ভাবনাময় ব্যক্তিত্বের ব্যর্থতাই ট্রাজেডির ভিত্তি। গ্রীক চিন্তা-অনুসারে, এই ব্যর্থতা ঘটাচ্ছে দৈব বা নিয়তি। সেক্‌সপীয়র রেনেসাঁসের যুগের লোক। তিনি তাঁর লেখায় এই অদৃশ্য অলৌকিক নিয়তিকে মেনে নেন নি। তাঁর অদৃশ্য নিয়তি মানুষের চরিত্রের মধ্যেই নিহিত। চরিত্রই নিয়তি, চরিত্র-বৈশিষ্ট্যই মানুষের পরিণতির জন্য দায়ী, অলৌকিক কোন শক্তি নয়। অবশ্য পরিস্থিতিও অনেক সময় চরিত্রগত দুর্বলতাকে পরিপ্রকাশে সহায়তা করে। সে-প্রকাশ ঘটনাগত, দৈব নয়। মানুষের সম্ভাবনা ও শক্তিকে সেক্‌সপীয়র বলিষ্ঠ তুলিতে এঁকেছেন। হয়তো কোন দুর্বলতার ছিদ্রপথে শনি তার জীবনে প্রবেশ করেছে এবং ব্যর্থতা ও পতন হয়েছে তার পরিণতি। সেক্সপীয়রের ট্রাজিডি অন্তর্দ্বন্দ্ব-সঙ্কুল মনের যন্ত্রণাকে প্রকাশ করেছে, মানুষের অসীম সম্ভাবনাকে চিত্রিত করেছে। তাঁর ট্রাজিডির নায়করা সকলেই কঠিন প্রতিকূলতার শক্তিমান প্রতিস্পর্ধী। পরাজয়ের মধ্য দিয়েও, ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্য দিয়েও মানুষের এক বৃহৎ সত্তার অনুসন্ধান সেক্‌সপীয়রের। গভীরতম বেদনা ও ব্যর্থতার মধ্যে ডুব দিয়ে জীবন-রহস্যের সমাধান-সন্ধানী তিনি।

সেক্‌সপীয়রের কয়েকটি নাটকের বিবরণের মধ্য দিয়ে তাঁর পরিচয় স্পষ্ট হ'তে পারে।

Hamlet নাটকে ডেনমার্কের রাজপুত্র হ্যামলেট পিতার মৃত্যু-সংবাদ শুনে দেশে ফিরে এসেছেন। এসে দেখেন মার সঙ্গে পিতৃব্যের বিবাহ্। পিতার প্রেতমূর্তি আবির্ভূত হয়ে তাকে জানাল যে পিতৃব্য তাঁর হত্যাকারী। হ্যামলেট সূক্ষ্ম অনুভূতির অধিকারী, সূক্ষ্ম চিন্তায় অভিভূত। পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া তার পুণ্যকৃত্য, সে মনে করে। কিন্তু কিছুতেই সে তার কর্মশক্তিকে পূর্ণ সংগঠিত করতে পারে না। এই অক্ষমতায় সে ক্লিষ্ট হয়, নূতন উদ্যম নিতে চায়, কিন্তু পারে না; সাময়িক অসারতা তাকে আচ্ছন্ন করেছে। সে জগৎ ও জীবনের অর্থ খুঁজতে চেষ্টা করে। তার মা বিশ্বাসঘাতিনী। তার প্রেমিকা Ophelia-ও তো নারী। নারীকে বিশ্বাস কি—Frailty, thy name is woman.

পরে সে কিছুটা কর্মোদ্যগ নেয়, একজনকে হত্যা করে, মাতৃহন্তা কে তা নিশ্চিতভাবে জানবার চেষ্টা করে, জানতে পারেও, কিন্তু নিষ্ক্রিয়তা তার পুরো কাটে না। নাটকের শেষ দৃশ্যে মৃত্যুর লীলা। হ্যামলেটের দ্বিধা, সিদ্ধান্তহীনতা ও নিষ্ক্রিয়তাই তার ট্রাজেডির কারণ। বিখ্যাত সমালোচক Bradley হ্যামলেটের এই নিষ্ক্রিয়তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে হ্যামলেট প্রকৃতিতে নিষ্ক্রিয় নয়, ঐ বিশেষ মুহূর্তই তাকে নিষ্ক্রিয় করেছিল, তাই ঐ মুহূর্তে তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণাও প্রবল।) "· ·it is, in fact, the very cruelty of his fate that the crisis of his life comes on him at the one moment when he cannot meet it, and when his highest gifts, instead of helping him, conspire to paralyse him." সিদ্ধান্তহীনতার কারণ সম্পর্কে ব্র্যাডলী বলছেন, 'For the cause was not directly or mainly an habitual excess of reflectiveness. The direct cause was a state of mind quite abnormal and induced by special circumstances,—a state of profound melancholy. Now, Hamlet's reflectiveness doubtless played a certain part in the production of that melancholy, and was thus one indirect contributory cause of his irresolution. And, again, the melancholy once established, displayed, as one of its symptoms, an excessive reflection on the required deed. But

excess of reflection was not,···the direct cause of the irresolution at all ; nor was it the only indirect cause.'

(Othello নাটকটি ব্র্যাডলীর ভাষায়, most painfully exciting and the most terrible, আর গঠনকুশলতায় most masterly of the tragedies। মূরদেশীয় সাহসী বীর কৃষ্ণাঙ্গ সেনানায়ক ওথেলো ও ভেনিসের সেনেটারের সরল সুন্দরী কন্যা ডেসডেমোনার প্রেম প্রথম বাধা পেয়েছিল ডেসডেমোনার পিতার রাজদরবারে। সেখানে ওথেলো তার বক্তব্য রাখল এই ভাবে :

She loved me for the dangers I had pass'd ;
And I lov'd her that she did pity them,
This only is the witchcraft I have us'd :—

আর ডেসডেমোনা পিতা ও প্রেমিকের মধ্যেখানে তার divided duty পালন করল এই বলে :

And so much duty as my mother show'd
To you, preferring you before her father,
So much I challenge that I may profess
Due to the Moor my lord.

তাদের প্রেম এর পর দাম্পত্য জীবনের মধ্যে স্থিতি পেল। কিন্তু নানা ঘটনাচক্রে এবং হয়তো ওথেলোর অবচেতন হীনমন্যতার ফলে দেখা দিল ঈর্ষা। সেই ঈর্ষার আগুন একদিন ওথেলোকে দিয়ে ডেসডেমোনাকে খুন করাল : I shall kill thee and love thee after—so sweet was never so fatal। আর সমালোচকের ভাষায় ওথেলোর এই ট্রাজেডির কারণ—not because he loved her less, he loved her too much।)

শেষ দৃশ্যে লোডোভিকোর কাছে ওথেলোর শেষ উক্তি ট্রাজিক মহিমায় উজ্জ্বল :

Speak of me as I am ; nothing extenuate,
Nor set down aught in malice : then must you speak
Of one, not easily jealous, but, being wrought,
Perplex'd in the extreme ; of one, whose hand,

Like the base Indian, threw a pearl away,
Richer than all his tribe ; of one whose subdu'd eyes,
Albeit unused to the melting mood,
Drop tears as past as the Arabian trees.
Their medicinable gum."

King Lear-এর ট্রাজেডি তাঁর অতিরিক্ত স্নেহপ্রবণতা ও আত্মাভিমানের জন্য।

বৃদ্ধ রাজা লীয়র, বয়স যাঁর four score and upward, তাঁর মাথায় হঠাৎ একদিন এক উদ্ভট খেয়াল চাপল। তিনি তাঁর তিন মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন কে তাঁকে কতটা ভালবাসে। বড় দুই মেয়ে Goneril ও Regan বাবার মন জুগিয়ে কথা বলে রাজ্যের এক টুকরো করে পেয়ে গেল। আর প্রিয়তমা কনিষ্ঠা কন্যা Cordelia বলল,—

I love your majesty
According to my bond , nor more nor less.

কিন্তু লীয়র এতে সন্তুষ্ট না হয়ে বিরূপ বিধান দিলেন কর্ডেলিয়ার সম্পর্কে। পরে ঘটনাচক্রে একদিন রাজা লীয়র প্রথমা গনেরিলের বাড়ী থেকে বিতাড়িত হলেন এবং দ্বিতীয়া রীগান দেখাই করলেন না পিতার সঙ্গে। বোনদের বিশ্বাসঘাতকতার হাত থেকে কর্ডেলিয়া এসেছিল তাঁকে উদ্ধার ক'রতে, আশ্রয় দিতে। কিন্তু উভয়েই বন্দী হলেন—কারাগারে পিতাপুত্রীর সাক্ষাৎকার। কর্ডেলিয়া বলল :

We are not the first
Who, with best meaning, have incurr'd the worst.

আর লীয়র বললেন :

Come, let's away to prison ,
We two alone will sing like birds i' the cage :
When thou dost ask me blessing, I'll kneel down,
And ask of thee forgiveness : so we'll live,
And pray, and sing, and tell old tales, and laugh
At gilded butterflies, and hear poor rogues
Talk of court-news , and we'll talk with them too,—

Who loses, and who wins ; who's in, who's out,
And take upon us the mystery of things,
As if we were God's spies : and we'll wear out,
In a wall'd prison, pacts and sects of great ones
That ebb and flow by the moon.

কর্ডেলিয়াকে তার বোনেরা শেষ পর্যন্ত হত্যা করল। তারপর আমরা মঞ্চে দেখি কর্ডেলিয়ার মৃতদেহ নিয়ে উন্মাদ লীয়রকে। এ মৃত্যুকে তিনি মেনে নিতে পারছেন না, অথচ অসহায় তিনি, একে এড়াবার উপায় বা শক্তি তাঁর নেই, আর এই মৃত্যুর দূর কারণ হয়তো তাঁর আত্মাভিমান। বুক-ফাটা আর্ত চীৎকার বেরিয়ে আসে লীয়রের মুখ থেকে :

I might have saved her ; now she's gone for ever !
Cordelia, Cordelia ! stay a little. Ha !

এ ছাড়া শেক্স্পীয়র লিখেছেন Macbeth—অতি-উচ্চাশার ট্রাজেডি। আর আছে Antony and Cleopatra। Plutarch লিখিত গ্রন্থ এর ভিত্তি। কিন্তু প্লুটার্কের হিংস্র লম্পট রোমান অ্যাণ্টনী ও মিশরের মোহিনী চরিত্রহীনা নারী ক্লিয়োপেট্রা এখানে এক শ্রেষ্ঠ প্রেমিক-যুগলে পরিণত হয়েছে। সব রকম ক্ষয়ক্ষতি ও ব্যর্থতার মধ্যেও তারা যেন তাদের প্রেমের জয় ঘোষণা করে গেছে। ব্র্যাডলী বলেছেন যে সেক্সপীয়র ত্নটি চরিত্রকে পাঁকের মধ্য থেকে তুলে মানবতাব সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর একজন ফলষ্টাফ, এবং দ্বিতীয় চরিত্র হচ্ছে ক্লিয়োপেট্রা। (ফলষ্টাফ Henry 1V-এর একটি চরিত্র)।

শেক্স্পীয়রের কৃতিত্ব শুধু ট্রাজেডিতে নয়, কমেডিতেও। তাঁর কমেডিতে একদিকে জীবনের হাস্যকর অসঙ্গতি ও অন্যদিকে প্রণয়-গাঢ় রোমান্স—এই দুইয়ের সমাহার ঘটেছে। তিনি অনেক উদ্ভট অবিশ্বাস্য ঘটনাকে লোক হাসাবার কাজে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু এত জীবন্ত সহজ ও সাবলীলভাবে ঘটনাগুলো ঘটেছে যে সেই মুহূর্তে দর্শকের মনে সংশয়ের বাধা দেখা দেয় না। আর শেক্সপীয়রের রঙ্গীন রোমান্স-চিত্রের উজ্জ্বল সজীবতা তাঁর গৌরব।

As you Like it-এর নায়িকা Rosalind সম্পর্কে বার্ণার্ড শ' বলেছেন, Rosalind is not a complete human being. She is simply an extension in five acts of the most affectionate, fortunate, beau-

tiful five minutes in the life of a charming woman. কেবল মাত্র Rosalind নয়, সেক্‌সপীয়রের কমেডির অন্যান্য নায়িকা সম্পর্কেও এ উক্তি অনেকখানি প্রযোজ্য।

চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে সেক্‌সপীয়রের নিরাসক্তি ও আত্মবিচ্ছিন্নতা চূড়ান্ত রকমের; কোন চরিত্রের মধ্যেই তাঁর নিজের চেহারার ছায়া পড়েনা। তাঁর চরিত্রগুলি, সৃষ্টি-মুহূর্ত থেকেই স্বয়ংজীবী। অথচ এই নিরাসক্তি বা আত্মবিচ্ছিন্নতা সহানুভূতি-বর্জিতও নয়। শেক্‌স্‌পীয়রের বিচ্ছিন্নতা নিজের সঙ্গে, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে নয়। তিনি তাঁর 'নিজত্ব'-কে বাইরে রেখে চরিত্রের মনের গভীরে কল্পনাপথে অবলীলাক্রমে প্রবেশ করতে পারেন। এই দিক থেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে অবজেক্‌টিভ, কারণ শেক্‌সপীয়রের ব্যক্তিত্ব মঞ্চকে পরিহার করে; চরিত্রের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিক অভেদ আরোপ ক'রে তিনি চরিত্রের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করেন নি। অন্য দিক থেকে বলতে গেলে তিনি চূড়ান্ত রকমের সব্‌জেকটিভ, কারণ তাঁর চেতনা ও অনুভূতি-শক্তি চরিত্রগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হয়ে যায়। তাঁর প্রতিভার গোপন মূলমন্ত্র হচ্ছে, কীটস্‌ যাকে বলেছেন, 'negative capability'। তিনি কখনও হ্যামলেট; কখনও ক্রেসিডা, কখনও বা ক্যালিবান।

চরিত্রের মর্মমূলে তাঁর অনুভূতি-শক্তির প্রবেশ ঘটে বলেই তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও তিনি কখনই বিরূপ নন; অনুভূতি-বর্জিত বিচার-প্রবণতা তাঁর ছিল না। তাই প্রচলিত অর্থের কমেডি তিনি রচনা করেন নি। তাই কমিক ক্যারেকটারস্‌ অব্‌ শেক্‌স্‌পীয়র গ্রন্থের লেখক জন পামার বলেছেন,—Comedy, if it implies detachment of the author from his characters and their presentation for intellectual judgement undisturbed by emotion, was consequently foreign to his whole process of creation. Where the comic writer, within the narrow limits assumed by walpole, stands aloof to survey mankind in the light of reason,···Shakespeare presenting a fool, is the fool incarnate; and, laughing at a fool, laughs at something which he requires us to recognise as flesh of our flesh and bone of our bone. Shakespeare, in fact, never wrote a comedy within the commonly accepted sense of the term or put on the

stage a comic character for the critical diversion of an audience assumed to be celestially immune from the normal infirmities of human nature.···His comic character are not so much person at whom we are invited to laugh as persons who please us to the point of laughter only in so far as we are able and ready to identify ourselves with their moods and perceptions.

শেকসপীয়রের জগতে কমেডি ও ট্রাজেডির সীমারেখা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। (—The time-honoured distinction of Tragedy and Comedy gives no true or satisfying division of Shakespeare's plays. —Walter Raleigh) কমিক চরিত্র ও ট্রাজিক চরিত্রের মধ্যে বিশেষ বিভেদ না করাটা শেক্সপীয়রের কোন সচেতন শিল্পকৌশল নয়, মানব-প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর কল্প-প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। মানুষ তাঁর কাছে বিভাজিত একটি খণ্ডে দেখা দেয় নি, দেখা দিয়েছে সমগ্রতায়।

তাই শেকসপীয়রের কমেডির প্রেরণা ব্যঙ্গ নয়, সহানুভূতি। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের নির্বুদ্ধিতা ও সারল্য সমতা রক্ষা করে এগিয়েছে। জন পামারের ভাষায় : Sympathy, then, and not satire, is the inspiration of Shakespeare's comedy. The appeal of his comic characters, even as we laugh at them, is to the touch of nature which makes the whole world kin. A delicate balance is constantly sustained in the persons of the play between the folly which makes them laughable and the simplicity which makes them lovabale, between the frailties or faults which lay them open to rebuke and a common humanity with ourselves which calls for charity and secures for them an immediate understanding.

সর্বদেশের সর্বকালের নাট্যকারদের মধ্যে শেক্স্‌পীয়র শ্রেষ্ঠত্বের আসনে দীর্ঘকাল আসীন। তাঁর সম্পর্কে জগতের বিভিন্ন ভাষায় যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে এত আর কোন একজন লেখক সম্পর্কে হয় নি। বিভিন্ন সমালোচক তাঁর বিভিন্ন কৃতিত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর সময় থেকে আজ পর্যন্ত এই দীর্ঘ কাল, সাধারণ মানুষের কাছে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভের সৌভাগ্যও আর কারো হয় নি। তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুদ্ধিজীবী থেকে সাধারণ-

বুদ্ধি দর্শকদের উভয় পক্ষকে এত পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট করবার দৃষ্টান্তও বিরল।

এ সবের মূলে নিঃসন্দেহে কাজ করেছে শেকসপীয়রের চরিত্র ও কাহিনীর জীবনসদৃশতা। জীবনস্রোত থেকেই যেন তার সংগৃহীত, জীবনীশক্তির গুণে পাঠক-হৃদয়ে প্রত্যক্ষবৎ অনুভূত। জীবন-সদৃশ বললেও যেন তাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়, জীবনেরই অংশ বিশেষ বলাটা হয়তো ঠিক। জীবন-রহস্যের অসীমতা শেকসপীয়রের চরিত্রগুলির মধ্যে নিহিত, যে জন্য কোন সমালোচক বা পাঠকই চরিত্রগুলি সম্পর্কে একেবারে শেষ কথা বলে দিতে পারেন নি, বিজ্ঞতম সমালোচকও হয়তো একটা দিককে মাত্র দেখেছেন। সকল সমালোচনাকে একত্র জুড়লেও শেষ কথা পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, যেমন জীবনে, তেমনি শেকসপীয়রের চরিত্রে, সব মতের সমষ্টিরও অতিরিক্ত কিছু আছে।

তাঁর চরিত্রের বৈচিত্র্যের কথা ভাবলেও স্তম্ভিত হতে হয়। কত অসংখ্য চরিত্র, এবং সকলেই সম্পূর্ণ আলাদা। বিভিন্ন চরিত্রের এত বিপুল সমাবেশ একটি লেখকের লেখায় বিরল। আগেই বলা হয়েছে চরিত্রগুলির সঙ্গে তাঁর আত্মবিচ্ছিন্নতা এবং সম-অনুভূতি বিস্ময়কর।

এ ছাড়াও তাঁর সাহিত্যে তাঁর কবি-দার্শনিক মানসিকতার এক উচ্চ নিদর্শনের সাক্ষাৎ মেলে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সৌন্দর্য, মাধুর্য ও অভিজ্ঞতার উপভোগে যিনি অতি-আগ্রহী, আবার মুহূর্তকে অতিক্রম করে জীবনের ধারাবাহিকতায় তার সাধারণ মূর্তিকে ধারণ করবার মানসিক শক্তিও তাঁর অসীম।

তাঁর কলাকৌশলকে সাহিত্যতত্ত্বের ছাঁচে বিচার করলে অনেক ভুল-ত্রুটি বার করা সম্ভব। কিন্তু জীবন যেমন সব ছাঁচকে ভেঙ্গে স্বপ্রতিষ্ঠ, শেক্‌স্‌পীয়রের সাহিত্যও তাই।

বেন জনসন (১৫৭৩-১৬৩৭)

বেন্ জনসন শেক্সপীয়রের সমকালীন নাট্যকার। আবার আরেক দিক থেকে তাঁকে শেকস্‌পীয়রের পরবর্তী নাট্যকারদের প্রধান বলা যেতে পারে। তিনি শেকস্‌পীয়রের সমকক্ষ নন। কিন্তু নাট্যকার হিসাবে প্রতিনিধিস্থানীয়। **Cazamian**-এর ভাষায়—**He, it is who in**

his own time and ever afterwards provided the typical antithesis to Shakespeare. যদি শেকসপীয়রকে বলি রোমাণ্টিষ্ট, তাহলে বেন্ জনসনকে বলা যায় ক্লাসিসিষ্ট। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা, যুগের স্রোতে গা ভাসাতে তিনি রাজী ছিলেন না। তিনি প্রাচীন গ্রীক ও রোমান নাট্যকারদের অনুসরণ করে ও সমকালীন যুগের অনেকটা বিপক্ষে গিয়েও নাটককে তাঁর নিজের সৃষ্ট একটি বিশেষ খাতে প্রবাহিত করবার চেষ্টা করেন। শেকসপীয়রের পাশে হয়তো তাঁর স্থান সংকীর্ণ, কিন্তু তাঁর স্বাধীনপন্থানুসারী নাটক নিজের মহিমাতে অত্যন্ত স্বতন্ত্র।

বেন জনসনের সাহিত্যিক জীবন অত্যন্ত দীর্ঘ—১৫৯৭ থেকে ১৬৩৩। শেকস্পীয়রের থেকে বয়সে বছর দ'শকের ছোট তিনি। শেকস্পীয়রের পরবর্তী নাট্যকারদেব, যেমন Dekker, Marston, Middleton, Fletchet, Tourneur, Webster, Heywood প্রভৃতিদের সঙ্গে তাঁব ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। তিনি ছিলেন এঁদের পুরোধা, বন্ধু, পথপ্রদর্শক।

এই দিক দিয়ে বিচার করতে গেল মনে হয় Cazamian যথার্থ কথাই বলেছেন, In one sense, if the mark of originality be resistance to the general current, he was more original than Shakespeare. Shakespeare acceptes the condition of the stage of his time, is aware of its shortcomings, but reigns himself to them with a smile. His relations with his public remain sympathetic. Jonson, however, is in angry and arrogant opposition to the Elizabethan stage, and sets up his own tastes, ideas, and theories, all derived from the ancients, against the popular taste. Shakespeare follows with docility the course of the stream ; Jonson flings his vast bulk against it.

বেন জনসনের জন্ম হয় ১৫৭৩ সালে ইংলণ্ডের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। গ্রাম থেকে অল্প বয়সেই তিনি লণ্ডনে চলে আসেন ও Westminster school-এ পড়াশুনা করেন। জনসনের বাল্যজীবন সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু জানা নেই। তিনি বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও সুপণ্ডিত Camden-এর প্রিয় ছাত্র ছিলেন ও জীবনের শেষ দিনে অবধি তিনি এই পণ্ডিতের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গেছেন।

স্কুল ছাড়ার পর কিছুদিন তাঁকে ঘরবাড়ী তৈরী করার কাজে শিক্ষানবিশি করতে হয়। কিছুদিনের মধ্যেই বিরক্ত হয়ে তিনি সৈনিক-বৃত্তি গ্রহণ করে হল্যাণ্ড-বেলজিয়ামে চলে যান। ১৫৯২ সাল নাগাদ তিনি আবার লণ্ডনে ফিরে আসেন এবং ঐ সময়ে অর্থাৎ কুড়ি বছর বয়সে তিনি বিবাহ করেন। এই সময় থেকেই তিনি নাটক ও নাট্যজীবনের প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রথমে Clerkenwell-এর একটি অখ্যাত নাট্যশালায় ও পরে বিখ্যাত Henslowe-এর দলে যোগ দিয়ে অভিনয় করতে স্বরু করেন। অভিনেতা হিসাবে বিশেষ কৃতকার্য না হলেও এক সহকর্মীকে Duelএ হত্যা করে দীর্ঘ কারাবাসে যেতে বাধ্য হন। এই সময়ে তিনি Anglican ধর্মত্যাগ করে রোমক ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, যদিও বারো বছর পরে আবার স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন।

এর পরে Henslowe-র সঙ্গে ঝগড়া করে তাঁর বিখ্যাত নাটক Every Man in his Humour তিনি Lord Chamberlain's Companyকে দিয়ে দেন। ১৬৯৮-এ অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এরপরে Henslowe-র সঙ্গে জনসনের বিবাদ মিটে যায় ও Henslowe'র কোম্পানী তাঁর Every Man out of his Humour মঞ্চস্থ করেন।

জনসন্ ছিলেন হাসিখুসি ও আমুদে লোক। তিনি ঝগড়াও করতেন তাড়াতাড়ি, ভুলতেনও তাড়াতাড়ি। সে যুগের রাজসভায় তাঁর ছিল অসীম প্রতিপত্তি এবং বিখ্যাত ও বিত্তবান অনেকেই তাঁকে অনুকরণ করতেন। তখন Mermaid Tavern ও তৎকালীন কবি নাট্যকার ও রসিক লোকেদের সভায় বেন্ জনসনকে না হলে চলতোই না।

১৬২৬ থেকেই তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে। ১৬৩৭ সালে তাঁর দেহাবসান ঘটে।

বেন্ জনসনের সর্বপ্রধান নাটকীয় মন্ত্র ব্যঙ্গ বা staire। মেজাজই ছিল তাঁর ব্যঙ্গশিল্পীর। আর তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য তাঁকে বাস্তবধর্মী শিক্ষা দিয়েছিল। তাঁর নাটকে তাই আমরা স্যাটায়ার ও বাস্তব ধর্মের এক অপূব ও সার্থক সংমিশ্রণ দেখতে পাই। তাঁর সর্বপ্রথম নাটকের নাম The Case is Altered (১৫৯৭)। এটি নাটক হিসেবে উচ্চশ্রেণীর নয়। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক Every Man in his Humour. এই নাটকের মুখবন্ধে নাট্যকার তাঁর উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে তিনি

চান—to sport with human follies, not with crimes. চরিত্রের দুর্বলতা, যাকে ইংরেজিতে বলা হয়েছে oddity of disposition, তাই নিয়ে তাঁর হিউমার। এই নাটকে কয়েকটি eccentric বা উৎকেন্দ্রিক চরিত্রের সমাবেশ করা হয়েছে। তাদের নামকরণও অর্থসূচক, যেমন—Bobadill, Knowell, Brainworm, Wellbred, Thomas Cash, Roger Formal প্রভৃতি। প্রত্যেক চরিত্রের একটি করে বৈশিষ্ট্য আছে, যাকে বলতে পারি বিশেষ মানসিক অভ্যাস, oddity বা fad। নাটকের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ মানসিক বিকৃতিকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। এদিক দিয়ে বেন্ জনসনের সাহিত্যিক পদ্ধতি ঔপন্যাসিক ডিকেন্সের সঙ্গে তুলনীয়। তবে ডিকেন্সের হাস্যরসিকতার সন্ধান তাঁর সৃষ্ট জগতে পাওয়া যায় না।

হাস্যরস সম্পর্কে বেন্ জনসনের একটি বিশিষ্ট মত আছে। পুরোনো আমলের গ্রীক চিকিৎসা-শাস্ত্রের আদিগুরু হিপোক্রেটিশ-এর ধারণা ছিল যে চারটি মৌলিক উপাদানে (আগুন, বায়ু, জল আর মৃত্তিকা) বিশ্বজগৎ সৃষ্ট। মানুষের মধ্যেও এই উপাদন রয়েছে—এগুলির সুসমঞ্জস মিশ্রণ থাকলেই তবে চরিত্রগুলি হয় মাত্রাজ্ঞানসম্পন্ন, অন্যথায় চরিত্রের ভারসাম্য থাকে না। এই হিপোক্রেটিয় মতবাদ আবার নতুন করে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বিস্তার লাভ করে। মৃত্তিকার মাত্রা যার বেশী, সে Melancholic, বিষণ্ণ, তার উদ্যোগ ও আত্মবিশ্বাসের অভাব, সে অল্পেই হতাশ। জলের মাত্রা বেশী থাকলে Phlegmatic, সংযত, সুস্থির, অধ্যাবসায়ী, সংকল্পে অটল, স্বল্পবাক, কষ্টসহিষ্ণু, তবে কিঞ্চিৎ মন্থর এবং বিভিন্ন দিকে মনোনিবেশ করা এদের পক্ষে দুরূহ। বায়ুর মাত্রা বাড়লে Sanguinous, শক্তিমান, আবেগ-প্রবণ কিন্তু অস্থির নয়, সংযত, ধৈর্য ফ্লেগমাটিকদের থেকে অবশ্য কম, মিশুক বিচিত্র বিষয়ে মনোনিবেশে সক্ষম। অগ্নির মাত্রা বাড়লে Choleric, অত্যুৎ-সাহী, হঠকারী, অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ, নতুন কিছুর মধ্যে ঝাঁপ দেবার জন্য সদা-আগ্রহী, শক্তি বা সাহস সত্ত্বেও মাত্রাজ্ঞানহীন।

যদিও জনসনের মাথায় এই তত্ত্ব ছিল, তবু তিনি সৃষ্টিক্ষেত্রে তত্ত্বের ছাঁচকে অতিক্রম করে জীবনের স্বাদ দিতে পেরেছেন।

তাঁর Cynthia's Revels (১৬০১) ও The Poetaster (১৬০২) নাটক হিসেবে জনপ্রিয় হলেও আজকের দিনে এর মধ্যে নাট্যকারের

আত্মম্ভরিতা ও সর্বসাধারণকে শিক্ষা দেবার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য নাটক—Volpone or The Fox (১৬০৫) Epicoene or The Silent Woman (১৬০৯), The Alchemist. কাহিনী চরিত্র সবই নিজস্ব, মৌলিক। শেকসপীয়রের মত তিনি এসব কিছুই কোথাও থেকে ধার করেন নি। এর মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ও সার্থক নাটক Volpone। এই নাটকটি মরালিটি নাটকের রীতিতে লেখা, এর বিষয়বস্তু—মানবের লোভ ও তার করুণ পরিণতি। জনসন স্বভাবসিদ্ধ ভাবে লোককে আক্রমণ করে তার পরিণতির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তদানীন্তন সমাজের নোংরা দিকটি এতে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে, আর জনসনের ব্যঙ্গ ক্ষুরধার অস্ত্রের মত সবকিছুকে আঘাত করেছে। এই নাটকে আমরা Marlowe-র Jew of Malta-র প্রভাব দেখতে পাই। এই নাটকের Mosca-র চরিত্র এক অনবদ্য সৃষ্টি।

Epicoene বা The silent Woman-এর নায়ক কথাবার্তা বা কলরব সহ্য করতে পারেন না। একটি বালককে বালিকা সাজিয়ে (এই বালিকা বিশেষ কথা বলে না) তার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে হালকা রসের এ নাটকটি। Bartholomew Fair নাটকে তিনি তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন Puritan-দের গোঁড়ামির স্বরূপ উদঘাটন করতে।

জনসনের ট্রাজেডি হচ্ছে Sejanus (১৬০৩) আর Catiline (১৬১১)। মনে হয় শেকসপীয়রের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ট্রাজেডি Julius Caesar-এর বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা থেকেই জন্‌সন্ এই দুই নাটক লেখেন। জনসন্ ইতিহাসের নিষ্ঠাবান ছাত্র হিসেবে নিঃসন্দেহে শেক্‌সপীয়রের থেকে বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর Sejanus ও Catiline নির্ভুল তথ্যে পরিপূর্ণ, কিন্তু ট্রাজিক রসসৃষ্টি ও অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপায়নে জনসন শেকসপিয়রের কাছাকাছিও যেতে পারেননি। Cazamian এইটে লক্ষ্য করেই বলেছেন :—indeed too much knowledge, too much erudition, too much massive, dull speechifying. The sources of true dramatic emotion are never sounded···They are not brought nearer by imagination and dramatic sympathy.

বেকন

Francis Bacon (১৫৬১—১৬২৫) ইংরাজী সাহিত্যের অন্যতম

অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তিনি বলেছিলেন, For my name and memory, I leave it to men's charitable speeches, and to foreign nations and the next ages. অগণিত মনীষার জন্মভূমি লণ্ডনেই বেকনের জন্ম। ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী অনন্যসাধারণ লেখক, দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ বেকন York House-এ জন্ম গ্রহণ করেন। York House ছিল তাঁর পিতা Lord Bacon-এর কর্মজীবনের আবাসস্থল। তাঁর মাতা Anne Cooke ছিলেন Sir Anthony Cooke-এর দুহিতা এবং Lord Burghlay-এর শ্যালিকা। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণা, উচ্চশিক্ষিতা এবং মহনীয় চরিত্রের অধিকারিনী। বারো বছর বয়সেই বেকন তার ভাইদের সঙ্গে Trinity কলেজে প্রেরিত হন। সেখানে দুবছর কাটিয়ে তিনি ফিরে এলেন লণ্ডনে এবং সেখানে এসে তিনি আইন অধ্যয়ন করতে সুরু করলেন। ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ রাষ্ট্রদূত Sir Amyas Paulet-এর জুনিয়র সেক্রেটারি হিসাবে ফ্রান্সে যান। সেখানে তিনি প্রায় দু'বছর ছিলেন। তিনি যখন উনিশ বছরের বালক তখন হঠাৎ তার পিতার মৃত্যু হয়। যদিও সাহিত্যসাধনা এবং দর্শনের প্রতিই তার স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল তবুও তিনি ফ্রান্স থেকে ফিরে এসে Gray's Inn-এ আইন অধ্যয়ন সুরু করলেন। বেকনের পরবর্তী জীবনের খ্যাতি তাঁর দার্শনিকতা ও রাজনীতি চিন্তার উপর যে পরিমাণে নির্ভরশীল, সাহিত্যকর্মের উপরও ততটাই।

১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্যার উপাধি লাভ করেন, এবং ১৬০৭ ও ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে সলিসিটর-জেনারেল ও এটর্নি-জেনারেলের পদ অলঙ্কৃত করেন। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে বেকন লণ্ডনের এক নামজাদা ব্যবসায়ীর কন্যা Alice Barnham-কে বিবাহ করেন।

বেকনের কোন সন্তানসন্ততি ছিল না। ১৬২৬-এ ৯ই এপ্রিল পঁয়ষট্টি বছর বয়সে বেকন দেহত্যাগ করেন।

ইংরাজী ভাষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কোন আশা ছিল না। তিনি বলতেন, These modern languages will at one time play the bankrupt with books! তাঁর বেশীর ভাগ লেখাই ল্যাটিনে।

বেকনের চরিত্রকে Ifor Evan, একটি বাক্যে ধরবার চেষ্টা করেছেন এই ভাবে: Bacon is the most complete representative of the Renaissance in England, learned, worldly, ambitious, intriguing,

enamoured of all the luxury that wealth in his times can supply, and while knowing so much, almost completely ignorant about himself.

বেকন তিনটি উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গীকৃত বলে মনে করতেন : সত্যানুসন্ধান, স্বদেশমঙ্গল, ধর্মসংস্কার। এর মধ্যে প্রথমটি তাঁর মনের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে ছিল। তিনি ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে একটি পত্রে লিখেছিলেন, 'I confess that I have as vast contemplative ends as I have moderate civil ends : for I have taken all knowledge to be my province.

তাঁর History of Henry the Seventh (১৬২২) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এ বই gave historical writing in England the first work which had design। তাঁর New Atlantis (১৬২৪ ; প্রকাশ্য ১৬২৭) সরল গদ্যে লেখা একটি অ্যাড্ভেঞ্চার-কাহিনী, অবশ্য তার মধ্যে ঐতিহাসিক গবেষণার একটু অজুহাত আছে। The Advancement of Learning জ্ঞান-প্রসঙ্গ ও জ্ঞানোন্নতি বিষয়ের আলোচনা। মানবরসে সবচেয়ে সমৃদ্ধ তাঁর Essays (১৫৯৭)।

বেকন সম্পর্কে Compton-Rickett-এর উক্তি :

He has been called the parent of modern science. The phrase is only true of him if we look at Bacon's ideas, not his methods. His methods contributed nothing ; his ideas everything ; what he himself said of himself is truer than he perhaps imagined : 'I only sound the clarion ; but I enter not into the battle.' He lacked the genius of investigator and inventor ; he was a prophet rather than a general. He knew what ought to be done ; but his ways of setting about it were faulty.

মনীষী ভলটেয়ার বেকন সম্পর্কে বলেছিলেন : The Chancellor Bacon did not yet know nature, but he knew all the roads that led to her.

পঞ্চম অধ্যায়

মিলটন যুগ

(ক্যারোলিন যুগ)

(১৬২৫—১৬৬০)

জন ডান্ (১৫৭৩—১৬৩১)

সময়ের দিক থেকে দেখতে গেলে জন ডান এলিজাবেথীয় যুগের কবি। কিন্তু এলিজাবেথীয় যুগে জন্মগ্রহণ করলেও নূতনত্বের প্রবর্তক হিসাবে তাকে উত্তর এলিজাবেথীয় অথবা যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা যেতে পারে। এলিজাবেথীয় যুগের অসাধারণ প্রাণপ্রাচুর্য ও কল্পনা শক্তি বিকাশের পর এ যুগ সাধারণ ভাবেই যেন অবসাদগ্রস্ত। কবিকল্পনা যেন অনেক নিচু সুরে বাঁধা। এই যুগের পটভূমিকায় জন ডান অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক।

জন ডান সাধারণভাবে এক নূতন রীতির কবিতার প্রবর্তক, এবং তাঁর প্রবর্তিত ধারা অনুসারী কবিদের Metaphysical Poets বলা হয়। অধ্যাপক গ্রিয়ারসনের মতে যে কবিতা দার্শনিক-মতবাদ-সম্ভূত এবং যাতে মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে ও জীবনের নাট্যমঞ্চে সাধারণভাবে মানুষ যে অভিনয় করে সেই সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু বলা হয়, তাকেই Metaphysical কবিতা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, যেমন Divina Commedia, De Natura Rerum বা গ্যয়টের Faust. কিন্তু ডান ও তাঁর অনুসারীদের রচনার মধ্যে দার্শনিক মতবাদ থাকলেও তা দান্তে বা লুক্রেশিয়াস বা গ্যয়েটের দার্শনিক কবিতার সমগোত্রীয় নয়। গ্রিয়ারসন সাহেবের মতে ডান ও তাঁর অনুসারী কয়েকজন বিশিষ্ট কবিদের (হার্বার্ট, ভন, ক্র্যাশ প্রভৃতি) কবিতা একটি বিশেষ অর্থে দার্শনিক পদবাচ্য—by his deep reflective interest in the experiences of which his poetry is the expression, the new psychological curiosity with which he writes of love and religion. অর্থাৎ

তাঁদের কবিতা বাস্তব জীবনের প্রতি একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত এবং মানবমনের অন্তর্লীলার প্রহেলিকা, মানুষের প্রেম ও ধর্মবোধের মূল উদ্‌ঘাটনের দিকে এঁদের আগ্রহ। সত্যি কথা বলতে কি, Metaphysical কথাটাকে একটা বিশেষ অর্থে গ্রহণ করতে হবে। ডান্ ও তাঁর অনুসারী কবিবৃন্দের কবিতা পড়লে পাঠকের কাছে কতগুলি বিশিষ্টতা ধরা পড়ে: মননশীলতা, মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি, বিদগ্ধ চিত্রকল্প, সূক্ষ্ম গীতিময়তা এবং সর্বোপরি তীব্র আবেগ ও গভীর চিন্তার এক অভূতপূর্ব দুঃসাহসী সমন্বয়। বুদ্ধিদীপ্ত জাগ্রত চেতনার সাহায্যে মানুষের মনের মূল রহস্যের অনুসন্ধানে ডান নিরলস।

এই কবিরা সাধারণ পথ প্রায় পরিহার করে চলেছেন। সহজ, সরল কাব্য প্রকাশের পথ ছেড়ে দিয়ে এঁরা উদ্ভট মৌলিকতা, অসাধারণ উপমা ও চিন্তাধারাকে আশ্রয় করে তাঁদের কাব্যকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। কোথাও মৌলিকতার পেছনে ছুটতে গিয়ে এঁদের কবিতা হয়ে উঠেছে উদ্ভট, অসাধারণ হতে গিয়ে হয়ে উঠেছে দুরূহ। কিন্তু তবুও একথা মানতেই হবে যে ডান্ এবং তাঁর অনুসারী অনেকেই বিশিষ্ট কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁদের কষ্টকল্পিত সাজসজ্জা, ও বিকৃত অঙ্গভঙ্গিকে ভেদ করে তাঁদের প্রতিভার দীপ্তি আজও অম্লান। বুদ্ধির সঙ্গে ভাবজগতের আন্তরিক ও গভীর সংযুক্তিসাধন করে এঁরা নিঃসন্দেহে ইংরাজী কবিতার পরিধি বিস্তৃত করেছিলেন। এঁদের ছন্দের মৌলিকতাও অনস্বীকার্য। পরবর্তী যুগের ব্রাউনিং ও আধুনিক যুগের অনেক কবির উপরেই এঁদের প্রভাব বর্তমান।

ডান্ এক বিত্তশালী ব্যবসায়ী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান লণ্ডন। তিনি প্রধানত বাড়ীতেই এবং কয়েক বৎসর অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজে পড়াশুনা করেন। কোন ডিগ্রী না নিয়েই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেন ও কিছুদিন 'লিকন্‌স্ ইনে' আইন অধ্যয়ন করেন। এরপরে তিনি স্পেন ও ইটালি ভ্রমণে বহির্গত হন। ইংলণ্ডে ফিরে এসে তিনি আর্ল অফ এলসমিয়ারের সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করেন এবং গোপনে ঐ পরিবারের এক দুহিতার পানিগ্রহণ করাতে তাঁর কর্ম্মচ্যুতি হয়। এই সময়ে কিছুদিনের জন্যে তাঁকে কারাগারে থাকতে হয়। অনেক দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্যে দিয়ে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ The Pseudo-Martyr (১৬১০) প্রকাশিত হয় এবং তিনি রাজা

প্রথম জেমসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে রাজার বিশেষ আদেশে তিনি সেণ্ট্ পল্‌সের ডীন্ নিযুক্ত হন। এরপর ডান্ ধর্মযাজক হিসাবে ও কবি হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। শেষজীবনে তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে এবং ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ডান্ যখন প্রথম কবিতা লিখতে সুরু করেন তখন কবি হিসেবে স্পেনসার সুপ্রতিষ্ঠিত ও পেত্রাকার অনুসারী কবিরা সনেট্ প্রকাশ করে চলেছেন পর পর। ডান্ প্রথমেই এঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে কাব্যজগতে অবতীর্ণ হলেন। স্পেনসার ও তাঁর অনুসারী কবিদের বাঁধাধরা নিয়ম ও বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে আপত্তি জ্ঞাপন করলেন। তাঁদের মধুর ও সুললিত কাব্য-প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করে এক নতুন পথ ধরলেন। অমিত্রাক্ষরের দুঃসাহসিকতা পদ্যছন্দের মধ্যে আমদানী করলেন।

দেখা গেল স্বাভাবিকভাবেই তিনি সুললিত ও সুবিন্যস্ত কাব্যপদের বিরোধী। কবিতা-পাঠককে যেন চমক লাগিয়ে জাগিয়ে তোলাই হল তাঁর প্রধান কাজ।

ডান্ ছিলেন সুপণ্ডিত। প্রাচীন গ্রীক্ ও ল্যাটিন সাহিত্যে তাঁর অধিকার ছিল। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যের বাঁধাধরা ছক-মেলানো কোনও কিছুকেই তিনি স্বীকার করলেন না। তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত হলো সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণে ও উদ্ভট ও অলৌকিক কথাবার্ত্তার সংমিশ্রণকে কাব্য পদবাচ্য করবার দিকে। passion, feeling ও sensuality সব কিছুকেই তিনি wit-এর জারকরসে জারিয়ে তুললেন। অবশ্য এতে মৌলিকতার সৃষ্টি হলেও এর উদ্ভটতা ও আতিশয্য অনেকের কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠলো। তিনি মশকের ওপর একটি কবিতা লিখেছেন। এই মশকটি কবি ও কবিপ্রিয়াকে পর পর দংশন করে নিজের দেহে তাঁদের দুজনের রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তাঁদের প্রেমের মিলনমন্দির রচনা করেছে। অতএব সে অবধ্য। আরও একটি কবিতায় তিনি বিযুক্ত প্রেমিকযুগলকে একটি কম্পাস-এর দুটি কাঁটার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

যদিও এসবকে আপাতদৃষ্টিতে হাস্যকর মনে হওয়াই স্বাভাবিক, তবুও এসবকে ছাড়িয়ে ডান্ সত্যিকারের কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন তাঁর

কবিতায়। তাঁর কবিতার মধ্যে থেকে কতগুলি startling, jarring, arresting pharse-এর বিক্ষিপ্ত নমুনা তুলে দিয়েছেন গ্রীয়ারসন্ :

(1) For God's sake hold your tongue and let me love.

(2) Who ever comes to shroud me do not harm
Nor question much.
That subtle wreath of hair, which crowns may arm.

(3) I long to talk with some old lover's ghost
Who died before the God of love was born.

(4) And whilst our souls negotiate there
We like sepulchral statues lay ;
All day the same our postures were
And we said nothing all the day.

(5) I wonder, by my troth, what thou, and I
Did, till we lov'd ?

এর যে কোনও একটি কবিতা পুরোপুরি পড়লে ডান্-এর অসাধারণ কাব্য-শক্তির স্বরূপ জানা যেতে পারবে। বুদ্ধিকে ও বিশ্লেষণ-শক্তিকে কল্পনার অধিপত্য বিস্তার করবার সুযোগ দিয়েও এক নতুন বাক্‌নির্মিতির সূচনা করে ডান্ নিঃসন্দেহে আধুনিক যুগের অগ্রদূত। সত্যিই "he refined thought".

ডানের জীবৎকালে চারটি মাত্র কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে দুটো হচ্ছে তাঁর বিখ্যাত শোককবিতা (Elegy) : An Anatomy of the World (The First Anniversary) এবং Of the Progress of the Soul (The Second Anniversary)। Sir Robert Drury-র কন্যা এলিজাবেথের মৃত্যু উপলক্ষ্যে কবিতা দুটি রচিত। সব থেকে কৌতুকের কথা এই যে ডান্ কোন দিন এই মেয়েটিকে দেখেন নি।

ডানের গদ্যে তাঁর কবিতার প্রায় সব গুণই বর্তমান : সূক্ষ্ম যুক্তি, শক্তিশালী অথচ উদ্ভট চিত্রকল্প, তীব্র আবেগ এবং রচনাশৈলীর আশ্চর্য এক

সঙ্গীত। তার গদ্যগ্রন্থের মধ্যে Paradoxes and Problems (প্রথম জীবনের প্রবন্ধ সমূহ, ১৬৫২-তে সংকলিত), Ignatius his Conclave (1611), Essays in Divinity প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ডান্ ও তার অনুসারী কবিদল ছিলেন আসলে রাজসভা-কবি। তবুও তাঁর অনুসারী কবিদের দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম দলভুক্ত ছিলেন তাঁরা যাদের মধ্যে পিউরিটান মনোবৃত্তি ছিল প্রবল। এবং দ্বিতীয় দলে ছিলেন তারা যাদের মধ্যে একটা আনন্দোচ্ছল যৌবনমত্ত জীবন তৃষ্ণা প্রকট। কবিতা রচনার ভঙ্গি ও বাক-চাতুর্যে এই দুই দলই মোটামুটি ভাবে একই পন্থায় বিচরণ করতেন।

জর্জ হার্বার্ট (1593-1633) -সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। প্রথম জীবনে রাজা প্রথম জেমসের সভায় এঁর যাতায়াত ছিল। সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি ধর্মযাজকের জীবন গ্রহণ করেন। তার ধর্মমত ছিল অ্যাংলিকান প্রটেস্টান্ট।

তাঁর ধর্মবোধ ছিল প্রবল এবং তাঁর বেশীর ভাগ কবিতাই ধর্মমূলক। তাঁর কয়েকটি কবিতা নিঃসন্দেহে অতি উচ্চ-শ্রেণীর। Cazzamian তাঁকে বলেছেন, "the saint of the metaphysical school"। তার কবিতা গীতধর্মী এবং তিনি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রকাশ করবার জন্য বিশিষ্ট রূপ-কল্পের সহযোগিতা গ্রহণ করেন। মাঝে মাঝে তাঁর কবিতা এত সূক্ষ্ম ভাব ধারণ করে যে তার মর্ম উদ্ঘাটন করা দুরূহ।

তাঁর একটি বিশেষভাবে আদৃত কবিতা "The Collar' এর কিছু অংশ তুলে দেওয়া হলো:

I struck the board, and cry'd, No more.
　　I will abroad.
What ? Shall I ever sigh and pine
My lines and life are free ; free as the rode,
Loose as the winde, as long as store
Shall I be still in suit ?
Have I no harvest but a thorn
To let me blond, and not restore

What I have lost with cordiall fruit ?
Sure there was wine
Before my sighs did drie it : there was corn
Before my tears did drown it.

রিচার্ড ক্রাশ (১৬১২-১৬৪৯) বয়সে হার্বার্টের থেকে কুড়ি বছরের ছোট ছিলেন। অ্যাংলিক্যান বংশে জন্মগ্রহণ করলেও তেত্রিশ বৎসর বয়সে রোমান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হন এবং তাঁর শেষ জীবন কাটে রোমে। তিনি ল্যাটিন ও স্প্যানিশ ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পরিণত কবিতাও সাধারণ ভাবে ধর্মমূলক এবং তিনি মূলতঃ হার্বার্টের চিন্তা ও বাচন-অনুসারী।

হেনরী ভন্ (Henry Vaughan ১৬২২-১৬৯৫) ছিলেন একজন মিষ্টিক, এবং কবি হিসাবে হার্বার্টের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত। মিষ্টিক হলেও ভনের কবিতা সুললিত ও প্রায়ই দুরূহতা-বর্জিত। একজন সমালোচকের ভাষায়—"Vaughan has a hermit's soul।"

এছাড়া আরও কয়েকজন কবির নাম করা যেতে পারে যাদের সাধারণ ভাবে মেটাফিজিক্যাল কবি বলা হয়। Andrew Mervell (1621-1678) ; Abraham Cowley (1618-67) ; ও Thomas Carew, (1598-1639)

মিলটন (১৬০৮—৭৪)

মিলটনের সাহিত্যের ভূমিকা হিসেবে তাঁর জীবনীকে জানা প্রয়োজন। কারণ তাঁর কবিতা ও জীবন অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে যুক্ত। 'He lived his books and wrote himself into them.' (Concise Cambridge History)। তাঁর কাল ছিল ঘটনাবহুল, এবং তিনি নিজেকে সেই কালের একজন ঘনিষ্ঠ অংশীদার করে দিয়েছিলেন।

লণ্ডনে মিলটনের জন্ম। তাঁর বাবার বিশেষ দখল ছিল সঙ্গীতে। বালক মিলটন ছিলেন অত্যন্ত পাঠপ্রবণ। সেণ্ট পল্‌স্ স্কুল এবং কেম্ব্রিজের ক্রাইষ্ট্‌স্ কলেজে তাঁর শিক্ষা হয়। দৈহিক সৌন্দর্যের জন্য কলেজে তাঁর নাম হয়ে গিয়েছিল "the lady of Christ's", কিন্তু দুর্বল বা কোমল ছিলেন না মিলটন। তার পরিচয় ঐ কলেজেই পাওয়া গিয়েছিল—কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষের মধ্যে। ছোট বেলা থেকেই তিনি ছিলেন যে কোনো স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে খড়গ হস্ত। সাধারণ লোকের কাছ থেকেও তাঁর প্রত্যাশা ছিল বরাবরই খুব বেশী! তাঁর চরিত্র ছিল দৃঢ়, আন্তরিক ও গভীর আবেগসম্পন্ন। মানুষের দুর্বলতাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। অতিরিক্ত গ্রন্থাবদ্ধ থাকবার ফলেই কিনা কে জানে, তিনি মানুষের মনকে বইয়ের মধ্যে যতটা দেখেছিলেন, মাটির মধ্যে ততটা দেখেন নি।

তিনি ইটালী গিয়েছিলেন বেড়াতে। সেখানে প্রায়-রূপকথার-লোক বৃদ্ধ অন্ধ গ্যালিলিওর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু এই সময় তাঁর মনে হয় যে যখন তাঁর নিজের দেশের লোক স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে, তখন এই ভ্রমণ-বিলাস অযৌক্তিক। তিনি দেশে ফিরে আসেন। রাজ-সরকারে গীর্জার আধিপত্যের বিরুদ্ধে তাঁর সক্রিয় মত জানান। এই সময় তিনি লেখেন—Of R .mation touching Church Discipline in England (১৬৪১)।

১৬৪৩-এ, প্রায় তাঁর অর্ধেক বয়সের সতেরো বছরের মেয়ে মেরী পাওয়েলকে বিবাহ করেন। এই বিবাহ খুব সুখের হয় নি। কিছু দিনের জন্য মেরী পিত্রালয়ে গিয়েও থাকেন।

বছর দুই বাদে মিলটন তাঁর স্ত্রী মেরীকে নিয়ে আসেন। শুধু তাই নয়, সনটা ১৬৪৫ হওয়ায় রাজতন্ত্রীদের ছিল সেটা দুর্দিন এবং মিলটন মেরীর রাজতন্ত্রী পরিবারের দায়িত্বও গ্রহণ করেন। তিনটি সন্তান হওয়ার পর ১৬৫২-তে চতুর্থ সন্তানের জন্মকালে মেরীর মৃত্যু হয়। ১৬৪৯-এ রাজার দণ্ডের পর মিলটন নতুন সরকারের অধীনে ল্যাটিন সেক্রেটারীর কাজ করেন। দীর্ঘ কঠিন পরিশ্রমের ফলে ১৬৫২-তে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান। তারপর তিনি অবশ্য সহকারীর মাধ্যমে কাজ করেছেন। ১৬৫৬-তে ক্যাথারিন উড্‌ককে বিবাহ করেন। দু'বছর পরে ক্যাথারিনেরও সন্তান-জন্মের সময়

মৃত্যু হয়, এবং একটি সুন্দর সনেটের তিনি "late esposed saint"। রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে মিলটনকে কিছু দুর্ব্যবহারও সহ্য করতে হয় এই সময়, তাঁর সম্পত্তির বৃহৎ অংশ তাঁকে হারাতে হয়। ১৬৬২-তে মিলটনের তৃতীয় বিবাহ—এলিজাবেথ মিনশালের সঙ্গে। ইনি মিলটনের মৃত্যুর পরে প্রায় পঞ্চাশ বছর জীবিত ছিলেন। মিলটনের পৈতৃক বাড়ী অগ্নিদগ্ধ হয়।

অনমনীয় নমনয়পরায়ণতা এবং অতুলনীয় ভাষার জন্য মিলটনের জনাপ্রিয়তা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যের মহত্তম প্রতিনিধিদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

ষোলো থেকে একুশ বছরের মধ্যে তিনি অনেকগুলি ল্যাটিন কবিতা লিখেছিলেন: Elegia Prima, Elegia Secunda, Elegia Tertia ইত্যাদি। এ ছাড়া তিনি ল্যাটিন গদ্যও রচনা করেছিলেন।

ইংরেজীতে লেখা প্রথম কবিতা একটি ওড্ (ode)—On the Morning of Christ's Nativity। সনেটের পুনরুজ্জীবনও তিনি ঘটান। মনের দিক থেকে যদিও সেক্সপীয়রের সঙ্গে তার দুস্তর ব্যবধান, কিন্তু একটি সনেটে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মিলটন:

Dear son of memory, great heir of Fame,
What need'st thou such weak witnes of thy name?
Thou in our wonder and astonishment
Hast built thy self a live-long Monument.

And so Sepulcher'd in such pomp dost lie,
That Kings for such a Tomb would wish to die.

ব্যক্তিক স্পর্শে সমৃদ্ধ সুন্দর কবিতাও তাঁর রয়েছে:

Came vested all in white, pure as her mind:
Her face was veiled, yet to my fancied sight
Love, sweetness, goodness, in her person shined
So clear, as in no face with more delight.

But O, as to embrace me she inclined,
I waked, she fled, and day brought back my night

এর পর তিনি লেখেন L'allegro, Arcades, Comus, Il Penseroso প্রভৃতি। L'allegro এবং Il Penseroso-তে যেন কবির ব্যক্তিজীবনের প্রতিফলন। পাঠপ্রবণ চিন্তাশীল মিলটন প্রথমটিতে লঘু ও দ্বিতীয়টিতে গম্ভীর মেজাজে ধরা দিয়েছেন। মিলটন এর আগে এবং পরে octosyllabic couplet ব্যবহার করেছেন, কিন্তু এই দুটি কবিতায় ঐ রীতির চূড়ান্ত সিদ্ধি বলে মনে করা হয়।

তাঁর Lycidas এর রচনাকাল ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দ (প্রকাশ, ১৬৩৮)। এ কবিতায় কবির আপন মনের দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে। এ কবিতাটি তাঁর প্রথম পর্যায়ের সর্বশেষ কবিতারূপে গৃহীত। এ কবিতার কাঠামো প্রাচীন রীতির অনুযায়ী। Lycidas এর দু'শ লাইন ইংরাজী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসাবে পরিগণিত। এর কাহিনীতে বন্ধু Edward King-এর হৃদয়কে অনুসন্ধান না করে মিলটনের মানসিকতাকে অনুসরণ করলেই কবিতাটির প্রতি সুবিচার করা হবে। Lycidas একটি শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী কাব্যসৃষ্টি হিসাবে গৌরবের দাবী রাখে। এ কবিতাটি মিলটনের পরিণত কবিকৃতির সাক্ষ্য বহন করে। জনসন অবশ্য একে নিন্দা করেছিলেন 'artificial' বলে। কিন্তু পরবর্তী কালের সমালোচকরা অনেকে এ মত মানেন না।

এর পর সেই কুড়ি বছর, যাকে অনেকে মনে করেন—"Milton's lost years"। রাজনীতির আবর্তে এই সময়টা কেটেছে মিলটনের, কদাচিৎ দু' একটি সনেট তাঁর সেই কর্মমুখরতাকে দীর্ণ করে ফুটে উঠেছে। সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সেই সম্পর্কে মত প্রকাশেই তাঁর এই সময়ের সাহিত্য-কর্ম সীমাবদ্ধ।

স্ত্রীর সঙ্গে তার বিরোধের কাল ১৬৪২ বা ১৬৪৩। ফলে দ্রুত ক্রমে প্রকাশিত হয় The Doctrine and Discipline of Divorce (১৬৪৩), The Judgement of Martin Bucer concerning Divorce (১৬৪৩), Tetrachordon (১৬৪৫) এবং Colasterion (১৬৩৫), প্রথম লেখাটির একটি সমালোচনার জবাব। প্রথম লেখাটিতে বিবাহ ও বিচ্ছেদ সম্বন্ধে

তাঁর ব্যক্তিগত মত, এবং তৃতীয়টিতে বিবাহ-সম্পর্ককে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা আছে।

এই সময়ের অন্য রচনা On Education (১৬৪৪) এবং Areopagitica (১৬৪৪)। দ্বিতীয় রচনাটি মুদ্রিত গ্রন্থ ও পত্রের উপরে থেকে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহারের দাবীতে লিখিত। মিলটনের গদ্য লেখাগুলির মধ্যে অ্যারিও-প্যাজিটিকা-কে শ্রেষ্ঠ বলা চলে। গোটা লেখাটিই একটি দীর্ঘ আবেগময় ভাষণ—বিধান-সংসদের সদস্যদের লক্ষ্য করে লিখিত। মিলটন এখানে হয়তো গ্রীক মনীষী আইসোক্র্যাটিস্-এর অনুরূপ উদাহরণ অনুসরণ করেছিলেন। নামটিতেও গ্রীক অনুসরণ আছে। অ্যারিওপ্যাগাস্ একটি পর্বতের নাম। প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্রীয় প্রধানরা (এঁরা প্রধান বিচারালয়ের বিচারকও বটেন) তাঁদের অধিবেশন বসাতেন এই পর্বতে। এই কারণে গ্রীক বিধান-সংসদেরই নাম হয়েছিল অ্যারিওপ্যাগাস্। মিলটন ইংলণ্ডের বিধান-সংসদকে যে আবেদন জানালেন তারও নাম দিলেন অ্যারিও-প্যাজিটিকা।

মিলটন বলেছেন যে তাঁর গদ্য প্রায় বাঁ হাতে লেখা। সমালোচকরা অনেকেই এ কথা পুরো মানেন নি। এতে আন্তরিকতা ও আবেগের অভাব নেই। কোন একজন সমালোচক পরিহাস করে বলেছেন যে এ যদি বাঁ হাতের লেখা হয়, তবে সেটি একটি অসাধারণ বাঁ হাত।

এই সাময়িক রাজনীতির বিতর্কমূলক গদ্য-প্রবন্ধ রচনার প্রায় কুড়ি বৎসর কালকে অনেকে বলেছে 'lost years'। কি ইদানীং সমালোচকরা ভিন্ন ভাবেও এই কালকে ব্যাখ্যা করছেন : 'If my reading of the state of his mind in 1640 is in any degree correct, the prose must be regarded not as a mere digression but as a natural and indeed inevitable consequence of his inability at that time to fulfil the poet's function as he saw it.' (A. E. Barker, Milton and the Puritan Dilemma).

বাংলা ভাষায় অ্যারিওপ্যাজিটিকা সম্বন্ধে একটি ভাল প্রবন্ধ আছে। অধ্যাপক শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এটির লেখক (সমকালীন, আশ্বিন, ১৩৬৭)। এই প্রবন্ধের উপসংহারের কিছু অংশ এখানে উদ্ধার করা অপ্রাসঙ্গিক

হবে না। (গ্রীক উচ্চারণ—আরিওপাগিটিকা। ইংরাজী উচ্চারণ, অ্যারিও-প্যাজিটিকা।)

'মিলটনের পরিণত বয়সে লিখিত কাব্য নাটকের ফলশ্রুতির মধ্যে আমরা যে চিত্তসমুন্নতি ও চিত্তবিস্ফার দেখিতে পাই অ্যারিওপ্যাগিটিকা পাঠের ফলশ্রুতির ভিতরে ঠিক সমপরিমাণ-প্রকৃতির না হইলেও সমজাতীয় সমুন্নতি ও বিস্ফার লক্ষ্য করিতে পারি। অ্যারিওপ্যাগিটিকার পাঠে আমরা চিত্তে কতগুলি মহৎ প্রেরণার উদ্বোধও লক্ষ্য করিতে পারি। কিন্তু মিলটন তাঁহার সুরের এই মহত্ত্ব এবং গাম্ভীর্য তাঁহার মহাকাব্যে যেরূপ সর্বত্র সমানভাবে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, গদ্য-লেখার মধ্যে তাহা পারেন নাই ; বরঞ্চ মহৎ কল্পনা ও ভাবের পাশাপাশি বিদ্বেষের বিষোদ্গীরণ ও সঙ্কীর্ণচেতনার লঘুতা স্থানে স্থানে পীড়াদায়করূপে দেখা দিয়াছে। পুরোহিত-তন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐ সময়ের চিন্তানায়কগণের মধ্যে অনেকেই দৃঢ় মত পোষণ করিতেন ; কিন্তু অ্যারিও-প্যাগিটিকার ভিতরে এ বিষয়ে স্থানে স্থানে যে ঘৃণা বিদ্বেষ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা লেখকের ভাব ও ভঙ্গি উভয়কেই মাঝে মাঝে লঘু করিয়া দিয়াছে। মিলটনের বিরূপতা যে-সব বিদ্রূপের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে সেখানকার স্থূলতা একজন সাধারণ পাঠক মিলটনের নিকট হইতে আশা করেন না।

প্রাচীনোল্লেখ (allusion) মিলটনের লেখায় এমনভাবে ছড়াইয়া আছে যে এক দিক হইতে ইহা মিলটনের মননশীলতার সহিত পাণ্ডিত্যের পরিচিতি, এ-বিষয়ে তাঁহার চয়ননৈপুণ্য এবং প্রয়োগকৌশল দর্শনে বিস্ময়ান্বিত শ্রদ্ধা উদ্রেক করে, কিন্তু অন্য দিকে আবার ইহার বহুলতা এবং দুরূহতা পদে পদে ব্যাসকূটের সৃষ্টি করিয়া পাঠের প্রতি চেষ্টা বিপর্যস্ত করিয়া দেয়—অর্থবোধের ভিতর হইতে আস্বাদনের মাধুর্যটুকু হরণ করিয়া লয়।

'অ্যারিওপ্যাগিটিকার রচনাশৈলীর দিক হইতে একটি মুখ্য দোষ হইল মিলটনের গদ্য-লেখার দুর্বোধ্যতা। অর্থের ক্রমাবগাহী সূক্ষ্মতা এবং চারুতাই যে সর্বক্ষেত্রে এই দুর্বোধ্যতার কারণ তাহা নহে, ইহার কারণ মিলটনের ব্যবহৃত গদ্য রীতিরই একটা মৌলিক দোষ। তাঁহার বাক্যবিন্যাস-রীতি অনেক সময়ই অকারণ দীর্ঘায়িত, এবং খানিকটা বিপর্যস্ত, তাহা ছাড়া একটি দীর্ঘবাক্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যাংশগুলি সর্বদা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বা

স্পষ্টভাবে অন্বিত নহে, ফলে স্পষ্ট অন্বয় ব্যতিরেকে প্রসঙ্গের বন্ধনের দ্বারাই অর্থের সামঞ্জস্য সন্ধান করিতে হয়। স্পষ্ট অন্বয়ের অভাবই মিলটনের গদ্যে মাঝে মাঝে একটা আড়ষ্টতা আনিয়া দিয়াছে। অবশ্য মিলটনের গদ্য যে সপ্তদশ শতকের গদ্য—এ তথ্যটি আমাদের সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে, বক্তব্যের উচ্চগ্রাম এবং ব্যাপকতাও যে প্রকাশভঙ্গিকে খানিকটা কঠিন করিয়া তুলিয়াছে তাহাও স্বীকার করিতে হইবে।'

এ ছাড়াও মিলটনের গদ্য রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য History of Britain, History of Moscovia এবং De Doctrina Christiana

তার কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে শেষ পর্বে। Paradise Lost তার সবচেয়ে বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। শয়তানের প্রলোভনে আদি-মানব আদমের পতন হয়েছিল এবং তিনি স্বর্গের করুণালাভে বঞ্চিত হয়েছিলেন—এই কাহিনী তার এই কাব্যগ্রন্থের বিষয়। আদমের জীবনকথা হয়েও এ কাব্যে সকল মানবের মর্মকথা ধ্বনিত। নরক, শয়তান ইত্যাদি সম্পর্কে যার যে মতই থাক, এ কাব্যের মর্মগত সত্য চিরন্তন। The temptations of man, his conflicts with evil, his aspiration, his failures, and his repentances—these abide, whatever the current fashion of theology may be. The life of everyman is the story of Paradise lost and sought. (C. C. H.)

Paradise Regained-এ বর্ণিত হয়েছে যীশুর অনুগ্রহে মানুষ কী করে প্রলোভনকে জয় করে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তার কথা। এর কাব্যমূল্য প্যারাডাইস লস্ট্-এর থেকে ঈষৎ ন্যূন। প্যারাডাইস লস্ট্-এর প্রথম দুটি স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করবার মত স্থান এ গ্রন্থে নেই। কিন্তু প্যারাডাইস রিগেনড্ কাব্য হিসেবে নিকৃষ্ট নয়।

গ্রীকরীতি অনুযায়ী লিখিত ট্রাজেডি Samson Agonistes ইস্রায়েলের শক্তিমান মানুষ স্যামসনের সংগ্রাম ও দুঃখকর ব্যর্থতার কাহিনী। স্যামসনের মধ্যে মিলটন স্বয়ং অনেকখানি মিশে আছেন।

Now blind, disheartened, shamed, dishonoured, quelled,
To what can I be useful? Wherein serve
My nation, and the work from Heaven imposed!

এই বেদনা শুধু শ্যামসনের নয়, মিলটনেরও। অন্ধত্ব, রাজনৈতিক বিপক্ষদলের বিজয়, ক্রমিক শক্তিহীনতা, অভঙ্গ অদম্য দৃঢ়তা—এ সবই উভয়ের। এ ছাড়াও সূক্ষ্ম ইঙ্গিতময় কতগুলি অংশেও এই সাদৃশ্য পরোক্ষে আছে। ডালিলার ক্ষেত্রে নারী-মাধুর্য সম্পর্কে বোধ এবং আস্থাহীন বিদ্রোহ—এই দুইই আছে শ্যামসনে, এবং মিলটনে। Harapha-র সঙ্গে কলহ-কালে মিলটনও হয়তো বলতে পারতেন—হয়তো বলেছেনও কাউকে-'overcrowing malignant'।

মিলটন সম্পর্কে এলিয়টের দুটি প্রবন্ধ আছে। প্রথমটিতে মিলটনের ভাষাকে তিনি বলেছেন 'artificial' ও 'conventional' এবং এতে 'sense of particularity'-র অভাব আছে। দ্বিতীয়টিতে মিলটনের প্রতিভার একক বিশিষ্টতার উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

মিলটন সম্পর্কে আলোচনার ছেদ টানা যায় বোধ হয় এই কথা বলে, 'Great variety he has not : neither has he the Shakespearean suppleness. Although he is never unnatural, nature is never the first thing that suggests itself in him ; and, though he is never ungraceful, yet grace is too delicate a thing to be attributed to his work, at least after Comus. His subjects may attract or repel , his temper may be repellent and can hardly be very attractive, though it may have its admirers ; but in sublimity of thought and majesty of expression, both sustained at almost superhuman pitch, he has no superior and no rival in English (C. C. H.)

উনবিংশ শতকের বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে যেমন শেক্‌স্‌পীয়রের প্রভাব সর্বাতিশয়ী, তেমনি মাইকেল-প্রবর্তিত মহাকাব্যের ধারায় প্রধান প্রভাব মিলটনের। 'মেঘনাদ বধে'-র গঠন ও ভাষা মিলটনকে স্মরণ করায়। হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রে অবশ্য এ প্রভাব অনেক শিথিল।

গদ্য

সাধারণভাবে বলতে গেলে এ যুগের গদ্যে গাম্ভীর্য ও রাজকীয় আড়ম্বর বেশী। এই বিশেষ শৈলী অবশ্য তার উচ্চ সাফল্য এ যুগে পেয়েছে। সাধারণ লোকের বাকরীতি থেকে এর স্বাতন্ত্র্য যথেষ্ট। মিলটন ছাড়াও কয়েকজন গদ্যলেখকের নাম উল্লেখযোগ্য।

ধর্মযাজক জেরেমি টেলরের (১৬১৩-৬৭) গ্রন্থ: A Discourse of the Liberty of Prophesying, Ductor Dubitantium,' The Golden Grove, The Rule and Exercises of Holy Living, Holy Dying, The Worthy Communicant ইত্যাদি। টেলরের গদ্য মিলটনের তুলনায় অনেক আধুনিক ও সহজ।

চিকিৎসক টমাস ব্রাউনের (১৬০৫-৮২) বই: Religio Medici, Vulgar Errors, Certain Miscellany Tracts, A Letter to a Friend, Upon occasion of the Death of his intimate Friend, Christian Morals, Urn Burial ইত্যাদি।

আইজাক ওয়ালটনের (১৫৯৩—১৬৮৩) The Compleat Angler মাছ ধরার গল্প। ভাষা ও কাহিনীপ্রবাহ অবাধ, চরিত্রগুলি অত্যন্ত সজীব। এ আনন্দময় মানুষের সুন্দর কাহিনী। Lives—ডান, জর্জ হার্বার্ট প্রভৃতির জীবনচরিতের সংকলন।

এ কালের গদ্যলেখকদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় নাম John Bunyan (১৬২৮-৮৮)। তাঁর শিক্ষা ছিল অত্যন্ত সামান্য। ষোলো বছর বয়সে তিনি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন। এ কাজ ছাড়ার পর অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তিনি বাইবেল অধ্যয়ন করেন। তাঁর প্রথম বই Some Gospel Truths opened; তার পরে লেখেন A Few Sighs from Hell; দুটি লেখাই ধর্মবিতর্কমূলক। এর পর ধর্মপ্রচারের অপরাধেই তাঁর বারো বৎসর জেল হয়। এর প্রথম ছয় বছরে তিনি নয়খানি বই লেখেন, যার শেষটি হচ্ছে Grace Abounding to the Chief of Sinners। স্বীয় ধর্মীয় অভিজ্ঞতার অন্তরঙ্গতায় বইটি বিশিষ্ট। এ ছাড়াও তিনি লিখেছেন The Holy War, যা মেকলে কর্তৃক উচ্চ-প্রশংসিত, এবং The Life and Death of Mr. Badman। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বই The Pilgrim's

Progress; এর অনেকখানিই তিনি লিখেছেন কারাগারে বসে। প্রথম অংশ বেরোয় ১৬৭৮-এ এবং দ্বিতীয়াংশ ১৬৮৪-তে। এই **Pilgrim** বা তীর্থযাত্রীর যাত্রা 'from this world to that which is to come'। মানুষই এই তীর্থযাত্রী। চরম অমৃতের পথে তার যাত্রা, পথে আছে নানা বাধা, নানা সুবিধা-অসুবিধা। খৃষ্টান সমাজ এ বইকে প্রায় বাইবেলের পরেই মর্যাদা দিয়েছে, এবং অন্যধর্মীদের কাছেও এ বই সমান আদরণীয় হবে। এমন কি আধুনিক কালের পাঠকদের কাছেও এর আবেদন বিনষ্ট হবার নয়। **Bunyan**-এর ভাষা পাণ্ডিত্য থেকে অনেক মুক্ত, লোক-বাক্‌রীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, সহজ এবং অন্তরঙ্গ। ছোটদেরও এ বই পড়তে এবং পড়ে কিছুটা আনন্দ পেতে অসুবিধা হবে না। যাত্রাপথের বিবরণের মধ্যে কতগুলো স্ফুট-অস্ফুট কাহিনী আছে, সেগুলির মধ্যে উপন্যাসের উপাদান লক্ষণীয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রেস্টোরেশন যুগ

(ড্রাইডেন যুগ)

১৬৬০ ১ ০০

দ্বিতীয় চার্লসকে অবলম্বন করে ইংলণ্ডে আবার রাজতন্ত্র ফিরে এল। দেশের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রশমিত হোলো। পিউরিটান জীবনাদর্শ ছিল অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ, কঠোর ছিল তার শাসন, পার্থিব ভোগজীবনকে সে-আদর্শ এত সীমিত করে ফেলেছিল যে সে-শৃঙ্খল ভেঙ্গে পড়তে অবাধ আনন্দের একটা প্রবল প্রবাহ বয়ে গেল ইংলণ্ডের সমাজের ওপর দিয়ে। তার মধ্যেও অবশ্য উলটো দিকের আতিশয্য এসে পড়ল। কিন্তু অবদমনের নিগড় থেকে মুক্তিও তারা পেল। নাট্যগৃহ আবার প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠল, ভাল মন্দ নানা আমোদ-প্রমোদ যেন পিউরিটান যুগের বঞ্চনার প্রতিশোধ নেবার জন্য মেতে উঠল। এ কাল সব বিধি-নিষেধকে যেন ভাঙতে চাইল। এলিজাবেথীয় কালে জীবনের সার্বিক উদবোধনের প্রয়াস, আর রেস্টোরেশন যুগে জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অপব্যয়ে নির্মূল করার চেষ্টা।

এ কালের যুগমানস স্বাভাবিকভাবে ফরাসী প্রভাবকে আত্মস্থ করল। এ প্রভাব-আত্মসাতের ব্যাপারটি একেবারে আকস্মিক নয়। সপ্তদশ শতকের চতুর্থ দশক থেকেই দুই দেশের মধ্যেকার যোগাযোগ এবং আদান-প্রদানের ব্যাপারগুলি এ প্রভাবের ক্ষেত্রকে ক্রমশ প্রস্তুত করছিল। সেই প্রস্তুত ক্ষেত্রে এবার প্রভাবের ফসলগুলি অঙ্কুরিত হল। এ প্রভাব ক্রমশ রাজদরবারে, বিলাসপ্রবণ পরিবারে, অভিজাত মানুষের জীবনযাত্রায়, জীবনের রীতিনিয়মে, মানুষের ভাষায় এবং সাহিত্য-চিন্তায় প্রভাবিত হল।

বিলাস ও ইন্দ্রিয়-চালিত জীবন-যাত্রার দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক সত্ত্বেও এ যুগ পার্থিব সত্যতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার যুগ, যুক্তিমুখিনতার যুগ।

এ কালের জীবনে, দর্শনে যুক্তির প্রসার লক্ষণীয়। **Thomas Hobbs** তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্তগুলিকে নির্ভীকভাবে প্রকাশিত করেছেন। রেনেসাঁস

ও রেষ্টোরেশন—এ দু-যুগের সন্ধিস্থলে Hobbs-এর (১৫৮৮–১৬৭৮) অবস্থান। তাঁর সিদ্ধান্তগুলির সবই প্রায় ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। রেনেসাঁসের মূল প্রবণতাগুলিকে তিনি বৈজ্ঞানিকভাবে দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি সমস্ত জাগতিক ব্যাপারকে একটি পরিবর্তনের ধারার মধ্যে লক্ষ্য করেছেন। তিনি বলেন আমাদের চিন্তা বস্তুজগতের বিবর্তনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত।

John Locke (১৬৩২-১৭০৪)-এর An Essay Concerning Human Understanding (১৬৯০) এ যুগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় Royal Society. এই সোসাইটি বিজ্ঞানচর্চাকে সংগঠিত করবার চেষ্টা করে, এবং ভাষার ক্ষেত্রে সরল গদ্য প্রবর্তনের সহায়তা করে। সদস্যদের কাছে নির্দেশ ছিল, তাঁদের ভাষা যেন হয়, Close ও naked ; Natural way of speaking এবং Mathematical plainness তাঁদের আদর্শ। Dryden, Evelyn, Lowley, Pepys প্রমুখ সাহিত্যিকদের মনও যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার মধ্যে লালিত হয়েছে। ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে নিউটন সাদা আলোর উপাদান সম্পর্কিত আবিষ্কার বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে নিউটনের স্থান নেই। তাঁর সব রচনাই ল্যাটিনে লিখিত ; কিন্তু যুক্তির যে মুক্তিপ্রবাহধারা এ সময়ে সাহিত্যে প্রবাহিত হয়েছিল তার আলোচনায় নিউটনের নাম স্মরণীয়। স্যাটায়ার ও কমেডির মত ইতিহাস রচনার কাল হিসাবেও রেষ্টোরেশনের কাল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কারের প্রয়াস এ যুগে বিশেষভাবে এসেছিল। Clarendon, Burnet এ কালের ঐতিহাসিকদের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ।

এ যুগের অন্তরঙ্গ স্মৃতিকথা রচয়িতাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন, John Evelyn (১৬২০-১৭০৬) ও Samuel Pepys (১৬৩৩-১৭০৩) Sir Johu Reresley-র স্মৃতিকথা, Lady Warwickএর দিনপঞ্জী, Lady Fanshaweএর স্মৃতিকথাও উল্লেখযোগ্য। আপন মনোজীবনের এমন আন্তরিক চিত্র এর পূর্বে আর লিখিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। এসব রচনার ভাষাও স্বতঃস্ফূর্ত। তার গঠন অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য অসংলগ্ন। কিন্তু এ অসংলগ্নতা হয়তো তার উচ্ছ্বসিত প্রাণধর্মেরই চিহ্ন।

কাব্য : বাটলার ও ড্রাইডেন

Samuel Butler (১৬১২-৮০) তাঁর একটি ব্যঙ্গ-কাব্যগ্রন্থের জন্য বিখ্যাত। এ বইয়ের নাম Hudibras. পিউরিটানদের ব্যঙ্গ করাই ছিল এ বইয়ের উদ্দেশ্য।

পিউরিটানদের দুটি শাখা ছিল—প্রেসবিটেরিয়ার ও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট। স্যার হুডিব্রাস ও তাঁর অনুচর রালফো এই দুটি শাখার প্রতিনিধি। এক পিউরিটান মতের লোক হয়েও তাদের পরস্পরের মধ্যে বিতর্ক কম নয়। উভয়েই আবার স্বাভাবিক আমোদ আনন্দময় জীবনের ঘোরতর বিরোধী। উভয়ে লোকজনকে 'উন্নত' জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত করবার জন্য উন্মুখ। তাদের মনেও আবার আছে ভণ্ডামি এবং গোপন লোভ। এই মানুষ দুটিকে নিয়ে, তথা পিউরিটান মনো-ভঙ্গিকে ঠাট্টা করাই বাটলারের উদ্দেশ্য। এমন কি কোন কোন সময় এও মনে হতে পারে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি-পূর্ণ সকল মনুষ্যই হয়তো তাঁর লক্ষ্য। এই ত্রুটির কষাঘাত—তীক্ষ্ণ ও তীব্র ; এবং তাতে শ্লেষ ও বিদ্বেষও যথেষ্ট।

জন ড্রাইডেন (১৬৩১-১৭০০) এই পর্বের সবচেয়ে বড় সাহিত্যরথী। তিনি কেম্ব্রিজে শিক্ষিত, একাধারে কবি, নাট্যকার ও সমালোচক। সম-সাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল যথেষ্ট। তাঁর পরিবারের সহানুভূতি ছিল রাজতন্ত্রবিরোধীদের প্রতি। তিনিও প্রথম যৌবনে (১৬৫৯) ক্রমওয়েলের মৃত্যুতে শোককবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু পরের বছরেই (১৬৬০) লেখেন A Poem on the Happy Restoration and Return of His Sacred Majesty Charles the Second. পরের বছরে (১৬৬১) His Sacred Majesty-র অভিষেক উপলক্ষ্যে প্রশস্তি রচনা করেন। হল্যাণ্ডের সঙ্গে ইংরাজদের নৌ-যুদ্ধের বিবরণ ও লণ্ডনের অগ্নিকাণ্ডের বর্ণনা রয়েছে Annus Mirabilis, the Year of Wonders (১৬৬৭) নামক ঐতিহাসিক কাব্যে। ১৬৭০-এ ড্রাইডেন হন রাজকবি। একদিকে যেমন সম্মানও তিনি পেয়েছেন, অন্যদিকে তাঁর ওপরে চূড়ান্ত আক্রমণও হয়েছে। কিন্তু আক্রমণের আঘাতকে অত্যন্ত শান্ত স্থৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করবার প্রচণ্ড শক্তি ছিল তাঁর।

ড্রাইডেনের প্রতিভা ব্যঙ্গ-কবিতায় বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করেছিল। এই ধারার কাব্য Absalom and Achitophel-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৬৮১-তে, এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৬৮২-তে। এর কাহিনী আপাতদৃষ্টিতে

বাইবেলের। রাজা ডেভিডের বিরুদ্ধে সরল তরুণ রাজপুত্র অ্যাবসালোমের বিদ্রোহের কাহিনী। কিন্তু ড্রাইডেনের লক্ষ্য ছিল সমসাময়িক রাজনৈতিক জগৎ। দ্বিতীয় চার্লস যখন রাজা হলেন তখন তিনি ও তাঁর অনুচরেরা ফরাসী দেশ থেকে বিলাস ও ইন্দ্রিয়চর্চার বাহুল্যকে সঙ্গে করে এনেছিলেন। রাজভ্রাতা জেমস (ভাবী রাজা) ছিলেন ক্যাথলিক চার্চের প্রতি বিশ্বস্ত। চার্লসেরও ঝোঁক ছিল ঐ দিকেই। ফলে রাজার বিরোধী একটি দল ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করে। এঁদের নাম 'হুইগ', এই দলে প্রোটেষ্টাণ্ট, মধ্যবিত্ত ইত্যাদিরা ছিল। (পরে ১৯শ শতাব্দীতে এদের নাম হয় 'লিবারেল'), রাজসমর্থকরা 'টোরী' (পরের নাম কনসারবেটিভ্); রক্ষণশীল, জমিদার অভিজাতদের দল। হুইগদের নেতা স্যাফ্‌টসবেরী সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে জেমসের বিরুদ্ধে দাঁড় করান দ্বিতীয় চার্লসের জারজ সন্তান ডিউক অব মনমাউথকে। এই বিবাদে রাজকবি ড্রাইডেন ছিলেন স্বভাবতই রাজপক্ষীয়। তিনি জেমসের ক্যাথলিক ধর্মও পরে গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং তাঁর ব্যঙ্গ-আক্রমণ রাজবিরোধীদের দিকে পরিচালিত। বাইবেলের মতই রাজার বিরুদ্ধে এখানে রাজপুত্র মনমাউথ (অ্যাবসালোম), এবং স্যাফটসবেরী তার প্ররোচক (বাইবেলে প্ররোচক ছিলেন একিটোফেল)। কবি মনমাউথকে এঁকেছেন সরল, নির্দোষ স্নেহভাজন হিসেবে। কবি যেন নিরপেক্ষ দ্রষ্টা। স্যাফ্‌টস্‌বেরীর গুণের কথা বলেও তিনি নিপুণভাবে উল্লেখ করেন তার শঠতা, ষড়যন্ত্র ও অন্যান্য দুষ্কৃতি।

ড্রাইডেনের কৃতিত্ব গঠনসৌকর্যে, বাক্‌পদ্ধতির তীক্ষ্ণ ঋজুতায়, ছন্দে ও বাঁধুনিতে। নিপুণ বাক্‌শৈলী তাঁর অধিগত। এই শৈলীর বাহন ছিল তাঁর Heroic couplet (Iambic Pentameatre). এলিয়টের মতে ড্রাইডেনের আগের যুগে ব্যর্থ অনুকারকদের হাতে পড়ে কবিতার ভাষা তার 'Virtue of prose' হারিয়েছিল। তাকে কথ্য ভাষার প্রাণশক্তির সঙ্গে পরিণীত করতে সহায়তা করেছিলেন ডান্ ও তাঁর অব্যবহিত পরে ড্রাইডেন। 'Dryden appeared to cleanse the language of verse and once more bring it back to the prose order. For this reason he is a great poet.' (Eliot: Poetry in the Eighteenth Century.) চরিত্রসৃষ্টিতেও তাঁর বিশেষ ক্ষমতা ছিল। অনেকে এ বইকে ইংরাজী সাহিত্যের 'greatest political satire' বলেছেন। (C. C. H.)

পরের বই The Medal, এটিতেও আক্রমণের লক্ষ্য শ্যাফ্‌টসবেরী। এখানে আঘাত নিপুণ ও তীব্র। বিপক্ষদল থেকে উত্তরও এসেছিল, যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাট্যকার Shadwell-এর রচিত বলে অনুমিত The Medall of John Bayes. ড্রাইডেনও প্রত্যুত্তর দিলেন Mac Flecknoe (১৬৮২), ছদ্ম-বীরত্বের ব্যঙ্গকাব্য হিসেবে এর স্থান অত্যন্ত উচ্চে। এই বই থেকে Pope তাঁর The Dunciad রচনার প্রেরণা পান।

Religio Laici or A Layman's Faith (১৬৮২) তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত ও স্বতঃস্ফূর্ত রচনা। তাঁর শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা অবশ্য Mrs. Anne Killigrew-র স্মরণে রচিত কবিতাটি।

এর মধ্যে রাজনীতির চাকা ঘুরে গেছে। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠা ও পেনসন্‌ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এর আগে থেকেই অবশ্য তিনি প্লুটাক, ওভিড, ভার্জিল, হোরেস ও থিয়োক্রিটাস্‌-এর অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন। প্রথমটি ছাড়া বাকী সবই কাব্যানুবাদ। মহাকাব্য জাতীয় কিছু একটা রচনার আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই দূরে অপসৃত হয়ে যায়।

কিন্তু অন্য ধরণের একটি ভাল কাব্য তিনি রচনা করেন। Stillingfleet ড্রাইডেনের ধর্মমত সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন। প্রত্যুত্তরে ড্রাইডেন লেখেন দীর্ঘ রূপক-উপকথা-কাব্য The Hind and the Panther. (১৬৮৭) শেষ বয়সের এই রচনাতেও তাঁর শক্তি হ্রাসের কোন চিহ্ন ছিল না। শেষ দিকের কয়েকটি কবিতাতেও তাঁর অক্ষয় শক্তির চিহ্ন আছে : The Song for St. Cecilia's Day (১৬৮৭), Alexander's Feast (১৬৯৭) প্রভৃতি।

ইংরাজী সমালোচনা-সাহিত্যের ইতিহাসে ড্রাইডেনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ড্রাইডেনের আগেই হয়তো তার গোড়াপত্তন হয়েছিল কিন্তু ইংরাজী সমালোচনার যুক্তিনির্ভর বিশিষ্ট রীতি ও স্বচ্ছ ভাষা তাঁর দান। ড্রাইডেন তাঁর বইয়ের ভূমিকা হিসেবে এই মূল্যবান প্রবন্ধগুলি রেখে গিয়েছেন। A Discourse concerning the Original and Progress of Satire, Essay of Heroic Plays, Dramatic Poesie, A Defence of an Essay of Dramatic Poesie, An Essay on the Dramatic Poetry of the Last Age, The Author's Apology for Heroic Poetry and Poetic Licence, Grounds of Criticism in Tragedy

প্রভৃতি তাঁর আলোচনার মধ্যে বিখ্যাত। সেকালের জনসন ড্রাইডেনকে বলেছেন 'the father of English criticism. আর একালের এলিয়ট তাঁকে ইংরাজী সমালোচনা-সাহিত্যের তিন প্রধানের মধ্যে স্থান দিয়েছেন।

ড্রাইডেন প্রায় খান তিরিশ নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর প্রথম নাটক. The Wild Gallant (অভিনীত, ১৬৬৩) অসফল। এটি গদ্যে লেখা। Love in a Nunnery-ও বেশির ভাগ গদ্য (অভিনীত, ১৬৬৭)। এর সাফল্য সামান্য। Marriage-a-la-Mode দর্শকদের আনন্দ দিয়েছিল। এটি লেখা গদ্য ও অমিত্রাক্ষর উভয়ের সাহায্যে। গদ্যে লেখা The Kind Keeper-এর নাট্যমূল্য আছে। ড্রাইডেনের শেষ কমেডি Amphitryon-ও (অভিনীত, ১৬৯০) গদ্য ও অমিত্রাক্ষরে লেখা। এ নাটকের কোথাও শক্তির উজ্জ্বলতা, কোথাও নাট্য-শিথিলতা। The Rival Ladies (অভিনীত, ১৬৬৪) ট্র্যাজি-কমেডি। এর ছন্দ মিত্রাক্ষর। এই অক্ষর-শাসনকে তিনি সমর্থন করলেন উৎসর্গ-পত্রে। Secret Love, The Double Discovery ও Love Triumphant-ও ট্র্যাজি-কমেডি। তাঁর 'হিরোইক' নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য The Indian Queen (১৬৬৪), The Indian Emperor, The Royal Martyr (১৬৬৮), The Conquest of Granada (১৬৬৯), Aureng-Zebe (১৬৭৬) প্রভৃতি। The Rehearsal (১৬৭১) হচ্ছে burlesque। শেক্‌সপীয়রের তিনটি নাটকের পুনর্লিখন করেছিলেন তিনি। টেম্পেষ্ট হোলো The Enchanted Island (১৬৬৭), Antony and Cleopatra হোলো All for Love (১৬৭৭), এবং ট্রয়লাস এ্যাণ্ড ক্রেসিডা হলো Truth found too late (১৬৭৯)। এর মধ্যে All for Love-কে প্রায় মৌলিক রচনাই বলা যায়। মলিয়েরের অনুসরণে লিখিত Sir Martin Mar-All আনন্দদায়ক ফার্স। নাট্যকার হিসেবে তাঁর স্বীকৃতি আধুনিক কালে বিশেষ নেই। তাঁর কবিকৃতি বরং এ কালে বেশি স্বীকৃতি পেয়েছে।

রেষ্টোরেশনের নাটক

রেষ্টোরেশনের যুগ মুখ্যতঃ চিহ্নিত নাটক দিয়ে—বিশেষ করে কমেডি দিয়ে। তদানীন্তন সমাজকে নিখুঁত প্রতিবিম্বের মাঝে ধারণ করে আছে রেষ্টোরেশন কমেডি। পিউরিটান শাসনের কালে থিয়েটার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এ আমলে তা আবার নতুন করে সুরু হয়। প্রথম দিকে মঞ্চের রঙ্গের দিকটাতেই ঝোঁক পড়ল বেশী; এটা নিঃসন্দেহে পিউরিটান শাসনের অতিরিক্ত বাঁধাবাঁধির প্রতিক্রিয়া। রাজা চার্লস ব্যক্তিগতভাবেও ছিলেন রঙ্গ-বিলাসী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ। তিনি ও তাঁর অনুচরেরা রাজকীয় দুর্দৈবের কালে ফ্রান্সে পলাতক ছিলেন। ফ্রান্সে তখন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের—মলিয়ের, রাসীন, কর্ণেয়্—আবির্ভাব ঘটেছে। ফরাসী হাওয়া মনে নিয়ে সানুচর চার্লস দেশে এলেন। ফরাসী-সুলভ বাকচাতুর্য, পরিহাস, নীতিগত শৈথিল্য, ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতিও এলো তাঁদের সঙ্গে। আর পিউরিটান শাসনের কবলে দেশের লোকও এত হাঁপিয়ে উঠেছিল যে তারা এ সব দু'হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করল। নাটকে তারই ছাপ। তবে ফরাসী প্রভাব সত্বেও ইংরেজ সমাজে ও ইংরেজী নাট্যসাহিত্যে (বিশেষত বেন জনসনে, বোমণ্টে, ফ্লেচারে) এ নাটকের উদ্ভব-মূল খুঁজে পাওয়া যায়।

এ নাটকে শুধু উচ্চ সমাজের কথা। দর্শকও প্রধানত ঐ সমাজ। এলিজাবেথীয় যুগের বিপুল বিচিত্র সাধারণ দর্শকের সংখ্যা কমে গিয়েছিল, এবং দেখা দিয়েছিল এক রকমের রাজসভা-কেন্দ্রিক উচ্চ সমাজের দর্শক। 'During the forty years that followed the Restoration, English literature, English culture was 'upper-class' to an extent that it had never been before' (L. C Knights, 'Restoration Comedy : the Reality and the Myth', Explorations.

আগেকার কমেডিতে নিম্ন শ্রেণীর লোকের আধিপত্য ছিল। ড্রাইডেন স্বয়ং এলিজাবেথীয় নাট্যকারদের উইট্ সম্পর্কে বলেছেন 'not the wit of gentleman, রেষ্টোরেশন কমেডির ঘটনাস্থল সর্বত্রই প্রায় লণ্ডন (কারণ লণ্ডনের বাইরে আর অভিজাত ক'টা?) সেই জগতে ধরেই নেওয়া হয় যে গ্রামের লোক মাত্রেই নির্বোধ, পিউরিটান মাত্রেই ভণ্ড। নায়ক বুদ্ধিমান বাকচতুর, দেহবিলাসী, আর নায়িকা চতুরা চঞ্চলা। সে জগতে বিবাহিত

প্রেম মাত্রই ক্লান্তিকর ; প্রেম মানেই দেহসর্বস্ব। আবেগ ও যৌনকামনা সেখানে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৃত্তি।

ফলে, এই কমেডি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ জগতের কথা বার বার বলে, এবং ক্রমে কতকগুলি বিশেষ সিচুয়েশন ও বাঁধা টাইপ চরিত্র তাদের সম্বল হয়ে দাঁড়ায়। তবে ঐটুকু পরিধির মধ্যে তাদের গতি তীক্ষ্ণ, দীপ্ত ও আনন্দকর, এবং তার সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় সুতীক্ষ্ণ বাক্‌যুদ্ধ।

এরা পাত্রপাত্রীদের নাম (বা পদবী) অধিকাংশ ক্ষেত্রে করত বর্ণনা-মূলক, যাতে চরিত্রের একটা আভাস পাওয়া যায়, (যথা, Plausible, Freeman, Fondlewife, Vainlove, Waitwell, Manly, Frollick, Lady Fancyful, Sir Positive At-all). এ রীতি ইংরাজী নাটকে আগেই ছিল। নামের ক্ষেত্রে এই গতানুগতিকতা থাকলেও নাট্যকাররা এ যুগে সচেতনভাবে ভাবতে সুরু করেছিলেন যে তাঁদের নাটকের গঠন কিরকম হবে, কেমন হবে পাত্রপাত্রীর ভাষা। Bonamy Dobree আমাদের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁর Restoration Comedy বইতে। তাতে ভাষার উন্নতি খুবই হয়েছিল। গঠনের কিঞ্চিৎ সংহতি-সাধন সত্ত্বেও ঘটনার বহুলতা থেকে তাঁরা মুক্ত হতে পারেন নি। তখন ঘটনা বা প্লট বাড়াবার দিকে রীতিমত ঝোঁক ছিল। মলিয়েরের নাটকের অনুসরণ-কালে বাড়তি ঘটনা যুক্ত করে নিয়েছেন প্রায় এঁরা সবাই, এমন কি ড্রাইডেনও (যথা Sir Martin Mar-all.)। অন্তত গোটা তিনেক পৃথক ধরণের প্লট থাকত একটা নাটকে। এই নাটকের দর্শকদের সম্পর্কে Granville-Barker ঠাট্টা করে বলেছেন, 'How could an audience both be clever enough to understand the story and stupid enongh to be interested by it when they did ?'

রেস্টোরেশন কমেডি সম্পর্কে ডঃ জনসনের মন্তব্য :

Themselves they studied, as they felt they writ,
Intrigue was plot, obscenity was wit.
Vice always found a sympathetic friend ;
They pleas'd their age, and did not aim to mend.

Obscenity বা অশ্লীলতা এদের সম্পর্কে একটা প্রধান অভিযোগ ছিল। বর্তমানের কোন কোন সমালোচক এ অভিযোগ স্বীকার করেন না। যেমন Bonamy Dobree এই সব নাটকে 'Licentiousness' দেখেন নি, দেখেছেন 'deep curiosity, and a desire to try new ways of living' কারণ 'it was an age of inquiry and curiosity : in it criticism became active for the first time. It had, indeed, existed before, but it had never had much effect. এবং তিনি রেষ্টোরেশন কমেডিকে বলেছেন 'critical comedy ; it tried to cure excess'.

ড্রাইডেনের নাটকের কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। রেষ্টোরেশন নাটকের 'বৃহৎ পঞ্চশক্তি' হচ্ছেন জর্জ ইথারেজ (বই : Love in a Tub. She Would if She Could, The Man of Mode), উইচারলি, কনগ্রিভ, জন ভ্যানব্রু (বই : The Relapse, Aesop, The provok'd Wife, The False Friend, The Country House, The Confederacy, অসমাপ্ত A Journey to London.) এবং জর্জ ফার্কুহার (বই : Love and a Bottle, The Constant Couple, Sir Harry Wildair, The Twin Rivals, The Recruiting Officer, The Beaux' Stratagem)

উইলিয়াম উইচারলি (১৬৪০-১৭১৬) ফরাসী দেশে শিক্ষিত, এবং তাঁর প্রাথমিক নাট্য অভিজ্ঞতাও ফ্রান্সে। যদিও তিনি দীর্ঘায়ু ছিলেন. কিন্তু তাঁর সাহিত্য রচনার কাল খুব সংক্ষিপ্ত—মাত্র ছয় বছর। ১৬৭১-এ বেরোয় তাঁর প্রথম বই Love in a Wood, গতানুগতিক নাটক, শুধু কপটাচারী Alderman Gripe ও Lady Flippant-এর দৃশ্যগুলিতে শক্তির পরিচয় আছে। ১৬৭৬-এ বেরোয় তাঁর শেষ বই The Plain Dealer ; এর মধ্যে লিখেছেন The Gentleman Dancing-Master (১৬৭২) এবং The Country Wife (১৬৭৫)। The Gentleman Dancing Master-এর কাহিনী স্পেন দেশ থেকে ধার করা। উইচারলির প্রধান দোষ পুনরুক্তি এই নাটককে ছেয়ে আছে। বিচক্ষণ নির্বাচন বা বাছাই তাঁর ধাতস্থ ছিল না। অসম্ভাব্য ও অনাটকীয় দীর্ঘ স্বগতোক্তি ভারে আক্রান্ত হয়ে এ নাটক দর্শকের কল্পনার জন্য কোন ফাঁক রাখে নি। তাঁর শেষ দুটি নাটকে এক ধরণের জোরালো তিক্ত বিরূপতা দেখা দিয়েছে যা রেষ্টোরেশন

কমেডির মধ্যে একক। The Country Wife-এর চরিত্রগুলি নিশ্চিত পদক্ষেপে চলেছে, সংলাপগুলি হয়েছে তীক্ষ্ণতায় অন্তর্ভেদী এবং পরিস্থিতির উপস্থাপনা অত্যন্ত নিপুণ। নারীর নিষ্ঠাহীনতাকে উদ্‌ঘাটন করেছেন যে দৃশ্যগুলিতে, সেইগুলিই তাঁর সবচেয়ে সেরা দৃশ্য। The Plain Dealer তাঁর সর্বশেষ, এবং হয়তো সর্বশ্রেষ্ঠ কমেডি। Le ·Misanthrope থেকে ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে এতে। উইচারলি সম্পর্কে অশ্লীলতার অভিযোগ আছে। কিন্তু এই বইতে মনে হয় যে তাঁরও অন্তরে একটি নীতিবোধ ছিল।

উইলিয়াম কনগ্রিভের (১৬৭০-১৭২৯) জন্ম লীডস্-এর কাছে। কিন্তু পিতার কর্মস্থলের পরিবর্তনের ফলে তিনি সুইফ্‌টের সহপাঠী হিসেবে পড়েন কিল্‌কেনী স্কুলে, এরং পরে ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে। তিনি সাহিত্যের জন্য আইন পাঠ পরিত্যাগ করেন। প্রথমে একটি গল্প রচনা করেন—Incognita, or Love and Duty Reconciled. তারপর ১৬৯৩-তে The Old Bachelor সহ লণ্ডনে আসেন। তখনকার প্রধান সাহিত্যিক ড্রাইডেন এই উদীয়মান তরুণ নাট্যকারকে অভিনন্দন জানান। মঞ্চে সফল হলেও নাটকটি গোলমেলে ধরণের ('confused in action—CCH'), যে ধরণটা তার বরাবরই রয়ে গিয়েছিল। এই নাটকের নায়ক Heartwell (নামেই প্রকাশ লোকটি কেমন) নিজেকে পরিচয় দেয় নারীবিদ্বেষী বলে, কিন্তু সে সিল্‌ভিয়া নামে একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে। এই সূত্রে নানা ঘটনা। এই নাটকের একটি চরিত্রের (Bellmour) মুখে কন্‌গ্রিভ্‌ হয়তো নিজের কথাই বলেছেন: 'Come, come, leave business to idlers, and wisdom to fools; they have need of 'em; wit be my faculty, and pleasure my occupation.' কনগ্রিভেরও সব থেকে বড় সম্পদ তাঁর wit.

ঐ একই বছরে (১৬৯৩) অভিনীত হয় The Double Dealer. ভার্জিনিয়া উল্‌ফ এই নাটকের Lady Plyant চরিত্রে দেখেছেন কনগ্রিভের 'Prodigious sense of human absurdity' (—Congreve's Ccmedies) P.A.W. Collins মেলফন্ট ও সিনথিয়ার প্রেমদৃশ্যে দেখেছেন 'an uncommon tenderness and sensitivity' (—Restoration comedy).

চরিত্রসৃষ্টি ও ভাষা প্রথম নাটকটির চেয়ে উন্নত, কিন্তু নাট্য-মাধ্যম এখানেও দুর্বল।

তৃতীয় নাটক Love for Love (১৬৯৫) মঞ্চে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল, এবং আজও আছে। এই নাটকে গৌণ চরিত্রগুলিরও বিশেষ নাটকীয় মুহূর্ত আছে। চরিত্রগুলি পূর্বতন 'টাইপের' আদলে হলেও কনগ্রীভের সংলাপ তাদের বিশিষ্ট করে তুলেছে। নায়িকা Angelica আনন্দদায়ক চরিত্র, যদিও সে দর্শকের কাছে বরাবরই প্রহেলিকার মত থেকে যায়। এক সময় সে নায়ক Valentine-কেও বলেছে: Never let us know one another better ; for the pleasure of Masquerade is done when we come to shew our faces', এই লাইনগুলিতে, এবং অন্যত্রও কনগ্রীভের 'a strong element of wistfulnss, ... a constant fear of disillusion.' লক্ষ্য করেছেন সমালোচক বনামী ডব্‌রী।

The Mourning Bride (১৬৯৭) কনগ্রীভের একমাত্র ট্রাজেডি। এই নাটকের নিম্নলিখিত অংশটিকে ডঃ জনসন বলেছেন ইংরেজী সাহিত্যের 'the most poetical passage' :

No, all is hushed and still as death. 'Tis dreadful !
How severed is the face of this tall pile,
Where ancient pillars rear their marble heads,
To bear aloft its arched and ponderous roof,
By its own weight made steadfast and immovable,
Looking tranquillity ! It strikes an awe
And terror on my aching sight, the tombs
And monumental caves of death look cold
And shoot a chillness to my trembling heart.

The Way of the World (১৭০০) মঞ্চে বিশেষ সফল নয়, যদিও কতকগুলি শ্রেষ্ঠ দৃশ্য এবং চরিত্র এই নাটকে অন্তর্ভুক্ত। সংলাপও ক্ষুরধার। এটিই কনগ্রিভের শ্রেষ্ঠ রচনা—নাটক হিসেবে প্রচুর দুর্বলতা সত্ত্বেও, Collins-এর ভাষায় 'This play, like his others, lacks coherence ; the parts are more important than the whole. There is, in fact, no whole of any importance : the plot is intricate, but meaningless. Congreve has a sharp eye for certain situations....' বিশেষ উল্লেখের

অপেক্ষা রাখে মিরাবেল ও মিলামেন্টের Proviso-Scene (বিয়ের ব্যাপারে প্রেমিক-প্রেমিকার দর-কষাকষির দৃশ্য)। মিলামেন্টের প্রতি ভালবাসা মিরাবেল যেভাবে অনুভব করে তাও উল্লেখযোগ্য: 'for I like her with her faults ; nay, like her for her faults. Her follies are so natural or so artful, that they become her ; and those affectations which in another woman would be odious, serve but to make her more agreeable.'

দুঃখের বিষয়, কনগ্রীভ মাত্র তিরিশ বৎসর বয়সে নাট্য জগৎ পরিত্যাগ করেন। ১৭১৭ সালে Dennis লিখেছিলেন, 'Congreve quitted the stage in disdain, and Comedy left it with him.'

বায়রনও একদিন কনগ্রীভ সম্পর্কে সপ্রশংস উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন 'What plays! What wit!' এবং ঐ সঙ্গেই সঠিক মন্তব্য করেছিলেন, 'Our society is too insipid now for the like copy.'

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টাদশ শতক : ক্লাসিকাল যুগ

পোপ ও জনসন যুগ

১৭০০—১৭৯৮

ড্রাইডেনের মৃত্যু হয় ১৭০০ খৃষ্টাব্দে। আর ১৭৯৮-এ বেরোয় ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ-কোলরিজের 'লিরিক্যাল ব্যালাড্স্'। মধ্যবর্তী এই শতাব্দীর নাম ক্লাসিকাল যুগ। একে ইচ্ছে করলে দুটো ভাগে ভাগ করা যায় : পোপ-পর্ব (১৭০০-১৭৪৫), জনসন-পর্ব (১৭৪৫-১৭৯৮)। রাণী অ্যানের রাজত্বকালে এর সুরু এবং মধ্য-জর্জীয় আমল পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি, আর এই শতাব্দীর শেষ দশকে ফরাসী বিপ্লব, যাকে নিঃসন্দেহে বলা যায় পরের যুগের সূচনা। শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এ সূচনা স্পষ্টভাবেই দাগ ফেলেছিল শতাব্দীর শেষ পাদে। সন্ধিকালের সেই সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যমূলক অংশকে আপাতত বাদ রেখে এই শতকের সাহিত্যের মুখ্য রীতির পরিচয় নেওয়া দরকার।

যে সাহিত্য কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হযে চিরকালের সাহিত্য হিসেবে সমাদৃত হয়েছে, তাকে বলি ক্লাসিক। যথা, মহাভারত, রামায়ণ, ইলিয়াড, ওডিসি ইত্যাদি। এই সূত্রে আমরা শেক্সপীয়র-মিলটন অথবা আমাদের বংকিম-মধুসূদনের সাহিত্যকেও তাদের কালোত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দিই 'ক্লাসিকের পর্যায়ে উন্নীত' ব'লে।

গ্রীক সাহিত্য বিচার করতে গিয়ে অ্যারিষ্টটল যে সাহিত্যাদর্শকে স্বীকার করেছিলেন তাকে বলা হয় ক্লাসিক্যাল সাহিত্যাদর্শ। এই আদর্শ ল্যাটিন সাহিত্যেও স্বীকৃত ও অনুসৃত হয়েছে—রোম-সম্রাট অগাষ্টাসের আমলে। (ল্যাটিন সাহিত্যে এই যুগের নাম অগাষ্টান যুগ ; এবং এর অনুসরণে ইংরাজীর ক্ল্যাসিকাল যুগকেও অনেকে অগাষ্টান যুগ বলেন)। এই সাহিত্যধর্ম তারপরে গ্রহণ করে ফরাসী দেশ—সপ্তদশ শতাব্দীতে। সেখানকার অনুপ্রেরণা আবার অষ্টাদশ শতকে ইংরেজী সাহিত্যে স্বাক্ষর রাখে। গ্রীক-ল্যাটিন-ফরাসী-

ইংরেজী সাহিত্যের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত এই ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যাদর্শের মূল লক্ষণটি অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে এই যাত্রাপথে আদর্শটি সম্পূর্ণ সুস্থির থাকে নি, প্রতি ধাপে তার বিস্তার ঘটেছে। গ্রীক সাহিত্যে মূল্য দেওয়া হোতো ভাস্কর্যের ত্রিমাত্রিক সৌন্দর্যকে—সুপরিমিতি যার খুব বড কথা। ল্যাটিন আদর্শ তার সঙ্গে যোগ করল যুক্তিধর্মিতা, সমাজ-মনের সঙ্গে সামঞ্জস্য। আর গ্রীক আদর্শের স্পষ্টতা ও সহজবোধ্যতার দিকে এরা আরো জোর দিলে। ফরাসী সাহিত্যে এই সঙ্গে এলো মনন ও যুক্তি, আর মার্জিত শৃঙ্খলা। ইংরেজী সাহিত্য জোর দিল সংযত সংহত রচনার উপর, যুক্তির উপর (ইংরাজী সাহিত্যে ক্লাসিক্যাল যুগকে কেউ কেউ 'যুক্তির যুগ'-ও বলেছেন), মাজা-ঘসা, মাপা-জোকা স্বচ্ছ ভাষা, সাজানো-গোছানো আঙ্গিকের বাঁধুনি, ও প্রত্যক্ষতার উপর এবং সর্বত্রই সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য রক্ষার বিশেষ প্রয়াস। মানুষকে, সমাজকে, এরা বিশেষ গুরুত্ব দিলেন। মানুষ হবে নিখুঁত—ঐ ক্ল্যাসিকাল আদর্শের মত। সেখানে থেকে বিচ্যুতি মানে ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হওয়া, সমাজের শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করা। তাই যুক্তি দিয়ে, ব্যঙ্গের কশাঘাত হেনে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনবার বিশেষ চেষ্টা এ যুগে। যুক্তির প্রাধান্যের ফলেই হয়তো এ যুগে গদ্যের বিশেষ বিকাশ (অনেকে একে 'গদ্যের যুগ'ও বলেন), আর ব্যঙ্গসাহিত্যের বিকাশও (যা আগেই সুরু হয়েছিল) চূড়ান্ত।

এলিজাবেথীয় যুগে যেমন জীবন ও কল্পনা এক বিপুল উল্লাসে উচ্ছ্বসিত, এই যুগ তেমনি সংযত সামঞ্জস্যের আধারে জীবনকে দেখতে প্রয়াসী। যেন বিপরীত দুই প্রান্ত। অবশ্য এই শাসনই আবার পরবর্তী কালের রোমান্টিক বিদ্রোহের অন্যতম কারণ।

আর স্মরণীয়, এই অষ্টাদশ শতকেই ইংরেজের বিশ্ব-সাম্রাজ্য প্রত্যুয়মান, ব্যাবহারিক জগতের সাফল্য দ্রুত-বর্ধমান।

কবিতা : প্রথমার্ধ : পোপ

আলেকজাণ্ডার পোপ (১৬৮৮-১৭৪৪) অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের প্রধান ও প্রতিনিধিস্থানীয় কবি। পোপ ছোট বেলায় শারীরিক অসুস্থতার জন্য স্কুলে যেতে পারেন নি এবং তাঁর রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজাও ছিল তাঁর কাছে বন্ধ। ফলে সর্বাগ্রগণ্য ইংরেজ ক্ল্যাসিকাল কবি রীতিমত ক্ল্যাসিকাল শিক্ষায় বঞ্চিত হয়েছিলেন।

বাল্যে লিখিত কবিতা Pastorals (১৭০৯) এবং Windsor Forest (১৭১২)। এ লেখা অপরিণত, এবং অনুভূতির গভীরতার চেয়ে কেতাবী ঢং-য়ের ছাপ বেশি। ছন্দের অধিকার এবং বৃহৎ পরিধির পাঠের স্বাক্ষর অবশ্য এই বাল্যরচনাতেও আছে। Messiah (১৯১২) অবশ্য ব্যর্থ।

ফর্ম সম্পর্কে অতি-সচেতন পোপ তাঁর আর্টের রীতি সম্পর্কে আলোচনা করলেন An Essay on Criticism (১৭১১)-এ। ল্যাটিন ক্ল্যাসিকরীতির ব্যঙ্গপ্রিয় ব্যাখ্যাতা হোরেস (Horace) এবং তখনকার ফরাসীদেশের ক্লাসিক রীতির প্রবক্তা বোয়লু-র (Boileau) অনুসারী এই আলোচনা। এ বই তাঁকে বিখ্যাত করেছিল। এর পরের বই The Rape of the Lock (১৭১২) সামান্য এক ছোট ঘটনার ওপর সাজানো-ফাঁপানো ছদ্মবীরকাব্য—বীরত্বের গম্ভীর নির্ঘোষে হালকা জিনিষেরই বর্ণনা। এক যুবতীর এক গুচ্ছ কেশ কর্তন করে নেয় এক যুবক। এই নিয়ে যুবক ও যুবতীর কলহ এবং এদের দুই অভিজাত পবিবারের মধ্যে লাগল সংঘর্ষ। এই ব্যঙ্গকাব্যে কৌতুকের পরিমাণই বেশি, আক্রমণের ভাগ প্রায় শূন্য। পরের যুগের অবশ্য তাঁর বেশি রচনাই আক্রমণাত্মক। তুচ্ছ বিষয় হয়েও এ কাব্য প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষরবাহী। এই সব রচনার বাহন ছিল 'হিরোয়িক কাপলেট'—ড্রাইডেন যার চমৎকার সূচনা করেছিলেন পোপ দিলেন তার পরিণতি। মাত্র একুশ বৎসর বয়সে তিনি ক্ল্যাসিকাল রীতির আলোচনা এবং কাব্য পাঠক-সমক্ষে উপস্থিত করেছিলেন।

দীর্ঘ সাধনায় পোপ হোমারের ইলিয়াড (১৭১৫-২০)। ওডিসি (১৭২৫-২৬) অনুবাদ করেন। এতে হোমারের চেয়ে পোপকে হয়তো পাওয়া যাবে বেশি। নানা ত্রুটি সত্ত্বেও পোপের শক্তিকে এ অনুবাদে অস্বীকার করা যায় না। অডিসির অংশ বিশেষের অনুবাদ পোপের ; বাকী অংশের অনুবাদের সংশোধন খুব সম্ভবত তাঁর। ইলিয়াডের তুলনায় অডিসির অনুবাদের সাফল্য কম।

এই সময় এক পুস্তক প্রকাশকের আমন্ত্রণে তিনি শেক্‌স্‌পীয়রের একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন (১৭২৫)। এই সংস্করণের ত্রুটি ছিল অনেক, এবং সেগুলি বার করেছিলেন Lewis Theobald তাঁর Shakespeare Restored গ্রন্থে। পোপ তাঁর ব্যঙ্গকাব্য The Dunciad-এ (Book I, ১৭২৮) থিওবোল্ডকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করেন। পোপের এ বইটি প্রকাশ মাত্রই জনপ্রিয় হয়েছিল। The New Dunciad (মূর্খ রাজ্য) বেরোয় ১৭৪২-এ। এতেও তার ব্যক্তিগত আক্রোশের পাত্ররা আক্রান্ত হয়েছিল। এই সংকীর্ণতা সত্ত্বেও মাজা-ঘষা ভাষা-ছন্দে এবং ছদ্ম-নিরপেক্ষ ভঙ্গির জন্য এ কাব্য আজও উপভোগ্য। এ ছাড়া তাঁর 'এপিসল্‌স্‌'-এর জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতি। এর মধ্যে তিনটি এপিস্‌ল্‌স্‌ ব্যক্তিক আবেগে ও সৌহৃদ্যে স্নিগ্ধ: (১) To Mr. Jervas with Dryden's Translation of Fresnoy's Art of Painting. (২) To a young Lady with the Works of Voiture, (৩) To the Same on her leaving the town after the Coronation. শেষ দুটির লক্ষ্য ছিলেন পোপের ভগ্নী মার্থা, যাঁর প্রতি পোপের স্নেহ ছিল অসীম, এবং যে স্নেহসম্পর্ক ছিল পোপের দীর্ঘ ব্যাধি-বিড়ম্বনার মধ্যে অক্ষয় পাথেয় স্বরূপ।

পোপের Essay on Man (১৭৩৩-৩৪) নিজের দর্শন ব্যাখ্যার চেষ্টা। দর্শন হিসেবে ব্যর্থ, রচনায় অবশ্য তাঁর বিশিষ্ট রীতির ছাপ স্পষ্ট।

পোপ ইংরেজী ক্ল্যাসিকাল আদর্শের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু সে আদর্শ যতটা রচনারীতির পরিমিতি সন্ধানে রত, জীবনের বৃহৎ আবেগ ও কল্পনার ঐশ্বর্য অন্বেষণে ততটা তৎপর নয়।

পোপের হাতে কবিতার পরিধি সংকুচিত হয়েছিল এবং পোপ-অনুসারী কবিরা ক্রমেই রীতি-সর্বস্বতার দিকে ঝুঁকলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন পোপের রঙ্গরসিক বন্ধু ম্যাথু প্রিয়র (১৬৬৪-১৭১২), জন গে (১৬৮৫-১৭৩২—গ্রন্থ: Beggar's Opera) এবং এই রীতির হয়েও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ডঃ জনসন (আলোচনা অন্যত্র দ্রষ্টব্য)। এই রীতিতে ক্রমে দেখা দিল অতিরিক্ত কৃত্রিমতা, এবং সিধা প্রত্যক্ষ ভাষণের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি।

অষ্টাদশ শতক সহজ ও সুচারু গদ্যের জনক। এ যুগে গদ্য লঘু থেকে শুরু নানা বিষয়কে অবলম্বন করেছিল। যুক্তির প্রসার ও বৈজ্ঞানিক চর্চা হয়তো এর মূলে কিছুটা কাজ করেছে। মধ্যবিত্ত সমাজের ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রসার ঘটেছিল এই সময়। এরা বৈজ্ঞানিক উদ্যোগ-আয়োজনকে সহায়তা করেছে। তা ছাড়া এই শ্রেণীর সমাজের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-সংস্কৃতির দাবীও সাধারণের মধ্যে বাড়তে থাকে। এই বৃহৎ অনভিজাত সাধারণের জন্য গদ্যই হ'ল প্রধান অবলম্বন।

রিচার্ড ষ্টীল (১৬৭২-১৭২৯) ও জোসেফ অ্যাডিসন্ (১৬৭২-১৭১৯) এক নতুন ধরণের গদ্যের প্রবর্তন করলেন। মধ্যবিত্তদের জন্য, স্বল্পশিক্ষিত নারীদের জন্য তাঁরা লিখতেন। প্রধানত, সাময়িক পত্রের মাধ্যমেই তাঁদের আবির্ভাব। সমাজের যাবতীয় বিষয়ই ছিল তাঁদের আলোচ্য। গাম্ভীর্য ও লঘুতার আশ্চর্য এক সংমিশ্রণ ছিল তাঁদের লেখায়। সপ্তদশ শতকের মত ফেনিয়ে লেখা গদ্য তাঁরা পছন্দ করতেন না। তাঁদের আদর্শ ছিল হ্রস্বতার দিকে। তাঁরা গর্ব বোধ করতেন এই বলে যে তাঁদের গদ্যরীতি 'nearer....to that of common talk than any other writers' (Tatler, No 204) তাঁরা বর্জন করেছিলেন 'Unnecessary pomposity' এবং 'meaningless jargon'। তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন 'clarity, simplicity, literary good manners' (Jane H. Jack : The Periodical Essayist).

ষ্টীলের কাগজ The Tatler চলেছিল ১৭০৯এর ১২ এপ্রিল থেকে ১৭১১-এর ২ জানুয়ারী পর্যন্ত। সপ্তাহে তিনটি সংখ্যা বেরোত। এতে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর রচনা বেরোত। তিনি সুইফ্‌টের কাছ থেকে Isaac Bickerstaff চরিত্রটি ধার করেন, এবং এই চরিত্রের হালকা ছদ্মবেশে ষ্টীল সমাজের অনেকগুলি বিষয়কে স্পর্শ করেন। Jenny Distaff নামে তিনি একজন মহিলা সম্পাদিকার চরিত্রও কল্পনা করেন ও তার মাধ্যমে পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেন; এবং এই সূত্র ধরে আর একটু অগ্রসর হলে তিনি গার্হস্থ্য উপন্যাসের পথে অনেকখানি পৌঁছে যেতেন।

অ্যাডিসন কবিতা প্রভৃতি লিখে সাহিত্যজীবন সুরু করলেও The Tatler-এই তাঁর প্রতিভার সম্যক বিকাশ হয়। তিনি পত্রিকার পাতায় এই

সাময়িক সাহিত্যে'র নিখুঁত গদ্যরীতির উদ্ভাবক—'lucid, colloquial, full of individuality and yet chastened by classic examples in the choice of words'. (C.C.H.) Tatler বন্ধ হয়ে গেলে দু' মাসের মধ্যে (1 March 1711) তিনি নতুন দৈনিক কাগজ প্রতিষ্ঠা করেন—The Spectator। ট্যাটলারের সঙ্গেই জ্যোতিষী আইজ্যাক বিকারষ্টাফ্-এর মৃত্যু ঘটেছিল, এবার নতুন চরিত্র জন্ম নিল—Mr. Spectator, এ ছাড়াও সৃষ্ট হোলো আরো কয়েকটি চরিত্র, যার মধ্যে খুব বিখ্যাত হচ্ছেন Sir Roger de Coverly. স্পষ্টই এই নতুন সাহিত্যের নায়ক হয়ে দাঁড়াল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ৫৫৫টি সংখ্যা বেরিয়ে 'দি স্পেক্টেটর' বন্ধ হয়ে যায় ৬ ডিসেম্বর ১৭১২-তে।

এঁদের দুজনের সম্পর্কে উপসংহার টানা যায় এই কথা বলে: Steele was more original, Addison was more effective. The modern essay is still Addisonian, and modern prose, in all its adventures, has never strayed far, without danger, from the model of ease and correctness set by Mr. Spectator. Together Steele and Addison succeeded because they were the voice of a new and civilized urban life (C. C. H.).

পরবর্তীকালের রোমান্টিক এসেয়িষ্ট-রা এঁদের কাছে শিখেছিলেন অনেক। কোলরিজের Friend পূর্বতনদের বহু বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে। রোমান্টিক এসেয়িষ্টদের রচনায় ব্যক্তিক উপাদান অবশ্য বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে।

জোনাথন সুইফট্-এর (১৬৬৭-১৭৪৫) কাম্য ছিল সরলতা—শুধুমাত্র গদ্যে নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে। তিনি মনে করতেন, সারল্য ছাড়া no human Performance can arrive to any great Perfection. (Letter to a Young Gentleman)

দুর্ভাগ্য, সুইফটের নিজের জীবন সরল খাতে প্রবাহিত হয় নি। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর জন্ম, মাতার সান্নিধ্য থেকেও তিনি বঞ্চিত ছিলেন। খুল্লতাত তাঁর জন্য যে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন, তাকে সুইফট পরে বলেছেন 'education of a dog'। পাদরীর পেশা নিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিবাদকে রূপকের মাধ্যমে তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাত করেছেন তাঁর A Tale of a Tub-এ (লিখিত ১৬৯৬ ; প্রকাশিত ১৭০৪)। সাম্প্রদায়িকতার

বিরুদ্ধে যাঁর লেখনী এত স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ তার নিজ সম্প্রদায়ের চার্চে উন্নতি ঘটাও সম্ভব নয়, ঘটেও নি। রাণী অ্যান্-ও এই কারণে দৃঢ়ভাবে তাঁর বিরুদ্ধে ছিলেন। সুইফ্‌ট ছিলেন টোরীদের সমর্থক, মধ্যে সামান্য কয়েক বছর ছাড়া রাজনৈতিক জগৎ বরাবরই ঘটনাচক্রে তাঁর বিপক্ষে ছিল। জাতে ইংরেজ, কিন্তু জন্ম তাঁর আয়র্লণ্ডে। একাধিকবার তিনি ইংলণ্ডে গিয়েছেন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, বরাবরই তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছে আয়র্লণ্ডে। আয়র্লণ্ডে বহু সময় তাঁর বিরূপ অভ্যর্থনা জুটেছে, যদিও তিনি আয়র্লণ্ডের সপক্ষে প্রবল আন্দোলন চালিয়েছিলেন এবং পরে ইংরেজ সুইফ্‌ট্ 'আইরিশ পেট্রিয়ট' নামে খ্যাত হন। পোপকে সুইফ্‌ট্ বলেছিলেন, 'I heartily hate and detest the animal called man.' অথচ ব্যক্তিগত জীবনে এই মানব-বিদ্বেষের কোন পরিচয় নেই। লেখাতেও তিনি মানব-বিদ্বেষী নন। তাঁর আক্রমণ মানুষের ক্ষুদ্রতা ও আত্মম্ভরিতার বিরুদ্ধে। এও এক ধরণের মানবপ্রীতি, স্যাটিরিষ্টের মতই তিক্ত ভঙ্গীতে যার প্রকাশ। ব্যক্তিগত জীবনে দুটি নারীর সান্নিধ্যে তিনি এসেছিলেন। এক, Esther, পরিচয়কালে সে ছিল আট বছরের বালিকা মাত্র এবং সুইফ্‌ট বাইশ। প্রধানত এঁকে লেখা চিঠিই পরে Journal to Stella নামে বিখ্যাত। সুইফ্‌টের ব্যক্তিগত সম্বোধনে এষ্টার ছিলেন 'ষ্টেলা'। ১৭২৮-এ এই আনন্দময় শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের অবসান হয় ষ্টেলার মৃত্যুতে। এই দীর্ঘকালের মধুর সম্পর্ক সত্ত্বেও সুইফ্‌ট্ তাঁকে বিবাহ করেন নি। ষ্টেলার মৃত্যুর পর সুইফ্‌টের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে, মৃত্যুর আগেই বলতে গেলে তিনি মৃত্যুর কবলিত হয়ে পড়েন। ষ্টেলার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ এই সম্পর্ক মধ্যে কিছুদিনের জন্য বিঘ্নিত হয়েছিল দ্বিতীয় নারীর আবির্ভাবে। Hester-এর সঙ্গে সুইফ্‌টের পরিচয় লণ্ডনে, ১৭১৩-তে। তখন হেষ্টারের বয়স কুড়ি, অথবা তার কিছু বেশী, আর সুইফ্‌টের বয়স ৪৩। কিন্তু বয়সের তারতম্য হেষ্টারের কাছে কোন বাধা বলে মনে হয় নি। দুজনের ব্যক্তিগত কথাবার্তায় হেষ্টার সম্বোধিত হতেন Vanessa নামে এবং সুইফ্‌ট হতেন Cadenus (decanus-এর anagram, decanus অর্থাৎ dean. সুইফ্‌ট ১৭১৩-তে Dean of St. Patrick's হন) নামে। সুইফ্‌ট্ তাঁকে ১৭১৩-তে একটি ব্যক্তিগত কবিতা লিখে দেন—Cadenus and Vanessa (ছদ্ম ক্লাসিক্যাল ভঙ্গীতে নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎকারের বর্ণনা)। এই কবিতায় তিনি

অ্যাবষ্ট্রাক্ট বন্ধুত্বের অনুভূতির কথা বলেছিলেন, কিন্তু হেষ্টারের কাছে ও সবের মূল্য ছিল না। সুইফ্‌ট সম্পর্কে তাঁর তীব্র প্রেমের অনুভূতিই ছিল। মা-র মৃত্যুর পর হেষ্টার আয়র্লণ্ডে পাকাপাকিভাবে আসেন, এবং সুইফ্‌টের কাছে ব্যর্থ হন। এর অল্প পরে ১৭২৩-এ হেষ্টার মারা যান।

বিচিত্র জীবন সুইফ্‌টের এবং বিচিত্র তাঁর সাহিত্য।

প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের মূল্যবিচারের এবং বিতর্ক প্রসঙ্গে প্রাচীনের সপক্ষে সুইফ্‌ট লেখেন The Battle of the Books (লিখিত ১৬৯৭, প্রকাশিত ১৭০৪)।

ইংরাজী ভাষা পাঠে আগ্রহের স্বাক্ষর আছে A Letter to Young Gentleman-এ (১৭২১)।

The Drapier's Letters (১৭২৪) ড্রেপিয়ার ছদ্ম নামে সুইফ্‌টের জ্বালাময় বিদ্রূপাত্মক পুস্তিকার সংকলন। এই বিষয়েই পরবর্তী রচনা A short view of the state of Ireland (১৭২৮) এবং A Modest Proposal (১৭২৯)। জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর করবার এই বিনীত প্রস্তাবটি হচ্ছে তাদের সন্তানদের ধনীদের কাছে খাদ্য হিসেবে বিক্রী করে দেওয়া ; এই প্রস্তাব আইরিশ জনসাধারণের অসহায়তার প্রমাণ এবং ধনিকদের নৃশংস রাজনৈতিক কার্যাবলীর যুক্তিসমূহের ভীষণ প্যারডি।

কবিতাও লিখেছিলেন সুইফ্‌ট। নারী সম্পর্কে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা আছে, আবার আছে ষ্টেলার প্রতি জন্মদিনে লেখা সুন্দর কবিতাগুলি। হয়তো ষ্টেলার জন্মদিনের কবিতাগুচ্ছই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভার পরিচয়। সুইফ্‌টের নিজের মতে তাঁর শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গকাব্য—On poetry : A Rhapsody (১৭৩৩)। On the Death of Dr. Swift-এ হাস্যরস, অহং ও কারুণ্যের আশ্চর্য সংমিশ্রণ।

কিন্তু সুইফ্‌টের প্রতিভার সবচেয়ে বড় পরিচয় সহজ গদ্যে রচিত সুবিখ্যাত গ্রন্থ Gulliver's Travels (১৭২৬)। দুটি ভ্রমণ-কাহিনী সকলের কাছে পরিচিত—লিলিপুট এবং ব্রব্‌ডিঙ্‌নাগ-দের দেশে বিচিত্র অভিজ্ঞতার আখ্যান। এর হাস্যরস, অদ্ভুত কল্পনাশক্তি অত্যন্ত আনন্দদায়ক, এবং সেইভাবেই এর রস উপভোগ করে পাঠকরা। আসলে এগুলি ব্যঙ্গরচনা। এর পরের দুটি ভ্রমণ-আখ্যানে সেটি একটু স্পষ্ট। একটি ভ্রমণ লাপুটাদের দেশে—নির্বুদ্ধি

প্রায়-উন্মাদ দার্শনিকদের সমাজে। আর শেষ ভ্রমণ অশ্বদেশে, হুইহ্ন্‌হ্ন্‌ম্ (Houyhnhnms) ও ইয়াহুদের (Yahoo) সমাজে। মানুষ কত ক্ষুদ্র, যদিও অহং তার অতিকায়। ষাট হাত লম্বা তাদের অহং-পুষ্ট দেহ, আসলে মানুষগুলো স্বার্থপর ক্ষুদ্রচেতা লিলিপুট। আর দার্শনিকদের পাণ্ডিত্যের আড়ালে তিনি দেখেছেন মূঢ়তা ও শঠতা। বরং যেন অসভ্য মনুষ্যেতরের মধ্যে আছে 'মনুষ্যত্ব'।

ইয়াহু হচ্ছে সেই দর্পণ যে দপণে মনুষ্যপ্রকৃতির নিজেকে দেখা উচিৎ। গালিভার্স ট্রাভেলস-এ সুইফট মানব-বিদ্বেষী নন, জীবন-বিদ্বেষী নন—তার অভিজ্ঞতা বা প্রকাশের মাঝে তিক্ততা প্রকাশ হয়ে পড়লেও নন। তিনি এক উন্নত জীবন-আদর্শে বিশ্বাসী মাত্র। জীবনে সেই আদর্শ পূরণ না হওয়ার জ্বালায় তাঁর দংশন—হয়তো মানুষকেও, অসম্পূর্ণ মানুষকে। একদিকে হযতো তাঁর মধ্যে সহানুভূতির অভাব লক্ষ্য করা যেতে পারে, আবার অন্যদিকে জীবনের বিষ আকণ্ঠ পানের যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু মানুষটি আমাদের সহানুভূতি কামনা করে।

মানুষের মধ্যে কিসের অভাব তাঁকে বিঁধেছিল ? মানুষের জন্য কি একটুও সহানুভূতি তাঁর ছিল না ? একটা উত্তর বোধ হয় এই : "To a Christian, which swift was, the relevant facts would be man's moral weakness owing to the Fall and the need for Christian charity in judging him. A modern non-theological answer might be that man, in his development from primitive forms of life, has achieved only a limited rationality and morality, so that a measure of failure in all human beings must be expected'. (D. W. Jefferson : An Approach to Swift.)

ডঃ সামুয়েল জনসন (১৭০৯—৮৪) পোপের মৃত্যুর পর পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত ইংরাজী সাহিত্য জগতের একচ্ছত্র নায়ক। শুধু তাঁর নিজস্ব সাহিত্যিক কীর্তির জন্যই নয়, ইংরাজী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থের নায়ক হিসাবেও এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি বাক্‌পটু সহৃদয় মানুষটি আমাদের মনোযোগ দাবী করতে পারেন। ডঃ জনসন এক দরিদ্র পুস্তক বিক্রেতার সন্তান। উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি কেমব্রিজের প্রেমব্রোক কলেজে প্রেরিত

হন। কিন্তু দারিদ্র্যের জন্য সে শিক্ষা সম্পূর্ণ করার সুযোগ তাঁর ঘটে নি। ছোটোখাটো অনুবাদের কাজ এবং এডওয়ার্ড কেও সম্পাদিত The Gentleman's Magazine-এ লেখা কিছুসংখ্যক ওড্, এপিগ্রাম, সংক্ষিপ্ত জীবনীরচনা ইত্যাদি বাদ দিলে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা একটি বিয়োগান্ত নাটক Irene (১৭৩৭)। Knolles-এর Generall Historie of the Turks-এ বিবৃত দ্বিতীয় মহম্মদ এবং গ্রীক তরুণী আইরিনের ইতিবৃত্তই এই নাটকের বিষয়বস্তু। ড্রারী লেন থিয়েটারে তদানীন্তন প্রভাবশালী অভিনেতা বন্ধুব ডেভিড্ গ্যারিকের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নাটকটির অভিনয় (১৭৪৯) অসফল হয়েছিল। অস্পষ্ট চরিত্রচিত্রণ এবং ট্র্যাজিক রসের চাইতে নীতি বাক্যের প্রাবল্যই সম্ভবতঃ এই অসাফল্যের জন্য দায়ী। জনসনের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হ'লো 'London' (১৭৩৮) নামক ব্যঙ্গকাব্য। জুভিন্যালের Third Satire-এর অনুসরণে লেখা এই ব্যঙ্গকবিতাটির লক্ষ্যস্থল ছিল বিবিধ—শহরের কুখ্যাত অঞ্চলের বে-আইনী কার্যকলাপ, শাসনব্যবস্থার অযোগ্যতা ও দুর্নীতি, দারিদ্র্যের অভিশাপ ইত্যাদি। অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্যঙ্গকবিতার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ লেখক পোপ, রচনাটির প্রশংসা করেছিলেন। জুভিন্যালের অনুসরণে লেখা দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ হ'লো The Vanity of Human Wishes (১৭৪৯); এটিকে সাময়িক ঘটনার উপর লেখা ব্যঙ্গকবিতার পর্যায়ে ফেলা সঙ্গত হবে না। রচনাটিতে মানুষের জীবনের সর্ব্বপ্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং খ্যাতিব অনিত্যতা সম্পর্কে আলোচনা আছে। মূল বক্তব্যে জনসনের দুঃখবাদী জীবনদর্শনের আভাস পাওয়া যায়। তবে বচনাভঙ্গী London-এর চাইতে অনেক বেশী সাবলীল।

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশমাত্রেই যারা আপন ক্ষমতাপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম খুঁজে পান ডঃ জনসন সেই বিরল সৌভাগ্যবানদের একজন নন। তাঁর সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি হ'লো তাঁর গদ্যবচনা, বিশেষ করে তাঁর সমালোচনা। কিন্তু এই বিভাগের অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থই পরিণত বয়সে লিখিত। ডঃ জনসনের গদ্যরচনার রীতি একটু ভারী ধরণের। তবে Idler-এর রচনাগুলিতে এবং Lives of the Poets-এ অপেক্ষাকৃত লঘুছন্দের রীতি ব্যবহৃত হয়েছে। রচনার সর্ব্বত্র নিষ্ঠা এবং চিন্তার স্বচ্ছতার ছাপ সুস্পষ্ট। বিষয়বস্তু অনুসারে তাঁর গদ্য রচনাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (১) জীবনী,

(২) সমালোচনা, (৩) বিবিধ। প্রথম পর্যায়ে বন্ধু রিচার্ড স্যাভাজের জীবনী (১৭৪৪) উল্লেখযোগ্য। এটি অবশ্য অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের রচনা। দ্বিতীয় পর্যায়টি বিস্তৃত এবং বিশেষ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। তৃতীয় পর্যায়ের প্রথমেই The Rambler নামক সাপ্তাহিক কাগজের প্রকাশ (১৭৫০) এবং তাতে লেখা জনসনের রচনাগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। সাধারণভাবে কাগজটি The Spectator-এর প্রদর্শিত পথে পরিচালিত হ'ত। কিন্তু The Rambler প্রকাশের মূলে যে প্রেরণা তা নিছক মনোরঞ্জনের প্রেরণা নয়। এর প্রকাশে জনসনের নীতিবাদী মনের ভূমিকাই প্রধান। তাই The Rambler প্রকাশের প্রারম্ভে জনসনের প্রার্থনা—"Grant I be such thee that in this undertaking Thy Holy Spirit may not be withheld from me, but that I may promote Thy glory and the salvation of myself and others." Taine, The Rambler-এর লেখাগুলিকে sermon ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন নি; Leslie Stephen মৌলিকতার অভাব দেখেছেন। কিন্তু এই সাময়িকী প্রকাশের মূল উদ্দেশ্যটি মনে রাখলে রচনাগুলি সুখপাঠ্য মনে হতে পারে। সাহিত্য, পারিবারিক সম্পর্কের আদর্শ এবং বিবিধ সামাজিক সমস্যা—এই সবই ছিল রচনাগুলির বিষয়বস্তু। সাময়িকীটিতে প্রকাশিত চরিত্রচিত্রণের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না। এগুলির মধ্যে Suspirins-এর চরিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই Suspirins-এর চরিত্র অনুসরণে গোল্ডস্মিথ তাঁর The Good Natured Man নামক নাটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র ক্রোকারকে সৃষ্টি করেছিলেন। The Idler নামক সাময়িকীতেও জনসনের বহু লেখা প্রকাশিত হয়। বসওয়েলের মতে চিন্তার গভীরতায় এবং প্রকাশভঙ্গীর নিষ্ঠায় এগুলি The Rambler-এ প্রকাশিত বচনাগুলির সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু পরবর্তী সমালোচকরা মনে করেন যে The Idler-এর রচনাগুলি অনেক বেশী সজীব এবং অপেক্ষাকৃত হাল্কা মেজাজের রচনা। নৈতিক আদর্শের প্রতি যে শ্রদ্ধা জনসনকে The Rambler প্রকাশে আগ্রহী করেছিল তার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ হ'লো The History of Rasselas, Prince of Abissinia (১৭৫৯)-তে। এই উপন্যাসটি জনসনের জীবনদর্শন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যিক রুচির এক নির্ভুল প্রতিবিম্ব। গল্পের পটভূমিকাটি লোবোর Voyage to Abyssinia

থেকে নেওয়া। র‍্যাসেলাস এবং তাঁর বোন আরামবহুল জীবনযাত্রায় ক্লান্ত হ'য়ে অভিজ্ঞতার সন্ধানে পথে বেরোলেন। পথে বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন জীবিকার মানুষের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় এবং পরিশেষে তাঁদের আবিসিনিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন এই হ'লো গল্পের বিষয়বস্তু। S. C. Roberts-এর মতে, "There is no work of Johnson's which is more relevent to the study of the author's temperament and outlook than Rasselas." (—Writers and Their Work)

ইতিমধ্যে জনসন একটি অভিধান রচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন। দীর্ঘ আট বছরের পরিশ্রমে দুটি খণ্ডে সংকলিত (১৭৫৫) এই অভিধানটি ইংরাজী ভাষার সর্ব্বপ্রথম অভিধান। সাহিত্য এবং জীবনের অজস্র অভিজ্ঞতা, প্রবল সাধারণ জ্ঞান এবং ক্ষুরধার witকে অধিকাংশস্থলেই শব্দের সংজ্ঞা-নির্ধারণকে সঠিক এবং সরস করেছিল! কিন্তু বহু শব্দের সংজ্ঞানির্ধারণে তিনি নিজের মানসিক সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়েছেন। আধুনিক পাঠকের কাছে অভিধানটিব পরিচয় হ'লো কয়েকটি কৌতুকাবহ সংজ্ঞায়, যা আজও জনসনের ক্ষুরধার 'wit'-এর নিদর্শন হয়ে আছে—যেমন Oats—a grain which in England is generally given to horses but in Scottland supports the people. অথবা "A lexicographer is a harmless drudge that busies himself in tracing the original and detailing the significance of words." এই অভিধান সম্পর্কে অকস্ফোর্ড ডিকস্নারির প্রাক্তন সম্পাদকের মত : "A marvellous piece of work to accomplish in eight and a half years." এই অভিধান প্রণয়নের কিছুকাল পর থেকেই Oxford বিশ্ববিদ্যালয় জনসনকে সম্মানিত করার কথা ভাবছিলেন। অবশেষে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁরা জনসনকে Doctor of Civil Law উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে জনসন সুদীর্ঘ স্কট্ল্যাণ্ড-ভ্রমণের পর A Journey to the Western Islands লেখেন।

এইবার আমরা জনসনের গদ্য রচনার শ্রেষ্ঠ বিভাগ সমালোচনার ক্ষেত্রে আসতে পারি। সত্তর বছর বয়সে লণ্ডনের কয়েকজন প্রকাশকের অনুরোধে তিনি ইংরাজ কবিদের একটি সঙ্কলনে প্রত্যেক কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং সমালোচনা লিখতে সম্মত হন। ইংরাজী সমালোচনার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি

একটি অমূল্য সম্পদ। ড্রাইডেন, পোপ ইত্যাদি সম্পর্কে জনসনের মতামত সমালোচকের অন্তর্দৃষ্টির সাক্ষ্য হয়ে থাকবে। কিন্তু কয়েকজন কবির সঙ্গে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক এবং ধর্ম্মীয় মতের পার্থক্যের জন্য তিনি তাঁদের উপর সুবিচার করে উঠ্‌তে পারেন নি। জনসনের ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতার ফলে মিলটন ও গ্রে-র জীবনীর বহু তথ্য বিকৃত হয়েছে। বিশেষ করে মিলটনের Lycidas এবং অল্প বয়সের অন্যান্য রচনা সম্পর্কে তাঁর বিরাগ (Lycidas-এর Pastoral রীতি সম্পর্কে জনসন বলেছেন "easy, vulgar, and therefore disgusting) সমালোচকের অপক্ষপাতের আদর্শকে অবহেলা করেছে। Lives-এ ডঃ জনসনের সমালোচনার সর্ব্বপ্রধান দোষ হ'লো তাঁর সাহিত্যিক রুচির সঙ্কীর্ণতা এবং ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে লেখকের রচনার মূল্যবিচার। কিন্তু তাঁর নিজস্ব সাহিত্যিক রুচির সঙ্গে যাঁদের মিল আছে, সেইসব কবিদের ক্ষেত্রে (ড্রাইডেন, পোপ) জনসনের সমালোচনা আশ্চর্য্যরকম সার্থক। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, প্রবল সাধারণ জ্ঞান তাঁর সমালোচনাকে সমৃদ্ধ করেছে। এমন কি মিলটন এবং গ্রে-র ক্ষেত্রেও কয়েকমুহূর্ত্তের জন্য তিনি সমালোচকের অপক্ষপাত নিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন। মিলটনের Paradise Lost এবং গ্রে-র Elegy-র অনিচ্ছুক প্রশংসা তার সাক্ষ্য।

সমালোচক হিসাবে জনসনের ক্ষমতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর সেক্সপীয়র-আলোচনায়। এই ক্ষেত্রে জনসন তাঁর সমস্ত সঙ্কীর্ণতা থেকে আশ্চর্যরকম মুক্ত। ১৭৪৫ সালে তিনি Miscellaneous Observations on the Tragedy of Macbeth লেখেন। তাঁর সম্পাদিত সেক্সপীয়রের রচনাগুলির মুখবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেক্সপীয়র সমালোচনার ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে জনসনের আলোচনা নূতন কোন দিকনির্দ্দেশ নয়। সমস্ত নিয়মকানুনের উর্দ্ধে সেক্সপীয়রের প্রতিভা স্বীকার করার সাহস এবং উদারতা অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিকাংশ সমালোচকেরই ছিল। জনসন সেই স্বীকৃতিকে একটি সংহত রূপ দিয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হ'লো খ্রিস্টিয়ান নীতিবাদের দিক থেকে সেক্সপীয়রকে দেখার প্রচেষ্টা। জনসন নাটককে শুধুমাত্র সাহিত্যের পর্যায়ে এনে দেখার পক্ষপাতী নন। সেক্সপীয়রের কমেডিগুলির সমালোচনায় নীতিবাদী মনের প্রাধান্য বড় বেশী প্রবল। The Merchant of Venice সম্পর্কে তাই তাঁর বক্তব্য এই যে সেক্সপীয়র এখানে নীতিবাদ

প্রচারের সুযোগ অবহেলা করেছেন। এইসব ত্রুটির কথা বাদ দিলে বলা যায় যে জনসনের প্রবল সাধারণ জ্ঞান এবং সাহিত্য উপভোগের ক্ষমতা সবসময়ই সমালোচনাকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর প্রধান গুণ হ'লো যে তিনি সেক্সপীয়রের বিরাটত্ব সম্পর্কে সর্ব্বদা সচেতন। "The stream of time, which is continually washing the dissoluble fabricks of other poets, passes without injury by the adament of Shakespeare." এই সশ্রদ্ধ মনোভাবের ফলেই বিভিন্ন সেক্সপীয়রীয় চরিত্র সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য এত যথার্থ। বিশেষ করে Falstaff সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য অবিস্মরণীয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জনসনের সেক্সপীয়র সমালোচনা যথোচিত মূল্য পায় নি। ১৯০৮ সালে ওয়াল্টার র‍্যালে বলেছিলেন যে বিংশ শতাব্দী জনসনের কৃতিত্বকে স্বীকৃতি জানাবে। র‍্যালের ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যা হয় নি। সেক্সপীয়র-সমালোচনার অন্যতম মুখ্য লেখক ডোভার উইলসন The Fortunes of Falstaff (১৯৪৩) বই-এর প্রথম পরিচ্ছেদ লেখেন "Back to Johnson." এ যুগের সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে অপরিহার্য লেখক টি. এস. এলিয়টও সমালোচক জনসনকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানিয়েছেন—শ্রেষ্ঠ সমালোচকত্রয়ীর অন্যতম বলে: 'I consider Johnson one of the three greatest critics of poetry in English Literature; the other two being Dryden and Coleridge.' (On Poetry and Poets).

এডমণ্ড বার্কের (১৭২৯—১৭৯৭) নাম অষ্টাদশ শতাব্দীর মননশীল গদ্যের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৃত্তির দিক থেকে বার্ক লেখক নন, রাজনৈতিক নেতা। তাঁকে "Father of English Politics" বলা হয়ে থাকে। বার্কের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা হ'লো আভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিয়ে লেখা "Thoughts on the Present Discontent"। American Taxation (১৭৭৪) এবং Conciliation with America (১৭৭৫)-তে বার্ক আমেরিকার কলোনীগুলির সঙ্গে দীর্ঘকাল সংঘর্ষের কারণ এবং শান্তি স্থাপনের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় রচনাটির অন্তর্গত, কলোনীবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। কারণ আলোচ্য বিষয়ের প্রতি এই ধরণের বিশেষ মনোযোগ, অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনীতি ক্ষেত্রে এক

অভিনব ঘটনা। কলোনীবাসীরা সশস্ত্র বিদ্রোহ করার পরেও বার্ক Speech on the Address To the king (১৭৭৭) এবং Letter To The Sheriffs of Bristol-এ (১৭৭৭) তাদের স্বপক্ষে লিখেছেন। ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থার নানারকম গলদ এবং বিশেষ করে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল হেষ্টিংসের অসাধুতা সম্পর্কে তিনি (১৭৮৮—৯৪, দীর্ঘ সাত বৎসর ধরে হেস্টিংসের বিচার চলেছিল) অভিযোগ এনেছিলেন। বার্কের সর্ব্বশেষ উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা হলো Reflections on The Revolution In France (১৭৯০)। বার্ক এই বিদ্রোহের সমর্থন করতে পাবেন নি। অনেকের কাছে বার্কের জীবনদর্শনের দিক থেকে এট একটি অদ্ভুত বৈষম্য। আয়ার্ল্যাণ্ড আমেরিকা এবং ভারতের ক্ষেত্রে তিনি যে দরদী মন ও স্বাধীনতাপ্রিয়তার পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে ফরাসী বিপ্লবের জয়গানই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সংবিধানের প্রতি বার্কের অখণ্ড শ্রদ্ধার ফলে এই ধরনের সশস্ত্র বিদ্রোহ তাঁর কাছে বীভৎস বলে মনে হয়েছিল। তিনি সংবিধান-সম্মত ক্রমবিবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে বার্ক একাধারে আদর্শবাদী এবং বাস্তববাদী। আলোচ্য বিষয়ের প্রতিটি খুঁটিনাটি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান তাঁর বাস্তববোধের পরিচায়ক। আবার অপক্ষপাত ন্যায়বিচার এবং ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা এইসব ব্যাপারে তিনি আদর্শবাদী।

বার্কের রচনারীতিতে "Age of prose and reason" এবং রোম্যান্টিক যুগের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁর রচনার methodical দিকটি অষ্টাদশ শতাব্দীর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। কিন্তু রচনাভঙ্গীর নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং স্বচ্ছতা ছাড়াও তাঁর যে ক'টি প্রধান গুণ সেগুলি হলো আন্তরিকতা এবং কল্পনাবৃত্তি ও আবেগের প্রভাব; এবং এদিক থেকে বার্কের যোগ রোম্যান্টিক ধারার সঙ্গে। Conciliation With America-তে কলোনীবাসীদের মৎস্যশিল্প প্রসারের বর্ণনায় বার্কের কল্পনাসমৃদ্ধ আবেগপ্রবণ গদ্য রচনারীতির পরিচয় পাওয়া যায়। Reflctions on The Revolutions in France-এও, ভার্সাই-এর পতন এবং রাণী মেরী আঁতেনেৎ-এর (যাঁকে দীর্ঘকাল পূর্বে দেখে বার্কের মনে হয়েছিল "glittering like the morning star) বর্ণনাতেও এই ধরনের গদ্যরচনার সাক্ষাৎ মিলবে।

বার্কের উদারতা এবং গভীরতা সম্পর্কে ওয়াল্টার র‍্যালের মন্তব্যই তাঁর

সম্পর্কে শেষ কথা হতে পারে : "Of all great English Prose writers Burke is most like Shakespeare" (A lecture delivered at Newcastle-upon-Tyne in January 1908.)

কারণ বিশ্লেষণের মধ্যে না গিয়েও বলা যায় Shakespeare-এর সঙ্গে উপমিত হবার যোগ্যতাই সাহিত্যের ইতিহাসে যথেষ্ট।

এডওয়ার্ড গিবন (১৭৩৭-৯৪) ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। ফরাসীভাষা এত ভাল জানতেন যে তা তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভাষা। ফরাসী ভাষায় বইও লিখেছেন। ল্যাটিন ভাষায় পণ্ডিত। সুবৃহৎ ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করলেও, আশ্চর্যের বিষয় তিনি তাঁর ক্ষুদ্র একটি জীবনী লিখে উঠতে পারেন নি—ছয়-সাত বার চেষ্টা সত্ত্বেও। পরে তাঁর বন্ধু আর্ল অব্ শেফিল্ড কন্যা মারিয়া যোসেফার সহযোগিতায় সেই ছিন্নপত্রের মধ্যে থেকে দাঁড় করান Momoirs of My Life and Writings. এ ছাড়া আছে গিবনের Letters (১৮৯৬) এবং Journal (১৯২৯)।

কিন্তু তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বই ছয় খণ্ডে সমাপ্ত The Decline and Fall of the Roman Empire (১৭৭৬-১৭৮৮)। কেম্ব্রিজ-ইতিহাসকার এই বই সম্পর্কে বলেছেন, 'it is perhaps the greatest piece of literary architecture in any language. It is faultless in design and in detail, and its symphonic narrative power is superb.'

পাণ্ডিত্য, যুক্তি-জিজ্ঞাসা, দার্শনিক-সুলভ ব্যাপ্ত দৃষ্টি, গাম্ভীর্যমণ্ডিত প্রশান্ত সুনিয়মিত ভাষা প্রভৃতি গিবনকে ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়েছে।

কবি-নাট্যকার-ঔপন্যাসিক গোল্ডস্মিথের প্রবন্ধ-সংগ্রহ The Citizen of the World (১৭৬২) এবং Essays (১৭৬৫) সহজ আলাপের সুরে রচিত। তাতে হাস্যরসও আছে, আছে হয়তো বা কোথাও একটু চোখের জলও।

এই যুগেই উপন্যাসের আবির্ভাব ঘটে। নানা ধরণের লোক-কথা ও আখ্যান বহুদিন ধরেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু সঠিক অর্থে উপন্যাস এই কালেই প্রথম লিখিত হোলো। শিক্ষার প্রসার, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিস্তার, গণতান্ত্রিক চেতনার অগ্রগতি প্রভৃতিও উপন্যাসের উদ্ভবের মূলে ছিল।

সুইফ্টের গালিভার্স ট্রাভেলস (১৭২৬) উপন্যাস নয়, কিন্তু উপন্যাসের পূর্বাভাষ। ষ্টীল-অ্যাডিসন তাঁদের রচনায় বিভিন্ন চরিত্রও সৃষ্টি করেছিলেন। ডিফো কাল্পনিক আখ্যানকে বাস্তব বিশ্বাসযোগ্যতায় মনোরম করে লিখেছিলেন।

ডানিয়েল ডিফো (১৬৬১-১৭৩১) ছিলেন সাংবাদিক। Review পত্রের সম্পাদক ছিলেন তিনি দশ বৎসর। প্রায় ষাট বছর বয়সে তিনি রচনা করেন Robinson Crusoe (১৭১৯)। প্রকাশকালে কাহিনীটিকে সবাই সত্য ঘটনা বলে মনে করেছিল। এছাড়াও আছে তাঁর Moll Flanders (১৭২২), Roxana (১৭২৪)। পরবর্তী কালের সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকের উপন্যাস-লেখিকা ভার্জিনিয়া উলফও প্রশংসা করে তাঁকে 'great plain writers'-দের অন্যতম বলেছেন।

তাঁর কোনো বই-ই ঠিক উপন্যাস নয়। কতকগুলি দুঃসাহসিক কাজের ও ব্যক্তিপ্রয়াসের কাহিনী এগুলি। অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ, খুঁটিনাটির প্রতি আশ্চর্য প্রখর দৃষ্টি। কিন্তু চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে এ বই নগণ্য। তা সত্ত্বেও এ কাহিনী বরাবর পাঠকের একটা আগ্রহ জাগিয়ে রাখে। উপন্যাসে আবির্ভাবের প্রাথমিক ইঙ্গিত যাঁদের মধ্যে পাওয়া যায় ডিফো তাঁদের অন্যতম।

কোলরিজ তাঁকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন এই বলে : 'Defoe's execllence it is to make me forget my specific class character and circumstances and to rise me, while I read him, into the universal man.'

সামুয়েল রিচার্ডসনকে (১৬৮৯-১৭৬১) ধরা হয় প্রথম ঔপন্যাসিক বলে। উপন্যাস রচনার আগেই তিনি লিখেছিলেন The Familiar Letters on Important Occasions. তরুণীদের জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে বিচক্ষণভাবে চলবার পথ বাতলেছিলেন তিনি এই পত্রসংকলনে। এটি উপন্যাস নয়, কিন্তু এই বইয়ের রচনানীতি—পত্রমাধ্যম—তাঁর সব উপন্যাসেই অনুসৃত।

রিচার্ডসন ছিলেন ছাপাখানার মালিক, কিন্তু যে-ভাবেই হোক পত্র-রচনায় তাঁর খ্যাতি হয়েছিল—অক্ষরজ্ঞানহীন ঝি-চাকরাণীরা তাদের প্রেমপত্র লিখিয়ে নিয়ে যেত তাঁর কাছ থেকে।' সাধারণ নারীর ভাষা ও প্রেমচিন্তাকে খুব নিকট থেকে দেখেছিলেন তিনি। পামেলা (১৭৪০) উপন্যাসটিও একজন ঝি-র কতকগুলি চিঠির সংকলন। ঝি পামেলার প্রতি আসক্ত হোলো প্রভুপুত্র, এবং পামেলা তার হাত থেকে নানাভাবে আত্মরক্ষা করতে লাগল। শেষে প্রভুপুত্র বিবাহ করতে চাইল। পামেলা তাতে রাজা হোলো। কাহিনীর ঔৎসুক্য বরাবর বজায় থাকে। খুব সূক্ষ্মভাবের পরিচয় না দিলেও নায়িকার মনের মধ্যে রিচার্ডসনের গতিবিধি ছিল। তাঁর খুব বড় কৃতিত্ব, পামেলার ভাষার সুর ও ভঙ্গী ধরেছেন নিখুঁতভাবে। তাছাড়া, সমস্ত কিছু দেখবার দৃষ্টিকোণও পামেলার। পামেলা উচ্চ মনীষার অধিকারী নয়, কিন্তু বাস্তবজ্ঞান ও 'চরিত্র'-দর্শনে একটা স্বকীয়তা আছে। পামেলার দৃষ্টিতে Mrs. Jewkes: 'She is a broad, squat, pursy, fat thing, quite ugly, if anything human can be so called; about forty years old. She has a huge hand, and an arm as thick as my waist, I believe. Her nose is fat and crooked, and her brows grown down over her eyes; a dead, spiteful, grey, goggling eye to be sure she has. And her face is flat and broad; and as to colour, looks like it had been pickhed a month in saltpetre: I daresay she drinks.... ...'

পরের উপন্যাস Clarissa Harlowe-এর (১৭৪৭-৪৮) নায়িকা ক্লারিসা আত্মীয়-নির্দিষ্ট বরকে বিবাহ করবে না বলে বাঞ্ছিত পুরুষ লাভ্‌লেস্-এর সংগে গৃহত্যাগ করল। কিন্তু লাভ্‌লেস্ ছিল 'always as mischievous as a monkey.' ফলে, তাকে ত্যাগ করে ক্লারিসা ধর্মীয় জীবনযাপন করতে সুরু করল।

তৃতীয় উপন্যাস Sir Charles Grandison-এ (১৭৫৩-৫৪) লাভ্‌লেসের বৈপরীত্যে একজন আদর্শ ভদ্রলোকের চিত্র উপস্থিত করতে চেয়েছেন রিচার্ডসন। ভংগী ও নীতির এক শান্ত ঔৎসুক্য আছে বলেই বোধহয় এ বই জেন অষ্টেনের ভাল লেগেছিল।

হেন্‌রী ফিল্ডিং (১৭০৪-৫৭) এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তাঁর Joseph Andrews (১৭৪২) পামেলাকে ঠাট্টা করে লেখা ; যোসেফ পামেলার ভাই। সে যে গৃহের ভৃত্য, তার গৃহকর্ত্রী যোসেফের প্রেমে পাগলিনী হয়ে তার পশ্চাদ্ধাবিতা, এবং 'সতী' যোসেফ আত্মরক্ষায় বদ্ধপরিকর হয়ে পলায়মান। পামেলার নীতিবোধের উদ্ভট হাস্যকরতাকে ব্যর্থ করবার জন্যই এ বই লেখা।

The History of Jonathan Wild the Great (১৭৪৩) লোকটি চোর ও খুনী ; 'মহৎ' কথাটির উপর তির্যক দৃষ্টির আলোক-নিক্ষেপ।

Tom Jones (১৭৪৯) মানুষ হয়েছে অল্‌ওয়ার্দির কাছে। তাঁর কন্যা সোফিয়া টমের প্রতি আকৃষ্ট। টম এর অসম্ভাব্যতা বুঝে পলাতক হোলো জীবনের ঘাটে ঘাটে তখন থেকে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা। শেষে সমস্ত বাধা অপসারণ করে সোফিয়া লণ্ডনে গিয়ে টমকে বিয়ে করল। অভিজ্ঞতা, বাস্তবনিষ্ঠা এবং চরিত্রসৃষ্টিতে এ গ্রন্থ উজ্জ্বল। টম জোনস্ উপন্যাসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত পরিণত পদক্ষেপ, বৃহৎ জীবনের দ্বারে সে সমাগত।

Amelia-তে (১৭৫১) ঈষৎ বিষণ্ণতার ধূসর এক ছায়া—টম জোনসের বিরাট জীবনগতি যেন স্তিমিত।

গোলড্‌স্মিথের The Vicar of Wakefield (১৭৬৬) সদয় সদাপ্রসন্ন লেখকের সৃষ্টি। প্রকাশভঙ্গীর প্রত্যক্ষতা, সারল্য ও আড়ম্বরহীনতা তাঁর ভাষার বিশিষ্টতা। তিনি তাঁর Enquiry-র শেষে বলছেন যে 'loaded epithet' এবং 'dressing up of trifles with dignity' বর্জন করাই ভাল। কারণ 'it is not those who make the greatest noise with their wares in the streets, that have the most to sell'. সুতরাং 'finely' লেখার চেয়ে naturally' লেখা উচিৎ ; এবং 'mean ideas'-কে প্রকাশ করবার জন্য 'lofty expressions' ব্যবহার অনাবশ্যক, অথবা একটি 'whisper'-কে প্রকাশ করবার জন্য 'nor be for ever gaping.'

উপন্যাসে বর্ণিত জ্যেষ্ঠপুত্র জর্জ চরিত্রটি গোল্ডস্মিথের নিজের আদলে গড়া। জর্জও 'light-hearted vagabond' এবং তার ইয়োরোপ-পরিক্রমার দুঃখ-দুর্দশা অনেকাংশে লেখকের আত্মজীবনী থেকে সংগৃহীত। ডঃ প্রিমরোজ ডিকেন্সের পিকউইকের পূর্বসূরী।

অবশ্য বইটির ত্রুটিও যথেষ্ট। কাহিনী 'too naive'. গ্রন্থ অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার

বলে ঘটনাগুলি 'seem rushed and undeveloped', 'note of romantic artificiality' আছে উপন্যাসটিতে। চরিত্রগুলি 'too generalised and they develop with all too little inner life'। বোরিস ফোর্ড শেষ কথা বলছেন যে উপন্যাসটি এই সূত্রে ultimately a slight, if 'charming,' creation.

এ ছাড়া এ যুগের উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক দু'জন—টোবিয়াস্ স্মলেট (১৭২১-৭১) এবং লরেন্স্ স্টার্ণ (১৭১৩-৬৮)। স্মলেটের বই রডেরিক র‍্যাণ্ডম্ (১৭৪৮), পিরিগ্রীন পিক্‌ল্ (১৭৫১), হামফ্রে ক্লিংকার (১৭৭১)। স্টার্ণের বই Tristram Shandy (১৭০৬-০৭) ও Sentimental Journey.

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ: কাব্য

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের কাব্যে নতুন সুরের আভাস ক্রমেই স্পষ্ট হতে থাকে। Joseph Warton তাঁর Essay on Pope (১৭৫৬) নিবন্ধে যখন বললেন, পোপ ক্ষমতাশালী লেখক ছিলেন, কিন্তু মহৎ স্রষ্টা ছিলেন না, কারণ তাঁর কল্পনাশক্তি ও আবেগপ্রবণতা, যা কাব্যরচনার অপরিহার্য উপাদান, তার পরিমাণ খুবই কম ছিল, তখন একটি অনিবার্য পরিবর্তনের সুর শোনা যায়। Young রিচার্ডসনকে সম্বোধন করে লেখা তাঁর Conjecture on Original Composition (১৭৫৯)-এ ঘোষণা করলেন যে প্রাচীন রীতিকে পরিত্যাগ করা আধুনিক কবিদের একান্ত প্রয়োজন। ব্যক্তিক প্রতিভার অনুপ্রেরণায় শিল্পী-ব্যক্তিত্বের জাগরণ ও প্রকাশ প্রয়োজন। এ বক্তব্যের মধ্যে পূর্বাচরিত গতানুগতিকতার প্রতি একটি প্রকাশ্য প্রতিবাদ বিঘোষিত হয়েছে।

শুধু সমালোচক নয়, কবিরাও অগ্রসর হয়ে এলেন। তাঁরা অনেকেই পুরাতনকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করতে পারেন নি, কিন্তু নতুনের সূচনা তাঁদের মধ্যে নিশ্চিতভাবেই দেখা দিয়েছিল। এক কথায় এঁরা সন্ধিক্ষণের কবি। যে-অতীত তখনও তাঁদের অনেকখানি ধারণ করে আছে, সেই ক্ল্যাসিক্যাল

যুগ, এবং আগামী রোমান্টিক যুগ—এই দুইয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট সেতু এই কবিকুল। অবশ্য কবিভেদে নূতনত্বেরও মাত্রাভেদ আছে।

এই নূতনত্ব প্রধানত এই রকম :

(১) ব্যক্তিক অনুভূতির প্রাধান্য। ফরাসী দেশে ভিক্টর উগো এই মুক্তির পথিকৃৎ বলে আগেই স্বীকৃত হয়েছিলেন। এই সূত্রেই ব্যঙ্গ ও বুদ্ধিপ্রাধান্য পরিহার্য হোলো।

(২) রীতিসর্বস্বতার বদলে কিঞ্চিৎ আঙ্গিকশৈথিল্য, ব্যক্তির বিশেষ মুহূর্তের আবেগ বা মেজাজ অনুযায়ী অংগ-নির্মিতি ঘটল।

(৩) নাগর সংস্কৃতির সঙ্কীর্ণতা থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি, গ্রাম্যজীবনের প্রতি দৃষ্টি, এবং ব্যক্তি-অনুভূত প্রকৃতিপ্রীতি।

(৪) অল্প কবির মধ্যে স্বল্প পবিমাণে হলেও রোমান্টিক-মিষ্টিক দৃষ্টির উদ্‌বোধন।

জনসন ও গোল্‌ড্‌স্মিথের কাব্যকে পুরোনো রীতির মধ্যেই মোটামুটি ধরা হয়। (জনসনের কাব্যের আলোচনার জন্য এই অধ্যাযের 'জনসন' অংশ দ্রষ্টব্য।)

অলিভার গোল্‌ড্‌স্মিথ (১৭২৮-৭৪) লোক হিসেবে ছিলেন অসহায়, অতি সরল এবং অন্যমনস্ক। তিনি ডাক্তারী পাশ করেছিলেন এবং নামের শেষে M. B. ডিগ্রীটা খুব গর্বের সঙ্গেই লিখতেন। কিন্তু তাঁর কোন রোগী জুটেছিল কিনা বলা যায় না। তিনি ইয়োরোপ মহাদেশটি পদব্রজে ভ্রমণ করেছিলেন, কিন্তু তার কোন বিবরণ লিখে যাননি। ১৭৫৬-তে নিঃস্ব অবস্থায লণ্ডনে ফিরে আসেন, এবং নানা ধরনের পেশার জন্য চেষ্টা করেন। তিনি লেখকবৃত্তির জন্য আপাতদৃষ্টিতে কোন বিশেষ চেষ্টা করেন নি। কিন্তু পরে সেইটাই বৃত্তি হয়ে দাঁড়ায়। The Monthly Review (১৭৫৭)-তে তিনি কিছু লেখাপত্র করেছিলেন—সেই-ই সূচনা। প্রথমে প্রাবন্ধিক হিসেবে খ্যাত হন। The Citizen of the World (১৭৬২) অত্যন্ত সুলিখিত প্রবন্ধের সংকলন। Essays (১৭৬৫) তাঁর বিশিষ্ট প্রবন্ধ-গ্রন্থ।

The Traveller, or a Prospect of Society (১৭৬৪) তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য কবিতা। এর উদ্দেশ্যমূলকতাকে ছাপিয়ে উঠেছে এর কাব্য-

সৌন্দর্য। প্রকাশভঙ্গীর সারল্য ও প্রসন্নতা তাঁর কাব্যের গুণ। তাঁর ইয়োরোপ ভ্রমণের ছাপ এই কবিতায় আছে। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ ও জাতির পরিচয় দিয়েছেন কবি।

১৭৬৮-তে গোল্ড্‌স্মিথ-এর ভাই মারা যায়, এবং তারই স্মৃতিকে কেন্দ্র করে রচিত The Deseited Village (১৭৭০)—তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য। অনেকে মনে করেন The Traveller-এর মধ্যেই The Deserted Village-এর অংকুর ছিল। ...a poem that in many ways continues and completes *The Traveller*, in that the earlier poem relates the poet's wanderings in search of more congenial modes of life and the later poem presents us with the intimate 'long-frequented' world from which he first set out and to which there can be no return because it has fallen into waste and decay, (Boris Ford : Oliver Goldsmith)

The Deserted Village-এর গ্রাম তাঁর Vicar-এর গ্রামের মতই : কৃষকদের গ্রাম, নিজেদের কাজ সব নিজেরাই তারা করে, সব স্বাচ্ছন্দ্য তাদের নিজেদের মধ্যেই আছে, তাদের মধ্যে এখনও আছে 'the primaeval simplicity of manners, এবং তাদের কথায় উইট্-এর দীপ্তির অভাব was made up in laughter.

The Deserted Village-এ আছে cultivated farm, never failing book, busy mill, decent church এবং—

The hawthorn bush, with seats beneath the shade,
For talking age and whispering lovers made.

এ বিশেষ কোন গ্রাম নয়, সাধারণভাবে অতীতের গ্রাম্যজীবন। কবির দুঃখ এ সবই অতীত, এবং বর্তমানে তা 'shapeless ruin'। এই অতীত ও বর্তমানের বিপরীত চিত্রের টানাপোড়েনে কবিতাটি বোনা। অতীতের স্মৃতি সঙ্গীতধ্বনিতে পূর্ণ : গোপকন্যাদের গান, গো-মেষের ডাক, রাজহংসীদের কলকণ্ঠ, গ্রাম্য কুকুরের ঘেউ ঘেউ, গ্রামবাসীদের উচ্চহাস্য, আর সব কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে নাইটিংগেলের সঙ্গীত। আর বর্তমানে 'the sounds of pulation fail', No cheerful murmurs', আছে 'you widowed,

solitary thing', বর্তমানের গ্রাম যেন 'The sad historian of the pensive plain'.

গোল্ডস্মিথের পিতা ও শিক্ষকের স্মৃতিও অন্তঃস্রোতের মত বর্তমান এই কবিতায়, কিন্তু কোথাও এই সব চরিত্রকে ব্যক্তিক বিশিষ্টতায় প্রত্যক্ষ করে তোলা হয় নি।

গ্রাম ত্যাগ করছে 'poor exiles' : 'good old sire', তাঁর 'lovely daughter', এবং কন্যার 'fond husband'। এরা নিছক ব্যক্তি নয়, এরা হারানো গ্রাম-সমাজের প্রতীকও বটে। শুধু এই ব্যক্তিরাই গ্রামত্যাগ করছে না, 'The rural virtues leave the land' : 'contented toil', 'hospitable care', 'kind connubial tenderness', 'piety', 'steady loyalty', 'faithful love' প্রভৃতি।

গোল্ড্‌স্মিথের কাব্যের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়েও বোঝা যায় যে তাঁর মনে নূতন এক স্পর্শ কিঞ্চিৎ লেগেছিল। কিন্তু তাঁর কাব্যের গঠন নিখুঁত ভাবেই 'ক্ল্যাসিক্যাল' এবং কোন কোন সমালোচকের মতে এই রীতির যথাযথ ভাষা প্রয়োগ গোল্ডস্মিথকে তাঁর 'বিগলিত সেন্টিমেণ্টে'র হাত থেকে রক্ষা করেছিল। 'Goldsmith is more a poet of his time, with his melting sentiment just saved by the precision of his language'. (T. S. Eliot : Poetry in the Eighteenth Century) এলিয়ট্‌ উক্ত 'melting sentiment' কথাটিরই বিরুদ্ধে হয়তো বোরিস ফোর্ডের এই প্রতিবাদ : But Goldsmith, for all his weaknesses, was not in the least of a melting disposition, though he was of an intensely sympathetic one. বোরিস ফোর্ড অবশ্য স্বীকার করেন যে তাঁর কোন রচনাই 'very first quality'-র নয়, বহু অংশ 'trivial', তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর যুগের কেন্দ্রীয় লেখকদের অন্যতম, এবং উদার সহানুভূতি ও এক ধরণের মানবতা তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। কেম্ব্রিজ-ইতিহাসকারও তাঁর প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেছেন। 'all the stuff of his work is pure Goldsmith—Goldsmith's philosophy, Goldsmith's heart, Goldsmith's native grace, simplicity, sweetness.'

মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সে যখন গোল্ডস্মিথ পূর্ণতর পরিণতির দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর মৃত্যু হয়। সেকালের সাহিত্য-জগতের একচ্ছত্র অধিপতি ডঃ জনসন, যিনি দি ট্রাভলার-কে পোপ-পরবর্তী সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা বলে অভিহিত করেছিলেন, তিনি গোল্ডস্মিথের সমাধি-ফলকে ল্যাটিন ভাষায় এই কথা কয়টি লেখেন :

OF OLIVER GOLDSMITH

A Poet, Naturalist, and Historian
Who left scarce any style of writing untouched,
And touched nothing that he did not adorn ;
Of all the passions,
Whether smiles were to be moved or tears,
A powerful yet gentle master ;
In genius, sublime, vivid, versatile,
In style, elevated, clear, elegant.

জন ডায়ারের (১৬৯৯-১৭৫৭) Gronger Hill-কে (১৭২৫) প্রথম নিসর্গ কবিতা বলে ধরা হয়। কিন্তু ঐ কালে প্রকৃতি-প্রীতির স্পষ্ট কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল টমসনে।

জেমস টমসন (১৭০০-১৭৪৮) জন্মেছিলেন প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠ স্কটল্যাণ্ডে, অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনি লেখেন The Seasons (১৭৩০)। এর চারটি ভাগ Winter (১৭২৬), Summer (১৭২৭), Spring (১৭২৮) Autumn। এর প্রথম তিনটি ঋতু আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। পরে সব কটি একত্রিত হয়। বিভিন্ন ঋতুর মধ্যে দিয়ে প্রকৃতি তাঁর কাছে অনেক আপন হয়ে দেখা দিয়েছিল।

টমসনের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কাব্য The Castle of Indolence, স্পেনসরীয় রীতিতে এটি লেখা। যদিও স্পেনসরের গাম্ভীর্য বা কাব্যগুণ কোনটাই এতে নেই। .

টমসন 'রুল বিটানিয়া'-র কবি।

উইলিয়াম কলিন্‌স্‌ (১৭২১-৭৯) Ode to Evening, Dirge in

Cymbeline, How sleep the brave প্রভৃতি কবিতায় তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর রেখেছেন। এই কবিতাগুলিতে একজন উৎকৃষ্ট গীতিকবির সাক্ষাৎ মেলে।

টমাস গ্রে (১৭১৬-৭১) তাঁর Elogy (১৭৫১) বা শোককবিতার জন্য বিখ্যাত। এ ছাড়াও তাঁর দুটি ওড্ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। ওয়েলশ চারণ গায়কের বিষয়ে রচিত The Bard, এবং Ode to the Progress of Poesy.—এই কবিতাগুলি তদানীন্তন কাব্যাদর্শের থেকে পৃথক বিষয়ে রচিত। সেকালের অবিসম্বাদিত সাহিত্য-নায়ক ডঃ জনসন গ্রে-কে সুনজরে দেখেননি। বিরূপতার একটা কারণ গ্রে-র কবিতা নাকি 'licentious'। জনসনের অসন্তুষ্টি-বিধায়ক এই 'licence'-এর একটি উদাহরণ 'honied' শব্দটি, যা গ্রে 'honey' থেকে বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন (প্রসঙ্গত বলা যায়, শেক্সপীয়র ও মিলটনেও এ ব্যবহার আছে)। পরের কালে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজও গ্রে-র বিরুদ্ধতা করেছেন। পরে ম্যাথু আর্ণল্ড-এর সপ্রশংস সমালোচনা তাঁকে কিছুটা উদ্ধার করে। আর্ণল্ড্-এর মতে গ্রে-র বিষণ্ণতার কারণ যুগের প্রতিকূল আবহাওয়া।

গ্রে-র পত্রাবলী অত্যন্ত সুখপাঠ্য। পাণ্ডিত্য, বিজ্ঞান-চিন্তা ও আন্তরিক প্রকৃতি-প্রীতি সমভাবে তাঁর মধ্যে ছিল। এর সঙ্গে তাঁর ছিল ক্ল্যাসিকাল সংযম। গ্রে ছিলেন অত্যন্ত নির্ভীক ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। ১৭৫৭-তে তিনি laureateship (রাজকবির পদ) প্রত্যাখ্যান করেন।

বহু বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও গ্রের স্বকীয় মানসভঙ্গীর বিশিষ্টতা পরবর্তী কালে ক্রমে স্বীকৃতিলাভ করেছে।

উইলিয়াম কুপার (Cowper, ১৭৩১-১৮০০) যে সন্ধিক্ষণের কবি তা বোধহয় তাঁর পোপ-সমালোচনার প্রকৃতি থেকেও বোঝা যায়। পোপ সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি মিশ্র। একদিকে এই সপ্রশংস উক্তি:

Then Pope, as harmony itself exact,
In verse well disciplin'd, complete, compact,
Gave virtue and morality a grace....

অন্যদিকে প্রশংসা করতে করতেও তিনি পোপ (এবং হয়তো পোপ-শিষ্যদের) সম্পর্কে বলেন:

But he (his musical finesse was such,
So nice his ear, so delicate his touch)

Made poetry a mere mechanic art ;
And ev'ry warbler has his tune by heart.

(Table Talk)

অনেকটা পোপের অনুবাদের প্রতিবাদেই তিনি হোমারের অনুবাদ করেন, কারণ তাঁর মতে পোপের অনুবাদ ছিল কৃত্রিম, কিন্তু কুপারের অনুবাদও নীরস।

কুপার ছিলেন মিলটনের ভক্ত। মিলটনের Lycidas-এ তিনি দেখেছিলেন, 'the liveliness of the description, the sweetness of the numbers, the classical spirit of antiquity" Paradise Lost-এর সঙ্গীত ('like that of a fine organ') সম্পর্কে তিনি উচ্ছ্বসিত।

কুপারের প্রধান রচনা এইগুলি : আটটি Moral Satires, The Task Tirocinium or A Review of Schools, (পাবলিক স্কুলের দুর্নীতি ও বর্বরতাব উপর এই আক্রমণ যুক্তিসঙ্গত ছিল, কিন্তু এই জাতীয় কাব্যে কুপার খুব সফল নন)। বিবিধ ক্ষুদ্রাকার কবিতা। নীতি আলোচনার আদর্শ তাকে দীর্ঘ কবিতা রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল, কিন্তু জীবনের মৃদু আনন্দগুলি সুন্দরভাবে ধারণ করে আছে তাঁর ক্ষুদ্র কবিতাগুলি।

The Task (অংশ বিশেষ), Lines written during a period of insanity, The Poplar field, To Mary, On the Receipt of My Mother's Picture (ছ' বছর বয়সে কুপার মাতৃহীন হন), On the Loss of the 'Royal George', The Castway, হাস্যরসাত্মক John Gilpin প্রভৃতি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা।

কুপারের এক বন্ধু লেডী অষ্টিন লঘুভাবে কুপারকে তাঁর ঘরের সোফার উপর একটি কবিতা লিখতে বলেন। কুপার লেখেন The Sofa এটি The Task-এর প্রথম খণ্ড। পরবর্তী পাঁচটি খণ্ড হচ্ছে The Time-piece, The Garden, The Winter Evening, The Winter Morning Walk and the Winter Walk at Noon.

'সন্ধিক্ষণে'-র চিহ্ন The Sofa-য় স্পষ্ট। এর প্রথম নব্বই লাইনে উপবেশনের ইতিহাস বর্ণিত—তথ্যবহুল সিরিও-কমিক ভঙ্গিতে লেখা এটুকু। তারপরে যখন ব্যক্তিক ক্ষেত্রে আসছেন তখনও প্রথম দিকে সরস ভঙ্গিটি বজায় রেখেছেন :

The SOFA Suits

The gouty limb

কিন্তু সোফা তাঁর জন্য নয়, কবিতা আরো ব্যক্তিক ক্ষেত্রে আসে, হাস্যরস বর্জিত হয়:

For I have lov'd the rural walk through lanes

Of grassy swarth, close cropt by nibbling sheep.......

আমরা যেন ঈষৎ তরল অগাষ্টান ধরণ থেকে রোমান্টিক প্রকৃতিপ্রীতিতে এসে পৌঁছই। অনেকে কুপারকে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের দুর্বল পূর্বাভাস মনে করেন। এর পরে এতে আছে বিভিন্ন দৃশ্য-বর্ণনা, গ্রামের দরিদ্র-জীবন, 'কৃত্রিম' উদ্যান, গ্রাম-জীবনের গুণাবলী, 'savage' লণ্ডনের জীবনযাত্রার তুলনায় গ্রাম-জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি।

একদিকে লণ্ডন fairest' অন্যদিকে 'worst'. তার 'fairness' হচ্ছে তার কলা, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য। আর 'riot and incontinence' হচ্ছে অবিচার, peculation, ঈশ্বরের নীতি লংঘন প্রভৃতি। নগরবাসীরা নগরকে—

Has made, what enemies could ne'er have done,

কুপারের কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে সেই সুবিখ্যাত উক্তি: God made the country, and man made the town.'

কুপার এই প্রকৃতি-বর্ণনার সঙ্গে এই ঘোষণা করতে সদা ব্যস্ত:

'Nature is but a name for an effect,

Whose cause is God.'

কবিতাকে তিনি নিয়ে যেতে চাইতেন 'To its just point—the service of mankind' (The Task, Book III) এবং কবিতা লেখার দ্বিতীয় কারণ 'Amusements are necessary........'

জেমস ম্যাকফারসন (১৭৩৬-৯৬), টমাস পার্সি (১৭২৯-১৮১১) এবং টমাস চ্যাটারটন (১৭৫২-৭০)—তিনজন কবিরই দৃষ্টি পড়েছিল অতীতের দিকে। স্কটল্যাণ্ডের লোক ম্যাকফারসন প্রাচীন স্কটিশ বা গেলিক এক কবির নাম—Ossian—নিয়ে Fingal (১৭৬২) এবং Temora (১৭৬৩) নামে দুটি বীরকাব্য প্রকাশ করেন। এগুলি বাইবেলের মত গদ্যছন্দে লেখা।

হোমারীয় ধরণের অনুসরণ আছে। ম্যাকফারসন বলেন, এগুলি 'অনুবাদ'। পণ্ডিতেরা ধরে ফেলেন যে তা নয়, সবই মিথ্যা। কিন্তু 'অনুবাদ' মিথ্যা হলেও গ্রন্থের রচনাগুণ মিথ্যা নয়, কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি পড়তে পণ্ডিতদের সময় লেগেছিল। লেখাগুলো আসলে পুরোনো বিক্ষিপ্ত কবিতার ওপর কিছুটা রং বোলানো।

পার্সি ওসিয়ান দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি পুরাতন পুঁথিপত্র ঘেঁটে তা থেকে বেছে প্রকাশ করেন Reliques of Ancient English Poetry (১৭৬৫)। এতে তাঁর নিজের হাতের ছাপ নেই। কবিতাগুলি খাঁটি। এই গ্রন্থের মাধ্যমে মধ্যযুগের প্রভাব যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছিল। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ ও কীটসে এর প্রভাব আছে।

চ্যাটারটনের বাবা ব্রিষ্টলের এক গীর্জায় কাজ করতেন। বালক চ্যাটারটনের ঘন প্রাচীন গীর্জ্জার রহস্যজড়িত স্বপ্নাবিষ্ট অন্তঃপুরের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুরে বেড়াত। এক সময় তিনি বললেন—Rowleie নামে পঞ্চদশ শতকের এক পাদ্রীর রচিত কিছু কবিতা গীর্জায় পাওয়া গিয়েছে। আসলে কবিতাগুলি চ্যাটারটনের নিজের লেখা—কিছু প্রাচীন ইংরেজী শব্দের সাহায্যে। এ মিথ্যা ধরা পড়ে গেল পণ্ডিতদের কাছে। চসার থেকে শব্দাবলী গ্রহণ করলেও স্পেনসারের প্রভাবই তাঁর ওপর বেশী। ১৭৭০-এ তিনি লণ্ডনে এসে লেখক ও সাংবাদিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করেছিলেন, তাতে ব্যর্থ হয়ে হতাশ চ্যাটারটন আত্মহত্যা করেন—তখন তাঁর বয়স আঠারোও হয় নি।

রবার্ট বার্ণস্ (১৭৫৯-৯৬) দরিদ্র কৃষকের সন্তান, কিন্তু দৃঢ়চিত্ত পিতার চেষ্টায় তাঁর শিক্ষা ভালভাবেই হয়েছিল। বিদ্যালয়ের শিক্ষার বাইরে আর এক বড় শিক্ষা হয়েছিল তাঁর—স্বীয় দেশ স্কটল্যাণ্ডের লোক-গাথার সংস্পর্শে এসে। ইংরাজীর চেয়ে মাতৃভাষা স্কটিশেই তিনি স্বতঃস্ফূর্ত ছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর বার্ণস্ ভাই-সহ একটি কৃষি-ফার্ম চালাবার চেষ্টা করেন, এবং ব্যর্থ হন। আর্থিক দুর্দশা বিশেষভাবে দেখা দেয়। অন্যদিকে তিনি ধর্মে বিশ্বাস হারান, কারণ ধর্মের মধ্যে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ভণ্ডামি ও অত্যাচার। ফলে গীর্জার তরফ থেকে তিনি জনসমক্ষে নিন্দিত হন। পুরাতন বন্ধু জন র‍্যাংকিন এই সম্পর্কে বিস্তৃত জানতে চেয়ে চিঠি দেন বার্ণসের কাছে।

বার্ণস্ উত্তর দেন কবিতাতে—Epistle to John Rankine. এইখান থেকে বার্ণসের কাব্যজীবনের প্রকৃত সুরু।

আর্থিক দুরবস্থা চরমে আসায় তিনি ঠিক করেন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে চলে যাবেন। যাবার আগে তিনি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কবিতার পাণ্ডুলিপি থেকে প্রকাশ করেন Poems (১৭৮৬)—প্রধানত স্কটিশ উপভাষায় লেখা। এ বইটি ভালভাবে গৃহীত হয় এবং বার্ণস্ তাতে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে না গিয়ে লেখক-বৃত্তি নেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কোনদিনই তিনি খুব স্বচ্ছল হন নি। সামান্য মাইনের চাকুরীতে তাঁর দিনাতিপাত করতে হয়েছে।

ফরাসী বিপ্লবের সাম্য ও মুক্তির মন্ত্রকে তিনি সমর্থন করতেন প্রকাশ্যে। ফলে স্থানীয় অভিজাতদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে।

ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন কিছুটা উচ্ছৃংখল ও মদ্যাসক্ত। তাঁর বিপুল প্রাণশক্তি নানাদিকে খণ্ডিত ও ব্যাহত হওয়ার ফলে তাঁর কাব্যপ্রতিভা হয়তো তার চূড়ান্ত দেয় দিতে পারে নি। মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু এই স্বল্পকালের কাব্য-কর্মও তাঁকে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ম্যাথু আর্ণল্ড্ তাঁকে এই স্বীকৃতি দিতে চান নি। কিন্তু অন্যান্য সমালোচকরা আর্নল্ডের এ মত গ্রহণ করেন নি। তাঁর বিপুল জীবনাবেগ তাঁর কবিতার মধ্যেও স্পন্দিত, তাঁর প্রেমগাথা তীব্রতায় কামনায় ও উন্মাদনায় বিশিষ্ট। দুই শতাধিক গান আছে বার্ণসের, এবং শেষ জীবনে গানের দিকে তিনি বেশী ঝুঁকেছিলেন। গানে তাঁর খ্যাতি আন্তর্জাতিক—বিশ্ব-সঙ্গীতের ভাণ্ডারে তা স্থায়ী আসন পেয়েছে। Tam O' Shanter (১৭৯০) এবং The Jolly Beggars তাঁর সবশ্রেষ্ঠ গাথাকাব্য। জলি বেগারস্-এ আঙ্গিকের উপর বিস্ময়কর দখল লক্ষণীয়। The Cotter's Saturday Night সরল কৃষক জীবনের কথা।

বার্ণস্ পরিপূর্ণ অর্থে একজন মৌলিক কবি। তাঁর কোন পূর্বসূরী নেই।

উইলিয়াম ব্লেক (১৭৫৭-১৮২৭) কাব্যজগতে স্বীকৃতি পেয়েছেন দেরীতে তার কারণ, আলো-আঁধারের এমন একটা মনোজগতে তিনি বাস করতেন যা পাঠকের অজ্ঞাত; দ্বিতীয়ত তিনি সেই জগতকে বোধগম্য করার মত ভাষা ব্যবহার করতে পারেন নি; তৃতীয়ত, প্রকাশনারও ত্রুটি ছিল। তাঁর অধিকাংশ বইয়ের অঙ্গসজ্জা এত সুন্দর যে তা শিল্পসংগ্রহকারীর কাছে রক্ষিত

হয়েছে। পরবর্তীকালে রোমান্টিক যুগের সুস্পষ্ট পূর্বসূচক হিসেবে তিনি স্বীকৃত হয়েছেন।

গরীব বাবার ইচ্ছা ছিল ছেলেকে অংকন বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন, কিন্তু দারিদ্র্যের জন্য তা সম্ভব হয় নি। চোদ্দ বছর বয়সে ব্লেক এক এনগ্রেভারের কাছে শিক্ষানবীশ নিযুক্ত হন। সাত বছর শিক্ষানবীশ থেকে তারপর তিনি নিজে দোকান দেন। এই ছিল তাঁর জীবিকা। যাতে গড়ে সাপ্তাহিক আয় দশ শিলিং-এর বেশী ওঠে নি। ১৮০৯-এ তিনি তাঁর ছবির যে প্রদর্শনী করেন তার খরচ ওঠে নি। নানা বিরূপতা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। ছবির প্রকাশক Cromek কর্তৃক তিনি জঘন্যভাবে প্রবঞ্চিতও হন।

ব্যক্তিগত জীবনে ব্লেক বরং কিছুটা সুখী ছিলেন। পঁচিশ বছর বয়সে তিনি এক মালীর নিরক্ষর মেয়েকে বিয়ে করেন। পরে অবশ্য ক্যাথারিনকে ব্লেক লেখাপড়া শিখেয়েছিলেন। স্বামীকে তিনি সন্তান দিতে পারেন নি, কিন্তু সে অভাব তিনি পূরণ করেন তাঁর ভালবাসা ও সৌহার্দ্য দিয়ে।

ব্লেকের কল্পনায় একটি অতীন্দ্রিয় জগতের অস্তিত্ব ছিল। তিনি নাকি স্বর্গীয় দেবদূতদের সাক্ষাৎ পেতেন। এই বিচিত্র মনকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না, বরং তাঁর ছবি এই মনকে প্রতিফলিত করেছে বেশী।

'সংস্কৃত' মানুষদের সংস্পর্শে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন না। 'সংস্কৃত' মানুষদের নিয়ে তিনি একটি কৌতুক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন An island in the Moon.

ব্লেক ফরাসী বিপ্লবের সমর্থক টমাস পেনের সান্নিধ্যে আসেন এবং নিজেও ফরাসী বিপ্লবের সমর্থন করেন। তিনি সাত পর্বে সমাপ্ত একটি কাব্য লেখেন— The French Revolution। এর মাত্র একটি খণ্ড পাওয়া গেছে। এই সময় তিনি গদ্যে লেখেন There is no Natural Religion এবং All Religions are one.

১৭৮৯-তে তিনি লেখেন Songs of Innocence কাব্য এবং ১৭৯৪-তে Songs of Experience। একটিতে সেই 'The little girl lost' তাকে ফিরে পাওয়া গেল, আর একটিতে সে Lost কেন না She has learned.

Chimney Sweeeprsএ একদিকে দানের আনন্দ অন্যদিকে নগ্ন দারিদ্র্য—এই বৈপরীত্যের চিত্র অংকিত।

বিধাতার দৃপ্ত অস্তিত্ব ব্লেক প্রকৃতির সর্বত্রই অনুভব করতেন। শুধু স্নিগ্ধ প্রকৃতি নয়, এমন কি প্রকৃতির রুদ্র সন্তান ব্যাঘ্রকে দেখেও তাঁর মনে জাগে :

What immortal hand or eye,
Could frame thy fearful symmetry ?

The Marriage of Heaven and Hell (১৭৯০) সম্ভবত ব্লেকের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। প্রেমের সঙ্গে শক্তির সম্মিলনই 'marriage of Heaven and Hell.'

ওয়ার্ডসওয়ার্থ একবার ব্লেককে বলেছিলেন—পাগল। কিন্তু সঙ্গে যোগ করেছিলেন 'এই মানুষটির পাগলামি স্কট কিংবা বায়রণের বিচক্ষণতার চেয়ে আমাদের মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে।'

আর একালের ইতিহাসকার বলেছেন : The final note of Blake's career is not one of Tragedy. His own works and the record of others show that he had subdued the world to his own unconquerable spirit. He died singing (C C H.)

নাটক

অষ্টাদশ শতকে নাটকের দুর্ভিক্ষ। একদিকে রেষ্টোরেশনের যুগের প্রতিক্রিয়ায় নাট্য-দুর্নীতি সংযত করায় চেষ্টা হয় আইন দিয়ে। মধ্যবিত্ত নীতিবোধ তখন কিছুটা জাগ্রত। অন্যদিকে কিছু গার্হস্থ্য নাটক ও সেন্টিমেণ্টাল কমেডি রচিত হোলো—অতিরিক্ত ভাবালুতা যার লক্ষণ। সেন্টিমেণ্টাল কমেডির বিরুদ্ধে কেউ কেউ জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন, যেমন, গোল্ডস্মিথ। তারও মাধ্যম ঠাট্টা-পরিহাস-ভরা কমেডি। কমেডিরই কাল এটা নাটকে।

গোল্ডস্মিথের The Good-Natur'd Man (১৭৬৭) প্রযোজকদের কাছে ভাল অভ্যর্থনা পায়নি। স্যার উইলিয়াম হানিউড, 'ভাল প্রকৃতির লোক', বহুদিন বাদে বিদেশ থেকে এসে ভাইপোর অভিভাবক হিসেবে নিজেকে আড়ালে রাখে এবং ছেলেটির উপর নজর রাখে। শেষ দৃশ্যে সে তার

উদ্ঘাটিত করে। এ কাহিনীর পূর্বচিহ্ন আছে। (দ্রষ্টব্য F. S. Boas: An Introduction to Eighteenth Century Drama).

গোলড্‌স্মিথের দ্বিতীয় নাটক She Stoops to Conquer; or The Mistakes of a Night (লিখিত ১৭৭১) তাঁর সুখ্যাতির মূলে। নায়কের অত্যন্ত লজ্জা এবং ভীরুতা, সে নায়িকাকে প্রেম জানাতে পারে না। নায়িকার কিন্তু এ হেন নায়কের প্রতিই প্রেম। অগত্যা শেষে নায়িকা ঝি সেজে নায়কের সঙ্গ লাভ করে।

রিচার্ড ব্রিন্‌স্‌লি শেরিডান (১৭৫২-১৮১৬) বাইশ বছর বয়সে দুজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে হারিয়ে সে যুগের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ও সুগায়িকা এলিজাবেথ লিনলিকে (এঁকে মডেল করে Sir Joshua Reynolcls তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র St Cecilia এঁকেছিলেন। St Cecilia সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী) বিবাহ করেন। নাট্যকার, থিয়েটার ম্যানেজার, আইনসভার সদস্য, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সুবক্তা, পরিণত জীবনে অতিরিক্ত মদ্যপায়ী শেরিডান স্বয়ং এক নাটকীয় চরিত্র।

শেরিডানের নাটক ছয় খানি। The Duenna (১৭৭৫) নামক কমিক অপেরাটির বিশেষ জনপ্রিয়তার মূলে ছিল কাহিনী সাজানোর নৈপুণ্য এবং এর সঙ্গীতাংশ। অন্য নাটকগুলির নাম A Trip to Scarborough (১৭৭৭, Vambrughএর Relapseএর অনুসরণে লেখা) Pizarro (১৭৯৯, Kotzelree এর অনুসরণ) The Critic (১৭৭৯), The Rivals (প্রথম অভিনয় ১৭ই জানুয়ারী ১৭৭৫) এবং The School for Scandal (প্রথম অভিনয় ১৭৭৭)।

শেষ তিনটি মৌলিক রচনা এবং মূলতঃ শেষের দুটি হাই কমেডির জন্য তাঁর খ্যাতি। গোল্‌ড্‌স্মিথ সেণ্টিমেণ্টাল কমেডির বিরুদ্ধে যে আক্রমণ আরম্ভ করেছিলেন তার উত্তরাধিকার শেরিডানে। The Rivals-এর (রচনা ১৭৭৫) প্রথম অভিনয় সফল হয় নি। দুই একটি চরিত্রের সংলাপের অল্পবিস্তর বদলের পর এর দ্বিতীয় অভিনয় সফল হয়েছিল। প্লটের দিক থেকে The Rivals খুব মৌলিকতার দাবী করতে পারে না। উপন্যাস-পড়া, রোম্যাণ্টিক নায়িকা Lydia Languish দরিদ্র পাত্র ছাড়া বিবাহ করবেন না। নায়কের বাধ্য হয়ে দরিদ্র সাজা, বিবাহের ব্যাপারে পিতার মনোনয়নে তার প্রবল আপত্তি, এদিকে

নিজের অজ্ঞাতসারে সেই মনোনীতা পাত্রীর সঙ্গেই তার প্রেম, অবস্থার চাপে পড়ে কোন এক কাপুরুষের দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামা, Mrs. Malaprop-এর "nice derangement of epitaphs"—এ সমস্তই শেরিডানের আগে নাট্যকাররা ব্যবহার করেছেন। শেরিডানের কৃতিত্ব এই যে, এই সমস্ত পুরোনো বিষয়বস্তুকে তিনি রচনার গুণে সরস এবং সজীব করে তুলেছিলেন। নাটকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্র Mrs. Malaprop। ভদ্রমহিলা কেবলই ভুল শব্দ ব্যবহার করে ফেলেন। নীচে একটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

"I would send her, at nine years old, to a boarding school, in order to learn a little ingenuity and artifice. —Then sir, she should have a supercilious knowledge in accounts :—and as she grew up, I would have her instructed in Geometry, that she might know something of the contagious countries ;—but above all, Sir Anthony, she should be mistress of orthodoxy, that she might not mis-spell, and mispronounce so shamefully as girls usually do."

লিডিয়ার অবাস্তব কল্পনাবিলাস এবং ফকল্যাণ্ড-জুলিয়ার প্রেমের ইতিবৃত্তে ফকল্যাণ্ডের সদাসন্দিগ্ধ মনোভাবের বর্ণনায় শেরিডান "Sentimental Comedy"-কে ব্যঙ্গ করেছেন।

The School for Scandal (১৭৭৭) প্রযোজনা ও শিল্পী-নির্বাচন করেন শেরিডান স্বয়ং এবং হোরেস ওয়ালপোলের মতে, 'There were more parts performed admirably........than I almost ever saw in any play." এই নাটকের প্রধান গুণ হলো তীক্ষ্ণ সংক্ষিপ্ত witty সংলাপ। এ ব্যাপারে শেরিডান Congreve-এর কাছে ঋণী। প্লটের অনেক কিছু পুরাতন, কিন্তু পরিবেশন গুণে উপভোগ্য। বৃদ্ধ, অল্পমাত্রায় সন্দেহপ্রবণ স্বামী Sir Peter Teazle, কুৎসা রটনায় বিমুখ। কিন্তু বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা Lady Teazle, যিনি প্রাকবিবাহ জীবনে গ্রামের সাধারণ দরিদ্র ঘরের মেয়ে কিন্তু বিবাহের পরে লণ্ডনের ফ্যাসানদুরস্ত মহিলার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন যে কোন বিষয়ে—কুৎসা রটনাতেও। আর দুই ভাই যোশেফ সারফেস এবং চার্লস সারফেস। প্রথম জনের মুখে সর্বদা নীতিবাক্য লেগেই আছে। কিন্তু মনে মনে

যে সর্বদা প্যাঁচ কষছে কি করে কার সঙ্গে প্রেম করা বা প্রেমের অভিনয় করে সম্পত্তি হাতানো যায় ; দ্বিতীয় জন অমিতব্যয়ী, অসংযমী কিন্তু হৃদয়বান। এদের নিয়ে শেরিডানের মূল গল্প। ইংরাজী নাটকের শ্রেষ্ঠ দৃশ্যগুলির মধ্যে এই নাটকটির "Screen scene" নামে পরিচিত দৃশ্যটি অন্যতম। এই নাটকে শেরিডান কুৎসাপ্রিয় সমাজের একটি পূর্ণ চিত্র দিয়েছেন। বস্তুতঃ নাটকের আরম্ভ সেই কুৎসাপ্রিয় সমাজের অন্যতম উৎসাহী সভ্যা Lady Sneerwell-কে দিয়ে। "The Man of Sentiment" যোসেফের মধ্য দিয়ে শেরিডান Sentimental comedy-কে ব্যঙ্গ করেছেন। High comedy হিসাবে F. P. Boas (18th Century Drama. 1700-1780) The School for Scandal-কে শেক্সপীয়রের Much Ado About Nothing এবং As you Like It-এর সঙ্গে এক পংক্তিতে রাখার পক্ষপাতী। নাটকটির সংলাপের তীক্ষ্ণতার প্রশংসা করে তিনি বলেছেন—

"Thus it was that the British stage had to wait for dialogue on a par with his till the early years of the twentieth century in the plays of that brilliant group of dramatist headed by G. B. Shaw, W. B. Yeats, J. M. Synge, and Sean O' Casey, born like Sheridan on 'John Bull's Others Island."

অষ্টম অধ্যায়

ওয়ার্ডসওয়ার্থ যুগ ঃ রোমান্টিক যুগ

১৭৯৮—১৮৩২

ইংলণ্ডের ইতিহাসে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাল সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যুগ। ১৭৭০ খৃঃ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের জন্ম, কিন্তু যুগের বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে ১৭৯৮-১৮৮২ পর্যন্ত কালসীমাকে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাল বা রোমাণ্টিক যুগ বলা হয়ে থাকে।

Theodore Walts-Dunton বলেছেন, রোমাণ্টিক জাগরণ হচ্ছে 'the renaissance of wonder and mystery'.

রোমাণ্টিক কবিমানসের অন্য বৈশিষ্ট্য অতীত-প্রীতি ও স্বপ্নপ্রয়াণ। একটি বিস্ময়াবিষ্ট জীবনচেতনার উদ্বোধন—এ যুগের প্রধান লক্ষণ। এ যুগের কাব্যে তার বিচিত্র অভিব্যক্তি।

ক্ল্যাসিক্যাল জীবনদর্শনের সঙ্গে রোমাণ্টিক জীবনদর্শনের পার্থক্য সুস্পষ্ট। ক্ল্যাসিক্যাল কবি বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় জগৎ ও জীবনকে অখণ্ড সমগ্রতায় গ্রহণ করার প্রয়াসী। সে হৃদয়ের আর্তি ব্যক্তিক বাসনা উদ্দাম অভিলাষকে জাগতিক বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গ্রহণ করতে চায়। সমন্বয় বিধানের প্রয়াসই তার মুখ্য। জীবনের ব্যাঘাতে বিক্ষুব্ধ মুহূর্তগুলিকে ক্ল্যাসিক্যাল কবি সহনশীলভাবে গ্রহণ করে, স্বীকার করে। চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে দুস্তর বিরোধের অবশ্যম্ভাবিতা সে দুর্লভ প্রশান্তির মাধ্যমে আত্মস্থ করে—এখানেই ক্ল্যাসিক্যাল কবির মহানুভব বৈশিষ্ট্য। দুঃখের তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ হয়ে রোমাণ্টিক কবিমানস যেমন অতীতচারী হয়ে ওঠে বা স্বপ্নপ্রয়াণ করে ক্ল্যাসিক্যাল কবির ক্ষেত্রে তা হয় না। ক্ল্যাসিক্যাল কবির দৃষ্টি অনেকাংশে বস্তুগত। সে অবজেকটিভ, রোমাণ্টিক কবির দৃষ্টি আত্মগত। বস্তুগত দৃষ্টির ফলে পরিমিতি-বোধ, সারল্য, স্বচ্ছতা ক্ল্যাসিক্যাল রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। রোমাণ্টিক কবি বস্তুকে দেখে আপন চেতনার রঙে। সূক্ষ্ম রহস্যময়তাকে প্রকাশ করতে চায় বলেই সে কিছু বলে ভাষায় কিছু আভাসে। সে চিরঅতৃপ্ত, সে এক অসন্তুষ্ট স্রষ্টার দূত। বাস্তবের বন্দীশালায় সে ক্রন্দনাতুর। মুক্তির অন্বেষণে তার অন্তর

তারই সৃষ্ট এক নতুন রহস্যলোকে ধাবমান। অবশ্য এবারক্রম্বির মতে ক্ল্যাসিসিজম্ ও রোমাণ্টিসিজম্ পরস্পর-বিরুদ্ধ নয়। কারণ, রোমাণ্টিসিজম্ হচ্ছে 'an elements of art', আর ক্লাসিসিজম্ হচ্ছে 'a mode of combining the elements.'

রুশোর Confessions (1781-88) গ্রন্থের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে রোমাণ্টিক আন্দোলনের প্রেরণার কাহিনী উন্মোচিত হয়েছে। "I am not made like any one, I am seen; I dare believe that I am not made like anyone in existence. If I am not better, at last I am different" ব্যক্তির এই গৌরব-চেতনা থেকেই সাহিত্যের নূতন আন্দোলন জন্ম নিয়েছিল। ইংলণ্ডে লোকসাহিত্য সংগৃহীত হলো, জার্মানীতে তা প্রশংসা পেল। গ্যযটে এবং শীলার জার্মান নাটকে নবক্লাসিক রীতিতে পুরোপুরি অস্বীকার করেন নি সত্য, কিন্তু বোমাণ্টিক বিদ্রোহী নায়ককে মহিমাময় রূপে রূপায়িত করেছেন।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজের Lyrical Ballads (১৭৯৮) এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'Preface'—(1800) দিয়েই ইংলণ্ডের রোমাণ্টিক কালের সুরু। ইতিমধ্যে কোলরিজ কিছুদিন জার্মানীতে কাটিয়ে এসেছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছিলেন ফরাসী দেশে যে ফরাসী দেশ তখন বিপ্লবের মুখোমুখী।

জার্মানীতে কয়েকজন অসাধারণ প্রতিভাধর সাহিত্যিকের আবির্ভাবে রোমাণ্টিক আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করেছিল। সাহিত্যের সমস্ত বিভাগে রোমাণ্টিক আন্দোলনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়লো বটে কিন্তু তার সবচেয়ে বেশী প্রভাব গীতি কবিতার ক্ষেত্রে এবং উপন্যাস Jean Paul Richter এবং E. T. A Hoffmann-এর প্রভাব বিশ্বজোড়া। এই সময়ে Herber-এর নেতৃত্বে জার্মানীতে লোকসঙ্গীত ও লোকগীতিকা সংগৃহীত হতে লাগলো, সংগ্রহ থেকেই সাহিত্যে গীতিকা-আঙ্গিকানুসৃতির সূত্রপাত।

যদিও রুশো রোমাণ্টিক আন্দোলনকে প্রথম স্পর্শ করেছিলেন তবুও একথা সত্য ফ্রান্স আন্দোলনে একটু দেরীতেই যোগ দিয়েছিল, এর কারণ বোধহয় ফরাসী দেশের রোমাণ্টিক জাগরণ রাজনীতিতে শক্তি-ব্যয় করছিল। কিন্তু কিঞ্চিৎ পরে যোগ দেওয়ার পর ফরাসী সাহিত্য দ্রুতগতিতে রোমাণ্টিক আন্দোলনে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে।

প্রাক্ রোমাণ্টিক যুগে গীতি কবিতা আপন সমৃদ্ধির চরমরূপকে প্রকাশ

করতে পারে নি। রোমান্টিক যুগে তা সম্ভব হয়েছে। এই গীতিকবিতা জার্মাণ, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছে। ইংলণ্ডের পুরাতন সাহিত্য ও লোকগাথার মধ্যে বিক্ষিপ্ত আকারে এর উপাদান আগে থেকেই কিছুটা ছিল।

সমসাময়িক ঘটনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব। ১৭৬৫ থেকেই যন্ত্রশক্তির প্রয়োগ ও প্রসার বাড়তে থাকে ও ক্রমে ধনিক-সভ্যতার পত্তন করে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতিপ্রীতির মূলে যান্ত্রিক মলিনতার প্রতিক্রিয়া কিছুটা কাজ করেছে।

দ্বিতীয়ত, ফরাসী বিপ্লবের তাত্ত্বিকদের আবির্ভাব এই সময়ে। বিশেষত, রুশোর ব্যক্তিত্ব-স্বীকৃতি-মূলক চিন্তা এবং প্রকৃতির শুভ প্রভাব সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য দূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল।

তৃতীয়ত, ফরাসী বিপ্লবের মুক্তি ও সাম্যের চিন্তা গোটা পৃথিবীতেই তার প্রভাব বিস্তার করে।

চতুর্থত, জার্মান দার্শনিক সমগ্র বিশ্বকে পরমশক্তির প্রকাশ হিসেবে দেখেছিলেন ; এ চিন্তার ছায়াও রোমান্টিক কবিদের মধ্যে দেখা দেয়।)

কবিতা

উইলিয়ম ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০) ইংলণ্ডের উত্তরে লেক ডিস্ট্রিক্টে জন্মগ্রহণ করেন। কোলরিজ প্রভৃতি কবিরাও পরে এখানে আসেন। তাই এঁদের গোষ্ঠিকে 'লেক পোয়েট্‌স' বলা হয়।

কেম্ব্রিজে পড়াশুনো করেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। রুশো গড্‌উইন প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত হন। ফরাসী বিপ্লবের সক্রিয় সমর্থক হিসেবে ফ্রান্সে যান (১৭৯১-৯২)। ফ্রান্সে রাজতন্ত্রী পরিবারের কন্যা Marieকে বিয়ে করেন ও তাঁদের নবজাত কন্যা রেখে ইংলণ্ডে এসেছিলেন কর্মোপলক্ষে, এবং যুদ্ধের কারণে তাঁর পথ রুদ্ধ হয়। ১৮০২-এ Mary Hutchinson-কে বিবাহ করেন। ভগ্নী ডরোথির প্রীতিস্নিগ্ধ সান্নিধ্য তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত পরমসম্পদ হিসেবে ছিল। কোলরিজকে তিনি পেয়েছিলেন বন্ধু হিসেবে। এই সহযোগ বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল—উভয়ের দিক থেকেই।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজের যুগ্ম প্রচেষ্টায় ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে Lyrical Ballads প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের প্রকাশকাল থেকেই ঐতিহাসিকভাবে

রোমান্টিক সাহিত্যের সূত্রপাত হল ইংরাজী সাহিত্যে। এ কাব্য প্রণয়নের কালে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ঠিক করেছিলেন যে কাব্য-বিষয় হবে 'from common life', ভাষা হবে যা 'really used by men', এবং এর মধ্যে 'primary laws of our nature' অনুসন্ধান করবেন। তিনি গ্রামীণ ও দরিদ্র জীবনকে গ্রহণ করলেন, কারণ, তাদের 'elementary feelings co-exist in a state of greater simplicity', এবং in that condition the passions of men are incorporated with the beautiful and permanent forms of Nature.'

লিরিকাল ব্যা লাড্স-এ ওয়ার্ডসওয়ার্থ লেখেন Simon Lee, Expostulation and Reply, The Idiot Boy, Tintern Abbey প্রভৃতি। এই কবিতায় তিনি যেমন উপলব্ধি করেছেন প্রকৃতিকে, তেমনি শুনেছেন 'the still sad music of humanity.'

ওয়ার্ডসওয়ার্থ একদিকে 'worshipper of nature' (তাঁর নিজের ভাষায়), এবং ফরাসী বিপ্লবের সমর্থক, আবার নেপোলিয়নের বিশ্বগ্রাসী লোভের বিরুদ্ধে তাঁর সনেট সতর্ক প্রহরী।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন. 'Every great poet is a teacher', যদিও ব্যাপারটা যান্ত্রিক নয়। তাঁর মতে, তাঁর অনুভূতি ধ্যানের দ্বারা নিয়মিত।

The Prelude তাঁর আত্মার বিকাশের কাহিনী। সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থ এটি। এটি কারো কারো মতে 'greatest blank verse poem written since Paradise Lost.' Wordsworth নিজেও বলেছিলেন, 'I have done my best' (Letters, 1.186) Selincourt-এর মতে ওয়ার্ডসওয়ার্থের জীবন ও কাব্যকে বোঝার পক্ষে এটি essential living document. 'The Prelude has never been rivalled in its own kind.'

এ বইয়ের উপসংহার The Excursion (১৮১৪) অবশ্য কাব্য হিসেবে ম উপাদেয়, যদিও অংশ বিশেষে অবশ্যই ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কাব্যপ্রতিভার মান মেলে। Laodamia (১৮১৪), The White Doe (১৮১৫), The Waggoner (১৮১৯), Peter Bell (১৮১৯), The River Duddon ১৮২০), Ecclesiastical Sketches (১৮২২), Memorials of a Tour n the Continent (১৮২২), Yarrow Revisited (১৮৩৫) প্রভৃতি

তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা। Lucy Gray স্কুল জীবন থেকে আমাদের কাছে পরিচিত। এ ছাড়া লিখেছেন বহু সনেট ও ওড্। Ode to Duty (১৮০৫) এবং Ode on the intimations of Immorality বিশেষ বিখ্যাত ওড্। শোক-কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভ্রাতার মৃত্যুতে রচিত Elegiac Stanzas (১৮০৫)।

তাঁকে বোঝবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক কবিতা Resolution and Independence, Margaret (Excursion-এ অন্তর্ভুক্ত) ও Michael প্রথমটিতে কবির সঙ্গে একজন বৃদ্ধ leech-gatherer-এর দেখা হচ্ছে, যে নিজেই শুধু প্রকৃতি-লীন সত্তা নয়, কবি ও প্রকৃতিজগতের মধ্যস্থও বটে।

মার্গারেট (বা The Ruined Cottage) স্বামী-পরিত্যক্তা সন্তানবতী এক রমণীর কাহিনী। ওয়ার্ডসওয়ার্থের ফরাসী প্রেমিকা Marie Annette Vallon-এর সম্পর্কিত ঘটনার ছায়া আছে এতে। এই কাহিনীর পুনরুক্তি কোনো না কোনো ভাবে ঘটেছে Guilt and Sorrow, The Borderers, The Thorn, Her eyes are wild, The Complaint of a Forsaken. Indian Woman, Ruth প্রভৃতিতে (সব কটিই ১৭৯৩-৯৯-এর মধ্যে রচিত। ১৭৯২-এর শেষে বা ১৭৯৩-এর গোড়ায় ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ফ্রান্সে Marie Annette-কে ছেড়ে আসেন।)

মার্গারেটের দুটি চরিত্রে কবি আছেন। এক, কবিতার 'I', এবং দ্বিতীয় সেই Wanderer, যে প্রকৃতির কাছ থেকে সান্ত্বনা পাওয়ার কথা বলেছে।

মাইকেলের প্রকৃতির কাছ থেকে সান্ত্বনালাভেরও কোন প্রসঙ্গ নেই। কারণ সে নিজেই তার শক্তি ও সারল্যসহ প্রকৃতির অংশবিশেষ। প্রকৃতি কবির। কাছে শিক্ষকও বটে। ক্রমে কবি প্রকৃতিকে এক বৃহৎ সত্তার প্রকাশ হিসেবেই দেখেছেন, যে জন্য তাঁকে মিষ্টিক কবি ইত্যাদি বলা হয় এবং সেই সূত্রেই তিনি বহু পাঠকের কাছে কবি-মানুষ হিসেবে কম চিহ্নিত, কিন্তু তাঁর প্রধান পরিচয় সেটাই।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ সমালোচক হিসেবে খ্যাত নন, কিন্তু কবিতা সম্পর্কে তাঁর বহু বক্তব্য (যথা, emotion recollected in tranquillity', অথবা 'the spontaneous overflow of powerful feelings' প্রভৃতি এবং কয়েকটি গ্রন্থের ভূমিকা ও প্রবন্ধাদি) পরবর্তী সমালোচকদের প্রেরণা যুগিয়েছে।

সামুয়েল টেলার কোলরিজ (১৭৭২-১৮৩৪)। নয় বছর বয়সে পিতৃহীন হ'য

সংসারের বৃহত্তর ক্ষেত্রে পা বাড়ান এবং জীবনে আর কোনদিনই শান্তি ও ভালবাসার নীড় পান নি। বই ছিল তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা, এবং অল্পকালের মধ্যে তিনি গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েছিলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়েছিলেন, কিন্তু ঋণের দায়ে অথবা এক সহপাঠীর ভগ্নীর প্রতি দুর্ভাগ্যকর প্রেমের কারণে কলেজ ত্যাগ করে চাকরীতে যোগদান করেন। বন্ধুরা তাঁকে সেখান থেকে ছাড়িয়ে আবার কলেজে ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ডিগ্রী নেন নি। সাউদির সঙ্গে একত্রে ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নূতন স্বর্গ রচনায় উদ্যোগী হন। বিবাহ করেন সারা ফ্রিকার-কে, কিন্তু এ বিবাহ ব্যর্থ হয়। ১৮০৪-এর পর থেকে কোলরিজ স্ত্রীর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখেন নি। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও ডরোথির সান্নিধ্য তাঁকে কিছুটা রক্ষা করেছিল তাঁর অস্থিরতা থেকে। শেষ জীবনে তিনি আফিমের নেশায় নিজের প্রভূত ক্ষতি করেছেন।

কোলরিজের পূর্ণ প্রতিভার কাল খুব সংক্ষিপ্ত। কবিতা ছাড়াও সমালোচক হিসাবে তাঁর স্থান খুব উচ্চে। প্রধান সমালোচনা-গ্রন্থ Biographia Literaria-র (১৮১৭) প্রথম ও শেষ অংশ গুরুত্বপূর্ণ। মধ্য অংশের দার্শনিক আলোচনা জার্মান দার্শনিক শেলিংয়ের অনুসরণে লিখিত। প্রথম অংশের গুরুত্ব আত্মজীবনীমূলক, শেষ অংশের আলোচনার অনুপ্রেরণা মুখ্যত ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থের কাব্য এবং এই অংশটি সমালোচনা হিসাবে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। বিশৃঙ্খল কোলরিজের লেখায় শৃঙ্খলা নেই। যখন যে চিন্তা তাঁর মনে এসেছে তাকেই লিপিবদ্ধ করেছেন, ফলে অপ্রাসঙ্গিকতা ও অসংলগ্নতা এর ত্রুটি। সমগ্রের চেয়ে খণ্ডাংশেই এর সাফল্য। কবি-কল্পনার প্রকৃতি-নির্ণয়ে কোলরিজ রোমান্টিক যুগের অগ্রণী আলোচক।

শেক্‌স্‌পীয়রের সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতা (১৮০৮) শেক্‌সপীয়র-আলোচনায় নূতন দিক নির্দেশ করে। শেক্‌স্‌পীয়রের পংক্তিগুলির দ্যুতি কী ভাবে বিকীর্ণ হয়েছিল তাঁর কাছে তার একটা উদাহরণ দিই। ভেনাস এ্যাণ্ড অ্যাডোনিস্‌-এর
'Look! how a bright star shooteth from the sky,
So glides he in the night from Venus' eye, এই পংক্তিদ্বয় সম্পর্কে কোলরিজের উক্তি: 'How many images and feelings are here brought together without effort and without discord—the beauty of

Adonis—the rapidity of his flight—the yearning yet hopelessness of the enamoured gazer—and a shadowy ideal character thrown over the whole.'

ছন্দ সম্পর্কেও তাঁর মৌলিক চিন্তা ছিল। তাঁর মতে 'language of excitement'-এর স্বাভাবিক সহযোগী হচ্ছে ছন্দ। কারণ 'প্রত্যাশা' ও 'বিস্ময়' দুটো বিষয় ক্রমাগত একের পর এক আমাদেব চেতনাকে জাগ্রত করে।

মৃত্যুর পরে প্রকাশিত Table Talks-এ (১৮৩৫) বন্ধুদের আলোচনাগুলি সংকলিত।

প্রবন্ধের মত তাঁর কবিতাও প্রাযশ অসম্পূর্ণ। L. G. Salingar-এর মতে কোলরিজ 'was more at home in his personal verse' (Coleridge : Poet and Philosopher) The Eolian Harp, The Nightingale প্রভৃতি থেকে সুরু করে ওযার্ডসওযার্থের শ্যালিকা সারা হাচিনসন্-এর প্রতি তাঁর প্রেমেব প্রেরণায় রচিত তাঁর বিবিধ গীতিকবিতা এব প্রমাণ।

সাধারণের কাছে কোলরিজের পরিচিত অতিপ্রাকৃত পরিবেশে রচিত The Rime of the Ancient Mairner, Christabel প্রভৃতিব জন্য। মানুষের বিশ্বাসবোধের সঙ্গে বিরোধ এড়াবার জন্য তিনি এক আশ্চর্য্য আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারতেন, যে-আবহাওযার মধ্যে বাস্তব-অবাস্তবের সীমা রেখা বিলীন হয়ে যায়।

১৭৯৭-এর শরৎকালে The Ancient Mariner সুরু করবার আগে ('কুবলা খান' খুব সম্ভবত এই সময শেষ হযেছে) কোলরিজ এক পত্রে লিখেছেন যে তাঁব প্রাযশ ইচ্ছা হয ঘুমোতে বা মরতে বা 'like the Indian Vishnu, to float about along an infinite ocean cradled in the flower of the Lotos & wake once in a million years for a few minutes' (Collected Letters, 348—52). এই কবিতায তাঁর এই বিশ্বাস ধ্বনিত—'man and bird and beast' এক রহস্যময় সৌহৃদ্যের সূত্রে বাঁধা। এবং এই বিশ্বাস যেন ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় চিন্তার সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন হয়েও সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতের বাণীবাহক।

ঘটনাটির বর্ণনা করছে এক নাবিক, যার চোখে মুখে ভাষায় এক সম্মোহনী

শক্তি, যার অস্তিত্বই এক দূরতর জগতের আভাষ দেয়। বলে সে তার নৌযাত্রার কথা। মহাসমুদ্র দিগন্ত-বলয়িত। নির্জন মেরুদেশ, প্রকৃতি সেখানে একছত্র। বিপুল বরফ জমে জমে স্তূপীকৃত হয়েছে সেখানে, তারই ফাটলের মধ্যে দৈত্যের বিদ্রোহ যেন ক্ষুব্ধ গর্জনে ফেটে পড়ছে। ঐ সূর্য যেন ভগবানের জ্যোতির্ময় আনন। ঐ ঝড় যেন বিক্ষুব্ধ পাখীর পাখার ঝাপটানি। ঝড়, জল, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র, অন্ধকার, আলোক সব একত্রিত হয়ে আশা-নিরাশা, ভয়-ভীতি, করুণা-সমবেদনা একই সঙ্গে উদ্বেলিত করেছে। এলবাট্রস্ পাখীর হত্যা, মহাসমুদ্রে পথভ্রান্তি, মৃত্যু ও জীবনের ছায়া, মৃত্যুর ভয়াবহ আশংকা, সঙ্গীহীন ভয়-জর্জর মনে প্রেতায়িত মুহূর্তের শিহরণ,—অলৌকিক এক রহস্যের জগতে আমাদের নিয়ে যায়। পাপ ও অনুশোচনায় মথিত এক মানবাত্মার আর্ত ক্রন্দন শুনি।

Christabel-এর প্রথম অংশ এনসিয়েন্ট ম্যারিনার-এর অব্যবহিত পরে রচিত। এ কাহিনী অসমাপ্ত। ডাকিনী জিরেলডাইন মোহিনী ছদ্মবেশে ক্রিষ্টাবেলের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে এ কাহিনীতে।

Christabel-এর পরিবেশও উল্লেখযোগ্য। বিস্তীর্ণ বনভূমি, পাশে মধ্যযুগের একটি দুর্গ, নির্জন নিশীথে প্রণয়িণী সেখানে প্রবাসী প্রণয়ীর মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করছে। ক্রিষ্টাবেল সম্পর্কে একটি মত : 'Christabel is the very poetry of poetry' (C.C.H)

The Pains of Sleep (১৮০৩) এবং Kubla Khan এক সঙ্গে যুক্ত করে প্রকাশ করা হয়েছে (১৮১৬)। কুব্লা খান্ কবিতাটি 'স্বপ্নে' রচিত। এই কবিতায় বিপুল পাঠের স্মৃতি ও পরস্পরবিরুদ্ধ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা একটি নিজস্ব আকারের মধ্যে আসবার চেষ্টা করেছে। মনের এ এক আশ্চর্য মায়াজগৎ।

Dejection : an Ode তাঁর সুসম্পূর্ণ কবিতা। সারা হাচিনসনের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্র-কাব্য। ১৮০২-এর এপ্রিলে যখন তিনি এটি লিখছিলেন, তখন তিনি জানতেন যে তাঁর বিবাহ ভাঙ্গনের মুখে, এবং ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মতই তাঁর আশংকা যে 'the poet in him' তখন 'dying'। অংশত ওয়ার্ডসওয়ার্থের শৈশব-সম্বন্ধীয় ওড-এর প্রত্যুত্তরে এটি রচিত। ওয়ার্ডসওয়ার্থের Resolution and Independence আবার এর উত্তর। অতএব তিনে মিলে একটি সংলাপ।

কোলরিজের হতাশা ও অবসাদের এক বিষণ্ণ চিত্র এই কবিতা।

ওয়ালটার স্কট (১৭৭১-১৮৩২) মধ্যযুগের বর্ণাঢ্য জীবনকে গ্রহণ করেছিলেন সাহিত্যের উপজীব্য হিসেবে। তাঁর রচনা প্রধানতঃ আখ্যানকাব্য, পরে তিনি গদ্য আখ্যান উপন্যাসের ক্ষেত্রে পুরোপুরি চলে আসেন।

পার্সির 'রেলিক্‌স্‌' এবং জার্মান রোমাণ্টিক ব্যালাড-এর প্রেরণায় স্কট স্কটল্যাণ্ডের লোক-গাথা-গীতি সংগ্রহ করেন ও পরে অনুরূপ আখ্যানও রচনা করেন। The Lay of the Last Minstrel (১৮০৫), Marmion (১৮০৮), The Lady of the Lake (১৮১০) তাঁর বিখ্যাত কাব্য।

উনবিংশ শতকের বাংলাদেশ স্কট, কাম্বেল ও মূরের বিশেষ ভক্ত ছিল। এঁরা প্রথম শ্রেণীর কবি নন, মধ্যযুগীয় বীর্য ও প্রেমের রোমান্স আমাদের চোখ ভুলিয়েছিল।

রবার্ট সাউদি (১৭৭৪—১৮৪৩) 'লেক পোয়েটস্‌' গোষ্ঠীর অন্যতম। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের পূর্বের রাজকবি তিনি। কোলরিজের বিশিষ্ট বন্ধু, যৌবনে ফরাসী বিপ্লবের সমর্থক। তাঁর গ্রন্থ Madoc, Roderick প্রভৃতি।

জর্জ ক্রাব্‌ (১৭৫৪—১৮৩২) রচনা করেন The Village, Tales (১৮১৩), Tales of the Hall প্রভৃতি।

দ্বিতীয় কবিগোষ্ঠী

জর্জ গর্ডন (ষষ্ঠ লর্ড বায়রন, ১৭৮৮—১৮২৪) অল্প বয়সে পিতৃহীন হন। মাতার ব্যবহারও সব সময় প্রীতিপ্রদ ছিল না। সংসারে ছিল অর্থাভাব। তাঁর একটি পা ছিল খঞ্জ। এই ক্লিষ্ট ও পীড়িত শৈশব তাঁর মনে স্থায়ী দাগ রেখেছিল। দম্ভ, উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতার মূলে হয়তো এই অতীতের প্রতিক্রিয়া। ভাগ্যের গুণে অকস্মাৎ প্রভূত সম্পত্তি ও খেতাবে অধিকারী হন তিনি। চাইল্‌ড হ্যারল্ড (১৮১২-১৪) লেখবার পর সাহিত্যিক খ্যাতিও হয় দ্রুত। নানা কুৎসা তাঁর নামে প্রচলিত ছিল। বিবাহ করেন, কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে সম্পর্ক শেষ হয়। লেডী বায়রণের অভিযোগ ছিল 'insanity'. ইংলণ্ডের নীতিবাদীরা প্রবল আক্রমণ সুরু করলেন বায়রণের বিরুদ্ধে। ১৮১৬-তে ক্ষুব্ধ বায়রণ চিরতরে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করে গেলেন ইতালিতে। সেখানে

থেকেই লিখলেন তাঁর সাহিত্যের প্রধান অংশ। শেলী পরিবার ও কীটসের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন এখানে। উভয়েরই মৃত্যু ঘটে। তুর্ক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এই সময় গ্রীস বিদ্রোহ করে। এই মুক্তি-সংগ্রামে গ্রীসের সপক্ষে যুদ্ধে যান বায়রণ। গ্রীসেই তাঁর মৃত্যু হয় ১৮২৪-এ ছত্রিশ বছর বয়সে।

বায়রণের অল্প বয়সের রচনার প্রতিকূল সমালোচনা করেছিল 'এডিনবরা রিভ্যু'। বায়রণের প্রতিবাদ বেরোল বিদ্রূপের ভাষায়—English Bards and Scotch Reviewers (১৮০৯), যা ঐ বয়সের ব্যঙ্গ-কবিতা হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লিখন-ভঙ্গিতে অগাষ্টান রীতির অনুসৃতি আছে।

এখানে উল্লেখ্য বায়রণের মধ্য দিয়ে রোমান্টিসিজমের দিগন্ত বিস্তৃত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু পূর্বতন অগাষ্টান সাহিত্যের সঙ্গে যোগও তাঁর দৃঢ়। যদিও আবার এ কথাও ঠিক যে ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি বা রচনাসংহতি থাকা সত্ত্বেও রোমান্টিক যুগের আদর্শে তা নূতন। তিনি 'লেক পোয়েট্স'-দের ঠাট্টা করেছেন, বা স্পষ্টভাবে একথাও বলেছেন :

Thou shalt believe in Milton, Dryden, Pope ;

Thou shalt not set up Wordsworth, Coleridge, Southey ;

পোপ সম্পর্কে তিনি বলেছেন 'greatest name in our poetry'.

রোমান্সের পিপাসায় কবিরা অনেকে অতীতে বা মধ্যযুগে বা অতিপ্রাকৃত জগতে গিয়েছেন। আর বায়রণের Childe Harold (রচনা সুরু ১৮০৯, শেষ সর্গ প্রকাশ ১৮১৮) তাঁর স্বীয় ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখিত। বিস্তৃত সে জগৎ, বিপুল ঐশ্বর্য তার গতিপথে, ইতিহাসের ভগ্ন স্তূপ-কণা বিক্ষিপ্ত তার পথরেখায় এবং হয়তো তাকে অবলম্বন করে বিষণ্ণতার সুরসাধনা—যা বায়রণের ব্যক্তি-আত্মারই স্বকীয়। তার মধ্যে তীক্ষ্ণতা বা ঔজ্জ্বল্য বা নাটকীয়তাও কম নেই। এ বইয়ের প্রথম দুটি ও শেষ দুটি সর্গ রচনার মধ্যে বেশ কয়েক বৎসরের কাল-ব্যবধান আছে এবং এই বৎসরগুলি বায়রণের জীবনে তিক্ত আঘাতের অভিজ্ঞতায় চিহ্নিত। শেষ দুই সর্গে তার ছাপ আছে; এখানে উত্তাপ, অনুভূতির তীব্রতা ও জীবনদৃষ্টির গভীরতা অনেক বেশি। ব্যঙ্গাত্মক Beppo-তে (১৮১৮) বর্ণিত প্লটের আভাস তাঁর জর্নালে পাওয়া যায়। এক স্বামী দীর্ঘকাল পরে স্ত্রীর কাছে আসছেন। স্ত্রী এর মধ্যের বিভিন্ন প্রেমস্মৃতির মধ্য দিয়ে বিচরণ করতে করতে অবশেষে স্বামীকে চিনলেন এবং নিত্য বিশ্বস্ততার

গৌরব অর্জন করলেন। প্লটের চেয়েও দীর্ঘ বহিঃচারণাগুলি কম তৃপ্তিকর নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হোলো 'the tone which characterizes the whole work. This is gay, flippant, and irreverent. তাঁর চিঠিপত্র ও সুবিখ্যাত Don Juan-এর মধ্য দিয়েও প্রবাহিত এই 'the characteristic tone of the high spirited mocking observer of the human comedy'. (T. D Jump.: Lord Byron).

১৮২১-এ George III-এর মৃত্যু উপলক্ষ্যে রাজকবি সাউদি লেখেন A Vision of Judgement। তাতে তিনি রাজার স্বর্গীয় শান্তি লাভের কল্পনা করেন। বায়রণ সাউদিকে ব্যঙ্গ করে লেখেন The Vision of Judgement. তাঁর মতে তৃতীয় জর্জ স্বদেশ ও মানবজাতির পক্ষে একটি দুর্যোগ।

বায়রণের শ্রেষ্ঠ কাব্য Don Juan-এ (১৮১৯-২৪) শৈশব থেকে নায়কের জীবনের দুঃসাহসিক ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রেমের চিত্র আছে। এই প্রেমের পাত্রী হচ্ছেন মা-র বন্ধু বিবাহিতা ডোনা জুলিয়া, গ্রীক জলদস্যুর কন্যা হেইদি, সুলতানের স্ত্রী গুলবেয়াজ, সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিণ, তরুণী সম্পত্তি-উত্তরাধিকারিণী অরোরা, রাজনীতিকের অস্থিরচিত্ত স্ত্রী অ্যাডেলিন, বেপরোয়া ডাচেস প্রভৃতি। বায়রণের উদ্দেশ্য ছিল picaresque উপন্যাসের ভঙ্গিতে কাব্যকাহিনী লিখে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিভিন্ন সুযোগ গ্রহণ করা। ডন জুয়ানের চেয়ে যে ব্যক্তি ও ঘটনার সাক্ষাৎ তার ঘটছে তাদেরই সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ জাগে বেশি। বায়রণ বলতেন যে ফলশ্রুতির দিক থেকে ডন জুয়ান বইয়ের গুণ এর সত্যনিষ্ঠা। ডন জুয়ানের মত তিনিও জানতেন যে জগৎ হচ্ছে 'very much unlike what people write' অথবা বলতেন :

> I mean to show things really as they are,
> Not as they ought to be for I avow,
> That till we see what's what in fact, we're far
> From much improvement.

নাটকের ক্ষেত্রে Manfred (১৮১৭), Cain (১৮২১) এবং Heaven and Earth (১৮২৪) ভাবে ও গঠনে রোমান্টিক। সফল নাটক Sardanapalus (১৮২১) রেসিন্ প্রভৃতির নিও-ক্লাসিক রীতিতে লেখা। ম্যানফ্রেডের

নায়ক সমাজ-পরিত্যক্ত, অপরাধ-কলংকিত ও দম্ভভরে নিঃসঙ্গ। কবির আত্মজীবনীর ছায়া আছে এ গ্রন্থে। Cain-এর নায়ক সামাজিক বিধি ও শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, অবশ্য এ দ্বন্দ্ব যতটা বুদ্ধিগত আবেগগত ততটা নয়।

তাঁর সাহিত্যের বিশেষ এক ধরণের নায়কদের Byronic Hero বলা হয়। সেকলের ভাষায় এ নায়ক হচ্ছে 'a man proud, moody, cynical, with defiance on his brow, and misery in his heart, a scorner of his kind, implacable in revenge, yet capable of deep and strong affection'. এ নায়ক স্বয়ং বায়রণও।

বায়রণের আরো অন্তরঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় তাঁর চিঠি ও জর্নালে। রঙ্গ ও ব্যঙ্গ সেখানে প্রভূত. আর মাঝে মাঝে দেখা যায় ভীষণ বিষাদের এক কৃষ্ণ ধারা। এই বিষাদ ও আনন্দের যুগপৎ অবস্থিতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বায়রণ তাঁর স্ত্রীর এই উক্তিটির উল্লেখ করেছিলেন: 'at heart you are the most melancholy of mankind, and often when apparently gayest'. বায়রণের শেষ পরিচয় হয়তো তাঁর এই কথায়, 'The great object of life is sensation—to feel that we exist, even though in pain'.

পার্সি বিশি শেলী (১৭৯২-১৮২২) দার্শনিক গডুইনের দ্বারা অল্প বয়সেই প্রভাবিত হন। গডুইন মানুষের এক প্রেমময় সম্পূর্ণতায় বিশ্বাস করতেন। শেলী তাঁর কাব্যে ও জীবনে এই বিশ্বাস দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত।

ছাত্রজীবনে বিজ্ঞান, দর্শন ও ক্লাসিক সাহিত্যে আগ্রহী ছিলেন। The Necessity of Atheism (১৮১১) নামে পুস্তিকা লেখার (বন্ধু হগ্-এর সহযোগে) অপরাধে অক্সফোর্ড থেকে বহিষ্কৃত হন। উনিশ বছর বয়সে সতের বছরের হ্যারিয়েটকে বিবাহ করেন। আইরিশ জনসাধারণের স্বপক্ষে পুস্তিকা লেখেন। ইংলণ্ডেও A Declaration of Rights পুস্তিকা বেলুনে করে ছড়িয়ে দেন। Letters to Lord Ellenborough-তে (১৮১২) টমাস পেন্-এর প্রকাশকের মুক্তি দাবী করেন। দীর্ঘ কবিতা Queen Mab (১৮১৩) প্রকাশিত হয়। একটি কন্যা ও একটি পুত্র হবার পর হ্যারিয়েটের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। তিন বৎসর পরে (১৮১৬) হ্যারিয়েট জলে ডুবে আত্মহত্যা করে। গডুউইন কন্যা মেরীকে নিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন ১৮১৪-তে। পরে এঁদের বিবাহ হয়। জেনেভায় শেলী-দম্পতির বায়রণের

সঙ্গে সৌহৃদ্য হয় এবং বায়রণের ভৌতিক-কাহিনী প্রীতির জন্যই মেরী Frankenstein সুরু করেন। ১৮১৮-তে শেলী চিরতরে ইংলণ্ড ত্যাগ করেন এবং বহু স্থান ঘুরে পিসা-তে বসবাস সুরু করেন। ১৮২২-এর ৮ জুলাই লী হাণ্টের সঙ্গে দেখা করে ফেরবার সময় নৌকাডুবি হয়ে ত্রিশ বছর বয়সে শেলীর প্রাণবিয়োগ ঘটে।

Alastor-এ (or The Spirit of Solitude, ১৮১৬), শেলীর প্রকৃত কাব্য-জীবন সুরু। এতে আছে প্রকৃতিপ্রীতি, কিন্তু মানবপ্রীতি তার চেয়েও বেশি। মানব-সংস্পর্শ-হীন নির্জন প্রকৃতিকে শেলী মানুষের পক্ষে সুষ্ঠু মনে করেন নি, মানব-স্পর্শ মানুষের প্রধান রক্ষা-কবচ।

এর পরে শেলী-মানসের বিশিষ্ট কল্পনা আরো উচ্চ এক শিল্পলোকে পক্ষ বিস্তার করে The Hymn to Intellectual Beauty কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' প্রসঙ্গে অনেকে এই কবিতাকে স্মরণ করেছেন। The Revolt of Islam (১৮১৭-১৮) বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রেম ও সত্যের চিরন্তন সংগ্রামের কাহিনী। এখানে তাঁর রাষ্ট্র-সমাজ-বিষয়ক মতও সুপ্রকাশিত। ইটালীতে গিয়ে অবধি একটি কাব্যনাট্য রচনার কথা তিনি ভেবেছেন। তারই ফল পঞ্চাঙ্ক Prometheus Unbound (১৮১৮-১৯)।

গ্রীক-কাহিনী অনুসারে, প্রোমিথিয়ুস দেব-সম্পদ আগুন চুরি করে নিয়ে মানুষকে দিয়েছিলেন, শিখিয়েছিলন আগুন জ্বালবার কৌশল। সেই অপরাধে দেবরাজ জুপিটার তাঁকে পাহাড়ের সঙ্গে বেঁধে বন্দী করে রেখেছিলেন। এই কাহিনী নিয়ে ইস্কাইলাস লিখেছিলেন তাঁর ট্রাজেডি 'প্রোমিথিয়ুস বাউণ্ড'। ইস্কাইলাস তাঁর জয়গান গেয়েছেন, আর শেলী তাঁর বেদনার্ত যন্ত্রণা-পীড়িত অথচ দৃঢ়, অপরাজেয় আত্মাকে মুক্ত করেছেন প্রেমের মাধ্যমে। প্রেমই শক্তি, প্রেমই সত্য। দেবতাও যদি করে অত্যাচার বা অন্যায়, তার বিরুদ্ধে প্রোমিথিয়ুস মানব-কল্যাণে চিরকাল সংগ্রাম করে। আর প্রেমেই হবে তার জয়। এই মানবপ্রীতি, এই প্রেমাবেগ এক বিপুল সঙ্গীত-তরঙ্গের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন শেলী।

রোমের মধ্যযুগের Beatrice Cenci-র চরিত্র নিয়ে লেখেন কাব্যনাট্য The Cenci. ট্রাজিক অভিনয়ের বিখ্যাত অভিনেত্রী Eliza O' Neill-র কথাও তাঁর মাথায় ছিল। কিন্তু এই সুপাঠ্য নাটকটি মোটেই মঞ্চসফল নয়।

পিতা-কন্যার নীতিহীন সম্পর্ক এর উপজীব্য। এর পর আর তিনি মঞ্চের জন্য কিছু লেখেন নি।

তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গকাব্য Peter Bell the Third-এ তিনি আক্রমণ করেন স্বার্থান্বেষী রাজনীতিক ও 'dull' কবিদের। ওয়ার্ডসওয়ার্থও 'dull', কারণ ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে তিনি তাঁর প্রথম জীবনের ধারণা পালটেছিলেন। দীর্ঘ কবিতা Epipsychidion (১৮২১) এমিলিয়া ভিভিয়ানির প্রতি তাঁর এক আবেগময় কল্পনার প্রকাশ। মেরীর ঈর্ষা জাগা এ ব্যাপারে যেমন স্বাভাবিক, তেমনি সত্যও হয়তো এই যে এমিলিয়া এক ধরণের উপলক্ষ্য। এ কবিতার মূলে প্লেটোর আদর্শবাদ কাজ করেছে, অল্প আগে শেলী প্লেটোর Symposium অনুবাদ করেছিলেন।

কীটসের মৃত্যু শেলীর কাছে কবিতার নিদারুণ ক্ষতি বলে মনে হয়েছিল। পত্রিকায় কীটসের বিরুদ্ধে সমালোচনা হ'ল যে শেলী প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, সেই শেলী এগিয়ে এলেন কীটসের মৃত্যুতে তাঁর শ্রেষ্ঠ শোককাব্য—Adonais (১৮২১) নিয়ে। মহিমা-সমন্বিত স্পেনসারীয় স্তবকে তিনি কীটস্-কে যতটা প্রকাশ করলেন, তার থেকেও প্রকাশিত হোলো শেলীর নিজের এক কল্পনা-সমৃদ্ধ মনের সুষ্ঠু কাব্যিক প্রকাশ। ১৮২১ এই তিনি তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ-গ্রন্থ Defence of Poetry-তে কবিতাকে বিশ্বপ্রবাহের সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য রূপে প্রকাশিত দেখেছেন। গ্রীক মুক্তিযুদ্ধ অবলম্বনে লিখিত Hellas (১৮২২) দীর্ঘ কবিতা। এর পর সুরু করেছিলেন The Triumph of Life, কিন্তু শেষ করে যেতে পারেন নি। এই মানবমুক্তি-চিন্তারই প্রকাশ To Liberty, To Naples প্রভৃতি। The Cloud ও The Skylark কবিতার মেজাজ অনুযায়ী সঙ্গীত বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে অনুপম। 'Ode to the West Wind-এ ঝড়ের মধ্যে দিয়ে নিজেরই যেন এক উদ্দাম প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষের' প্রাকৃতিক ও মানসিক ঝড়ের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন চেতনায় এই ode-এর অস্তিত্ব ছিল। এছাড়া আছে শেলীর প্রকৃতি-কবিতা (যথা, To-night প্রভৃতি), শোক-কবিতা (A Lament প্রভৃতি), প্রেমগীতি ('One word is too often profaned' প্রভৃতি)।

আধুনিক কালে শেলীর কবিতার কদর কিছু কমেছে। কল্পনার আতিশয্য, লক্ষ্য সম্পর্কে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নন, উচ্ছ্বাস—এই সব তাঁর ত্রুটি। এ সবের সত্যতা

স্বীকার করেও বলা যায় যে সে আমলে কবিতা এ আমলের মত নিরাবেগ মননের বাহন এতটা হযে ওঠেনি, এবং খুব বড কথা, শেলী আকস্মিক মৃত্যুর ফলে অ-পরিমার্জিত, অপরিণত, প্রকাশযোগ্যতায় শেলী কর্তৃক অননুমোদিত যাবতীয় কবিতাই মেরী কতৃক প্রক'শিত হয।

শেলী ও রবীন্দ্রনাথের একটি তুলনামূলক আলোচনা আছে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের কথা'-তে।

জন কীট্‌স (১৭৯৫-১৮২১) লোকচক্ষে রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধের জগতে বিহ্বল এক তরুণ কবি। কিন্তু কীট্‌সের অন্তর্জীবন সম্পর্কে গভীরতর পরিচিতির ফলে জানা যায় যে তাঁর জীবন এবং সাহিত্যসাধনা এই ইন্দ্রিয়জ সৌন্দর্যবিহ্বলতার স্তর থেকে উন্নীত হবার এবং বুদ্ধিগত পরিণতি লাভ ও সমগ্র চেতনার জাগরণের একটি অক্লান্ত প্রয়াস। কীট্‌সের সাহিত্য জীবনের এই ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে William Walsh-এর উক্তি 'Indeed an essential clue to the understanding of Keats' poetic career, that astonishing passage from cockney to classic, is an education one, since Keats' career is the most brilliant example in literature of the education of a sensibility'. (From Blake To Byron).

কীটসের কবিতায লক্ষণীয, বস্তু বা প্রাণীর বিশিষ্টতা সম্পর্কে সচেতনতা (sense for the particular) ও তার সঙ্গে জড়িত অনুভূতির তীক্ষ্ণতা এবং প্রকাশভঙ্গির সংক্ষিপ্ততা। দ্বিতীযত লক্ষণীয, রোমান্টিক কল্পনাবিলাসে আবছা অস্পষ্ট দৃষ্টি এবং প্রকাশভঙ্গি। এই দুইযের দ্বন্দ্বে প্রথমদিকের কবিতায় দ্বিতীয প্রবণতাটিই অধিকাংশক্ষেত্রে জযী হযেছে। ১৮১৭ সালের কবিতাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'লো রোমান্টিক বেদনা এবং মধুর আলস্য, সমযের স্রোতে গা ভাসিযে থাকার ভাব। এগুলির মধ্যে Spencer-এর প্রভাব লক্ষণীয। এই পর্যাযের কবিতায ব্যবহৃত শব্দ এবং চিত্রকল্পের বিশ্লেষণ করলেই, কবিতাগুলির চরিত্র আন্দাজ করা যাবে।—Warm desires, coy muse, Quaint jubilee, luxurious, bright, milky, soft, rosy ইত্যাদি শব্দের বারম্বার ব্যবহার আভাস দেয যে কীট্‌সের কাছে কবিতা এখনও অলস সৌন্দর্য্যবিলাস এবং স্বপ্নবিলাস মাত্র। কীট্‌সের সমগ্র জাগ্রত চেতনা এই কবিতাগুলিতে আত্ম-প্রকাশ করে নি। কিন্তু দুই একটি কবিতায় সেই চেষ্টার আভাস দেখা যায়।

দুই একটি সজীব স্বচ্ছ মুহূর্তে জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে সচেতনতা এবং ভাষার ব্যবহারে সংযমের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন,

"A pigeon tumbling in clear summer air ;
A laughing school-boy without grief or care,
Riding the springy branches of an elm".

(Sleep and Poetry)

The Grasshoper and The ricket এবং To My Brother George, এই দুটি কবিতাতেও পূর্ব্বে উল্লিখিত স্বচ্ছমনের পরিচয় আছে।—মনে হয় কীটস্ ক্রমশঃ সচেতন হয়ে উঠেছিলেন যে সত্যকারের কবি কখনও শুধু মাত্র ইন্দ্রিয়জ রূপচেতনার জগতে বন্দী হয়ে থাকতে পারেন না। তাঁর ইন্দ্রিয়-লব্ধ অভিজ্ঞতা (Sensation) বুদ্ধি এবং চিন্তার মধ্য দিয়ে পরিশ্রুত হয়ে এলে তবেই তা কবিতার উপযুক্ত বিষয় হয়ে ওঠে।

১৮১৮ সালে প্রকাশিত Endymion-এও ভাষা এবং ছন্দের অপরিণতি লক্ষ্য করা যায়। পাঠকের মন ভুলানো সুমিষ্ট শব্দ এবং চিত্রকল্পের ব্যবহার, ভাষায় সংবদ্ধতার অভাব, চিন্তার অস্বচ্ছতা ইত্যাদি তখনও বর্ত্তমান। তবে Ode To Pan এবং Ode To Sorrow নামে পরিচিত অংশগুলি যথেষ্ট উপভোগ্য। Lamia (১৮২০) কীট্‌সের আগের রচনাগুলির থেকে পৃথক। এতে চিন্তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার সম্বন্ধ নির্ণয়ের একটি চেষ্টা আছে। Lamia-র মূল গল্পটি বার্টনের Anatomy of Melancholy (Part III Sec 2. Memb I Subs I) থেকে গৃহীত। Lamia শব্দের অর্থ সর্পনারী। সে Hermes-এর কৃপায় মানুষীর দেহলাভ করে এবং Lycius নামে এক তরুণ তার রূপমুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করার জন্য নিজের বাসস্থান করিন্থে নিয়ে যায়। আপোলোনিয়াম (লিসিয়াসের অভিভাবক) বিবাহ সভায় প্রবেশ করেই Lamia-র স্বরূপ আবিষ্কার করলেন। প্রেম ও সৌন্দর্যের সমস্ত রোমান্স Lamiaর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তে অন্তর্হিত হ'লো। কীট্‌সের এই কাব্যটিতে রূপকের আভাস আছে। দার্শনিক আপোলোনিয়ামের উপস্থিতি মাত্রেই প্রেম এবং রোম্যান্স অন্তর্হিত হলো। এ ছাড়াও

"Knowing well
That a moment's thought is passion's passing bell"

এবং "Do not all charms fly
At the mere touch of cold philosophy"

ইত্যাদি লাইন থেকে কীটসের মানসিক অবস্থা আন্দাজ করা খুব কঠিন নয়। বুদ্ধিগত জগৎ এবং দর্শন সম্পর্কে চিন্তা তাঁর মনে এসেছে কিন্তু এখনো তিনি সৌন্দর্য উপভোগ থেকে তাকে সম্পূর্ণ পৃথক বলে মনে করেন। উভয়ের যোগাযোগের সেতুটি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি; গল্পের নায়ক সাধারণ মানুষ Lycius এই দুইএর দ্বন্দ্বে বিব্রত। Selincourt তার সম্পাদিত কীটসের রচনাবলীতে Lamiaর গঠনভঙ্গির প্রশংসা করেছেন। কাহিনীকার হিসাবে কীট্‌স কুশলী শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন, মধ্যে মধ্যে নাটকীয় মুহূর্তের সৃষ্টি করেছেন। প্রাসাদের বর্ণনা এবং Lamia-এ রূপান্তরের বর্ণনায় রঙের প্রাচুর্য কীট্‌সের বর্ণনানৈপুণ্যের সাক্ষ্য দেয়।

বোকাশিওর Decameron-এর পঞ্চম কাহিনীতে বিবৃত লরেঞ্জো এবং ইসাবেলার প্রেম Isabela-র (১৮১৮) মূল আখ্যান। এটি ইটালীয়ান ছন্দ Ottava Rima-তে লেখা। গল্পের মধ্যে বিমর্ষতার ভাব আছে। Eve of St. Agnes-ও (১৮১৯) একটি ইটালীয়ান উপকথাকে ভিত্তি করে রচিত। কীট্‌সের রোম্যান্টিক মনের সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রকাশ এই কবিতাটি। এখানে কীট্‌স্‌ Spencerian Stanza অপূর্ব কৃতিত্বের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন।

Isabella এবং Eve of St. Agnesএর অস্পষ্ট মাধুর্যময় রোমান্সের জগৎ থেকে Hyperion সম্পূর্ণ এক ভিন্ন জগৎ। গ্রীক উপকথার উপর ভিত্তি করে লেখা এই মহাকাব্যটিতে মিল্টনের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। টাইটানদের পতন এবং অলিম্পিয়ানদের বিজয় এর বিষয়বস্তু। Hyperion-এর রোম্যান্টিক অংশের পরিমাণ নিতান্ত অপ্রচুর নয়, কিন্তু এতে গ্রীক প্রভাবই প্রধান। রচনাভঙ্গিতে সংযম এসেছে প্রভূত। উদাহরণস্বরূপ Fall of Hyperion থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি:

Fanatics have their dreams, wherwith they weave
A paradise for a sect; the savage too
From forth the loftiest fashion of his sleep

Guesses at heaven ; pity these have not
Traced upon vellum or wild Indian leaf
The shadows of melodious utterance.
But bare of laurel the live, dream and die.

চিন্তা এবং ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধন কীট্সের পক্ষে এ সময় সহজসাধ্য। এই সমন্বয়সাধনের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ কীট্সের ওড্। ওডগুলির মধ্যে Ode To a Nightingale, Ode on a Grecian Urn, Ode To psyche, Ode on Melancholy, Ode on Indolence, Ode to Autumn এগুলিই উল্লেখযোগ্য। ওড স্বভাবতই সব্জেক্টিভ ; কীট্সের ওড্-ও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ-আশা-আনন্দের সাক্ষ্য বহন করছে। Blackwood Magazine এবং Quarterly-তে প্রকাশিত তার রচনার কড়া সমালোচনা, ভ্রাতা টম কীট্সের মৃত্যু, ফ্যানি ব্রনের সঙ্গে তাঁর প্রেমের অনিশ্চয়তার বিষাক্ত যন্ত্রণা, অসুস্থতার সূত্রপাত,—এই সবই ওড্গুলির উপর বিষণ্ণতার ছায়া বিস্তার করেছে। এই বিষণ্ণতা ছাড়াও ওডগুলিতে কীট্সের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হ'লো গ্রীক প্রভাব। নৈর্ব্যক্তিক সৌন্দর্যের প্রতি কীট্সের আকর্ষণ, প্রাকৃতিক শক্তির উপর ব্যক্তিত্বের আরোপ করে উপকথা সৃষ্টি (myth-making) প্রাক্খ্রীষ্টীয় গ্রীক জীবনের বর্ণনা, কবিতার গঠনভঙ্গিতে গ্রীকশিল্পের অনাড়ম্বর সৌষ্ঠব--ইত্যাদিতে গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কবিজীবনের সুরু থেকেই কীট্স্ অতিমাত্রায় সৌন্দর্যসচেতন। Endymionএ তার পরিচয় পাওয়া গেছে :

A thing of beauty is a joy for ever.
Its loveliness increases ; it will never
Pass into nothingness ; (Endymion Part I)

ওড-এর পর্যায়ে এই সৌন্দর্য-সচেতনতা একটি নির্দিষ্ট জীবনবোধে পরিণত হয়েছিল। মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখের ক্ষণস্থায়িত্ব এবং শিল্পসৌন্দর্যের অমরত্ব উপলব্ধি করেছিলেন কীট্স্। তাই সৌন্দর্যকেই জীবনের চরম সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে Ode on a Grecian Urn-এর দুটি বহু-বিতর্কিত পংক্তি উদ্ধারযোগ্য :

"Beauty is turth, turth is beauty," that is all
Ye know on earth and all ye need to know.

এই সৌন্দর্য-সচেতনতা কীট্‌সকে প্রকৃতি সম্পর্কেও সচেতন করেছিল। প্রকৃতি-বর্ণনায় কীট্‌স্ বিশেষভাবে বাস্তববাদী। এ ব্যাপারে তাঁর উত্তরাধিকারী টেনিসন এবং প্রির‍্যাফায়ালাইট কবিরা। রূপরসশব্দ গন্ধ স্পর্শের জগৎ সম্পর্কে তাঁর স্পর্শকাতরতার চূড়ান্ত নিদর্শন Ode To A Nightingale-এর নিম্নলিখিত স্তবকটি :

"I cannot see what flowers are at my feet,
Nor what soft incense hangs upon the boughs,
But, in embalmed darkness guess each sweet
Wherewith seasonable mouth endows
The grass, the thicket, and the fruit tree wild ;
White hawthorn and pastoral eglantine ;
Fast fading violets covered up in leaves ;
And Mid-May's eldest child,
The coming musk-rose, full of dewy wine,
The murmerous haunt of flies on summer eves.

ওডে প্রকাশিত কীট্‌সের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তাঁর শব্দচয়নের ক্ষমতা, প্রকাশভঙ্গির সংক্ষিপ্ততা ছন্দ ব্যবহারের নৈপুণ্য, বাস্তব চিত্রকল্পের (Concrete imagery) ব্যবহার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। "Leaden-eyed despair," "verdurons gloom," "full-throated ease" (Ode To A Nightingale) ইত্যাদি শব্দগঠন Shakespeare-এর কথা স্মরণ করায়। 'No one else in English poetry save Shakespeare has in expression quite the fascinating felicity of Keats, his perfection of Loveliness.'—Arnold·

কীট্‌সের শেষ দিকের রচনার মধ্যে La Belle Dame Sams Merci এবং "Bright star, would I were steadfost as thou art" (সনেট) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষেরটি স্বাস্থ্যপুনরুদ্ধারের জন্ত ইটালী যাত্রার পথে লেখা। ইটালীতে যাবার পরেও কীট্‌সের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়নি। ১৮২১-এর ১৩ ফেব্রুয়ারী ২৫ বছর ৪ মাস বয়সে রোমে কীট্‌সের মৃত্যু হয়।

কীটসের মৃত্যুতে আক্ষেপ জানিয়ে শেলী Adonais রচনা করলেন। Adonais ইংরাজী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ elegy। কিন্তু শেলী, কীট্‌সের যে করুণ, অসহায় ছবি দিয়েছেন তা খুব যথার্থ নয়। কীট্‌স্ সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত রচনায় Matthew Arnold লিখেছেন: "The thing to be seized is, that Keats had iron in him, that he had character" —এটিই বোধহয় কীট্‌স্ সম্পর্কে প্রধান কথা। অত্যন্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান কীট্‌স্, তাঁর শিক্ষাদীক্ষা সামান্য; অসুস্থতা এবং প্রেমে ব্যর্থতার জন্য তিনি মানসিকভাবে অত্যন্ত বিপর্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত বাধা সত্ত্বেও মাত্র ২৬ বছর বয়সে তিনি কবি হিসাবে যে মানসিক পরিণতি অর্জন করেছিলেন তা তাঁর সবল মন ও বিস্ময়কর শক্তির পরিচয় দেয়।

গদ্য

আত্মসচেতন অনুভব রোমান্টিক যুগের কবিতায় যে ভাবে প্রকাশ লাভ করেছে তাতে সাধারণভাবে এই যুগকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীট্‌স্, বায়রনের যুগ বলেই গণ্য করা হয়। তবুও এই যুগের মূল্যবিচারে গদ্যলেখকদের দান মোটেই নগণ্য নয়। একজন নব্য সমালোচক G. D. Klingopulos এই সম্পর্কে উক্তি করেছেন—"Though poetry, with its concentration and finality, is, at its finest, more deeply representative of its age that most prose, we should expect the prose to reveal affinities of subject and feeling with poetry. In both the prose and poetry of the Romantic period we find attempts to express unfamiliar experiences, frequently in the form of autobiography, reminiscence, and confession. There is a willingness in both to experiment with language". যুগের মূল বক্তব্য ও আঙ্গিক-পরীক্ষা দুইই কবিতা ও গদ্যে প্রতিভাত হয়েছে। শুধুমাত্র কবিতার বিচারেই রোমান্টিক যুগের মূল্যায়ণ সম্পূর্ণ নয়।

টমাস লভ্ পীককের (১৭৮৫-১৮৬৬) দৃষ্টি ছিল অতীতচারী। লেক কবিদের তিনি পছন্দ করতেন না। অথচ শেলীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল আজীবন। কিন্তু তিনি রোমান্টিসিজ্‌মকে তীব্র শ্লেষ করে গেছেন। কয়েকখানি উপন্যাস,

Headlong Hall, Melencourt, Nightmare Abbey, Crotchet Castle ছাড়া তাঁর গদ্যলেখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে **Four Ages of Poetry.** পরবর্তী অনেক লেখক পীককের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন—বর্তমান যুগের অলডুাস হাক্‌স্‌লি পর্যন্ত

চার্লস ল্যাম-এর (১৭৭৫-১৮৩৪) নাম 'টেলস্ ফ্রম শেক্‌স্‌পীয়রে'র জন্য ছোটদের কাছেও পরিচিত। ভগ্নী মেরি এর প্রধান লেখিকা, ল্যাম্ চারটি ট্র্যাজেডির গল্প লিখেছিলেন। তেত্রিশ বৎসর ব্যাপী কেরানী, অসুস্থ, ভগ্নীর নিত্য অসুস্থতার আজীবন সেবক, দুঃস্থ, প্রেমের ক্ষেত্রে অসুখী, ল্যাম্ ইংরাজী সাহিত্যের স্নিগ্ধ হাস্যরসের আশ্চর্য লেখক। একাধারে তিনি সংবেদনশীল ও বিরাগী। মানবজীবনকে খুটিনাটির প্রতি মনোযোগ ও দূর-কল্পনা-বিস্তার—দুই আছে তাঁর একই সঙ্গে।

তিনি কবিতা দিয়ে তাঁর সাহিত্য জীবন আরম্ভ করেন। একটি উপন্যাসও, Rosamund Gray, তিনি লিখেছিলেন। তাঁর সমালোচনার সংখ্যাও নেহাৎ কম নয় এবং বিশেষ করে সেকস্‌পীয়র সম্বন্ধীয় লেখায় তাঁর মুন্সীয়ানা যথেষ্ট। কিন্তু তার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা তাঁর গদ্য নিবন্ধ, ইলিয়া ছদ্মনামে লিখিত Essays of Elia ও The Last Essays of Elia. The Superannuated Man, **Dream Children, My Relations, Imperfect Sympathies, The Confession of a Drunkard** প্রভৃতি রচনা অনবদ্য।

নিবন্ধকার ল্যাম সম্পর্কে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য: (ক) ল্যামের রচনা সব সময়েই আত্মকথামূলক। তার নিবন্ধরাজি একান্তভাবে ব্যক্তিগত। অথচ লিপিকুশলতায় ও প্রসাদগুণে আপন হৃদয়ের অভিব্যক্তিতে ল্যাম পাঠকের সঙ্গে একাত্ম। (খ) ল্যাম কথা বলতে ভালবাসেন। এবং কথা বলার আর্ট জানেন। ফলে তাঁর chattering ও লিখনগুণে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হয়। (গ) ডঃ জনসনের মতই ল্যাম লণ্ডন সহরের সঙ্গে গভীর আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। অন্যান্য রোমান্টিক কবিরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সন্ধানে যখন সর্বত্র সঞ্চরমান, ল্যাম্ তখন তার শিল্পরসের যোগান পেয়েছেন লণ্ডনের পথেঘাটে—Mayfair-এ, Eastend-এ। (ঘ) ল্যামের কৌতুকপ্রিয়তাকে আধুনিক যুগের মনস্তত্ত্ববিদরা বলবেন defence mechanism. কান্না ও হাসি দুইই সমান্তরালরেখায় প্রবাহিত তাঁর রচনায়। আরেকজন

কবির ভাষায় বলা যেতে পারে—he laughs so that he may not have to weep. (ঙ) ল্যাম্ জীবনকে অস্বীকার করতে চান না। এমনকি জীবনের জ্বালা, বেদনার হলাহলও তাঁর কাছে ফেলে দেবার জিনিস নয়। দুঃখ আছে, আছে নৈরাশ্য ও স্বপ্নভঙ্গ, সেই সঙ্গে তাঁর জগতে আছে ভালোবাসা, সৌন্দর্য, স্বপ্ন। ল্যাম্-এর জীবন-পিপাসা ও জীবন-ভোগের ক্ষমতা বিস্ময়কর। আমাদের সাহিত্যে বংকিম ও রবীন্দ্রনাথের ওপরেও তাঁর প্রভাব আছে।

উইলিয়ম হ্যাজলিট (১৭৭৮-১৮৩০) এক ইউনিটেরিয়ান ধর্মযাজকের সন্তান। যৌবনেই তিনি বার্ক ও কোলরিজের প্রতি আকৃষ্ট হন। ল্যাম্-এর তিনি নিষ্ঠ বন্ধু। তিনি ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের ও নেপোলিয়ানের সমর্থক। অত্যন্ত স্পষ্টভাষী। ক্ষুরধার শ্লেষাত্মক ভাষাও তাঁর চমৎকার আসতো। তিনি সমালোচক হিসেবে এই যুগের একজন দিকপালবিশেষ। রোমাণ্টিক ও অগষ্টান্ রীতির সমন্বয়ে তার সমালোচনা ভাস্বর। তাঁর শ্রেষ্ঠ সমালোচনা-প্রবন্ধ একত্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়—Characters of Shakespeare's Plays (১৮১৭-১৮), The English Poets (১৮১৮-১৯), The English Comic Writers (১৮১৯) ও The Dramatic Literature of the Age of Elizabeth (১৮২০)। তাঁকে Critic's Critic আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। অবশ্য সমালোচক হিসাবে তাঁর গুণ সত্ত্বেও যুগের হাওয়াকে তিনি সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তার অধিকাংশ মতামতই সমালোচকের ব্যক্তিগত রুচি ও বিশ্বাসের দ্বারা সীমিত, তাঁর সমালোচনা বহু ক্ষেত্রে এক-দেশদর্শী। একালের সমালোচক-অগ্রগণ্য এলিয়ট তাঁকে সুনজরে দেখেন নি।

লী হান্ট (১৭৮৪-১৮৫৯) তাঁর কর্মজীবন সুরু করেন সাংবাদিক-সমালোচক হিসেবে। তাঁর লেখা প্রথম প্রকাশিত হয় Examiner ও Indicator-এ। তার প্রধান রচনা তাঁর Autobiography. ল্যামের মতই তাঁর লেখা মাধুর্য ও প্রসাদগুণে সকলের প্রিয়। তিনিও ল্যামের মতই লণ্ডন-প্রেমিক। তাঁর রচনা-পদ্ধতিও ল্যামের সঙ্গে তুলনীয়। এর অন্য গ্রন্থ The Religion of the Heart-ও উল্লেখযোগ্য।

টমাস্ ডি কুইন্সি (১৭৮৫—১৮৫৯) ম্যানচেষ্টরের নিকটবর্ত্তী Greenlay-তে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অবস্থাপন্ন পরিবারের পঞ্চম সন্তান।

De Quincey তাঁর বন্ধু কবি Wordsworth-এর মতন অজস্র লিখে

গেছেন সমস্ত জীবন। কাজেই তাঁর সত্যকার সাহিত্যিক পরিচয় পেতে গেলে তার লেখার মধ্যে থেকে খাঁটি জিনিষগুলিকে খুঁজে বের করা একান্ত প্রয়োজন। Wordsworthএর মতন De Quinceyও "best admired in a selection"। ডি কুইন্‌সি ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু কোলরিজের মতই স্বপ্নবিলাসী, ভাবুক ও দুর্জ্ঞেয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এবং বন্ধুর মতই অহিফেন-আসক্ত। হয়তো তার এই আফিম প্রীতি তাঁর কল্পনাকে আরও সুদূর-পসারী করে তোলে। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা The Confessions of an Opium Eater (১৮২২)। কিছুটা fantastic হলেও কল্পনাশক্তির এক বিচিত্র প্রকাশ এই রচনা। এর পরে Dialogue of Three Templars, Opium-Eater and Reminiscencesএ এই সূক্ষ্ম অনুভূতি আরও ব্যাপকতা লাভ করে। তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ ও বিশ্লেষণশক্তির চরম প্রকাশ আমরা দেখতে পাই তাঁর ছোট ছোট রচনায় যেমন, On the Knocking at the Gate in Macbeth (1823) ও The Revolt of the Tartars-এতে। তাঁর মণীষার আরও এক অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখি একেবারে গীতিধর্ম্মী The English Mail Coach রচনায়।

ডি কুইন্সির সূক্ষ্ম অনুভূতি, স্বপ্নালুতা ও সৌন্দর্যবিলাস তাঁর গদ্য রচনাকে এক অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছে। তিনি এই যুগের গদ্য সাহিত্যের এক প্রধান কারুকৎ, তাঁর ইংরেজি গদ্য ষ্টাইলের দিক থেকে নতুন। বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রসঙ্গে ডি কুইন্সির নাম স্মরণীয়।

ওয়াল্টার সেভেজ্ ল্যাণ্ডর (১৭৭৫-১৮৬৪) ঠিক রোম্যান্টিক লেখকশ্রেণীভুক্ত নন। তিনি মনেপ্রাণে classical. তাঁর লেখা স্বচ্ছ, দৃঢ়বদ্ধ ও ভাস্কর্য-গুণ সমন্বিত। তাঁর প্রধান রচনা Imaginary conversations এ তিনি অতীতের প্রখ্যাত চরিত্রাবলীর কাল্পনিক কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া তাঁর রচিত The Citation of William Shakespeare, Pericles and Aspasia ও The Pentameron উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উনবিংশ শতাব্দীতে এই গদ্য-রচনার প্রধান বাহন ছিল বিভিন্ন সাময়িক পত্র। The Gentleman's Magazine, The Quarterly Review, Blackwood's Magazine, The Edinburgh Review. London Magazine প্রভৃতি তখনকার বিখ্যাত কাগজ।

উপন্যাস : স্কট, জেন অস্টেন

ওয়ালটার স্কট (১৭৭১—১৮৩২) পার্সির' রেলিকস্' ও জার্মান রোমান্টিক ব্যালাড দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অতীতচারী 'রোমান্স' জাতীয় উপন্যাস রচনায় হাত দেন। বর্তমান কালের কাহিনী তিনি লিখেছিলেন, Guy Mannering, কিন্তু ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স্ই তাঁর প্রধান রচনা। তাঁর প্রধান গ্রন্থগুলি হচ্ছে The Heart of Midlothian, Ivanhoe, Kenilworth, Quentin Durward, প্রভৃতি। ওয়েভারলি উপন্যাসমালার প্রথম গুচ্ছ—The Scottish group—যার সুরু Waverly (১৮১৪) দিয়ে এবং শেষ The Legends of Montrose (১৮১৯) দিয়ে—প্রকাশিত হতেই তিনি দ্রুত জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহণ করেন। ওয়েভারলি উপন্যাসমালার ত্রুটি তার গঠনশৈথিল্য। কিন্তু নূতনত্ব ছিল তাঁর। Cockburn তাঁর Memoirs-এ ওয়েভারলী পাঠের অভিজ্ঞতা বর্ণনা লিখেছেন এইভাবে : 'The unexpected newness of the thing, the profusion of original characters, the Scotch language, Scotch scenery, Scotch men and women, the simplicity of the writing, and the graphic force of the description—all struck us with a shock of delight.'

এই 'অপ্রত্যাশিত নূতনত্ব' একমাত্র শেকস্পীয়রের ইতিহাসাশ্রিত নাটকগুলিতে পাওয়া যায়। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে স্কট সেক্সপীয়র-তুল্য লেখক। এ সম্পর্কে স্বয়ং স্কটও সচেতন ছিলেন। যে সব ভক্তের দল তাঁকে শেকসপীয়র-তুল্য মনে করত, তাঁদের তিনি বলেছেন 'blockheads' ; এবং নিজের সম্পর্কে বলেছেন, 'not fit to tie his (অর্থাৎ শেক্সপীয়রের) brogues,'.

তবে একালের কেউ কেউ মনে করেন যে 'uncritical public'-এর জন্য স্কট তাঁর প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল দিয়ে যেতে পারেন নি। 'One may.... regret that a writer so immensely gifted did not have a public more capable of forcing him to do his best,' (Patrick Cruttwell · Walter Scott.)

গল্প বলবার অসাধারণ ক্ষমতা, যে অতীত নিয়ে লিখতেন সে সম্পর্কে তাঁর বিশদ জ্ঞান, আত্মবিচ্ছিন্ন নির্লিপ্ত দৃষ্টি, মধ্যযুগীয় শ্রেণীগত বৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য

সম্পন্ন মানুষকে জীবন্তভাবে সৃষ্টি করবার বিশেষ শক্তি স্কটের সর্বজন স্বীকৃত গুণাবলী।

বংকিমের রোমান্স পাঠের সময় স্কটের লেখা মনে না পড়ে উপায় নেই। আবার উভয়ের পার্থক্যও দুস্তর।

জেন অস্টেন (১৭৭৫—১৮১৭) রোমান্টিক যুগের নারী, কিন্তু তাঁর লেখায় না আছে রোমান্টিকতা, না আছে মহিলা সুলভ অতিরিক্ত ভাবালুতা, ভাবাতিশয্যহীন স্বচ্ছ দৃষ্টি তাঁর, যে-দৃষ্টিতে আছে বুদ্ধিদীপ্ত স্নিগ্ধতা, অনাবিল হিউমারের আশ্চর্য প্রসন্নতা, এবং মানুষের অসঙ্গতি সম্পর্কে তীক্ষ্ণ অথচ ক্ষমাশীল বোধ।

জেন অস্টেন গ্রামেই কাটিয়েছেন প্রায় সারা জীবন এবং ঐ গ্রামীন মধ্যবিত্ত সমাজের অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা ছিল তার।

'গথিক' ধরণের ভীতি-রহস্যময় কাহিনীর প্রতি বিরূপ ছিলেন—এই জাতীয় সাহিত্যকে ঠাট্টা করেছেন জেন অস্টেন Northanger Abbey-তে (১৮১৮; মৃত্যুর পরে প্রকাশিত) Persuation-ও (১৮১৭) প্রকাশিত হয় মৃত্যুর পরে। তার সবচেয়ে জনপ্রিয় বই, এবং অধিকাংশের মতে তাঁর শ্রেষ্ঠ বই, Pride and Prejudice (পূর্বনাম First Impression) ১৭৯৭-তে রচিত হলেও প্রকাশক-প্রত্যাখ্যাত হবার দরুণ প্রকাশিত হয় ষোলো বছর বাদে। Sense and Sensibility-ই (১৮১১) তার প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে প্রথম। Emma (১৮১৬) তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত শেষ বই। অস্টেনের সাধারণ দৃষ্টির বিরুদ্ধতা আছে বলেই গুরুত্ব পেয়েছে, অন্তত ইদানীংকালের সমালোচকের কাছে, তাঁর Mansfield Park (১৮১৪)। তাঁর প্রতিনিধি স্থানীয় বই প্রাইড্ এণ্ড প্রেজুডিস 'achieves a quality of transcendence through comedy', এবং 'It is animated by an impulse to forgiveness' এই ক্ষমাসুন্দর প্রসন্ন কৌতুকদৃষ্টি 'মেনসফিল্ড পার্কে' নেই—'Its impulse is not to forgive but to condemn' (Lionel Trilling : Jane Austen and Mansfield Park.)

পরবর্তী কালে আবিষ্কৃত তাঁর পাণ্ডুলিপি ও কাগজপত্র থেকে জানা যায় যে তিনি গ্রন্থপ্রকাশের আগেও নির্জনে দীর্ঘকাল সাধনা করেছেন, এবং গোড়া থেকেই তাঁর দৃষ্টি আশ্চর্য রকমের স্বচ্ছ ছিল।

জেন অস্টেন সে আমলের বৃহৎ সমস্যায় নীরব। ফরাসী বিপ্লব বা মানব-

সাম্য-মুক্তির চিন্তায় তিনি অধীর নন। তাঁর জগৎ বিক্ষুব্ধ নয়। প্রশান্ত। বিষয় প্রধানত প্রেম ও হৃদয়ানুভূতি, এবং সেই সূত্রে গার্হস্থ্য-সামাজিক প্রসঙ্গ।

জেন অস্টেন পাঠক সাধারণের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। আর সমালোচকরা চূড়ান্ত নিন্দা ও প্রশংসার দুটি বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। মেকলে ও সেণ্টস্‌বেরি তাঁর নির্লিপ্ত আত্মবিচ্ছিন্নতার ক্ষমতা শেকস্‌পীয়রের ক্ষমতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। ডঃ চ্যাপম্যান (জেন অস্টেনের উপন্যাস ও পত্রাবলীর সম্পাদক) বলেছেন যে যাঁরা জেন অস্টেনকে পছন্দ করেন না তাঁরা 'do not like sunshine and unselfishness'. ডঃ চ্যাপমানের মতে, কোন কোন মহলে জেন অস্টেনের অ-জনপ্রিয়তার কারণ, 'a certain lack of charity', 'political prejudice' ও 'impatient idealism'. মম্ বিশ্বের সেরা দশটা উপন্যাস আলোচনায় অন্যতম বই বেছেছেন প্রাইড্ এণ্ড প্রেজুডিস্।

অন্যদিকে মার্ক টোয়েন বলেন যে জেন অস্টেন তাঁর মধ্যে জাগান 'animal repugnance', অধ্যাপক গ্যারোড তাঁর 'Jane Austen, A Depreciation'. প্রবন্ধে জেন অস্টেনের নায়িকাদের যৌনতাহীনতার নিন্দা করে বলেছেন যে লেখিকা 'describes everything in the youth of women which does not matter'. মহিলারাও কেউ কেউ এই যৌনতাবোধের অভাবের নিন্দা করেছেন; শার্লট ব্রণ্টি জেন অস্টেনকে সহ্য করতে পারেন নি; কারণ তাঁর পুরুষ ও নারীরা আর কিছুই নয়, ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা মাত্র। আত্মার স্বাতন্ত্র্য ও মুক্তি-কামী এমারসন্ জেন অস্টেনকে বলেছেন 'sterile' ও 'vulgar'.

আধুনিক ইংরেজ মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য, যাঁর রচনারীতি ছিল জেন অস্টেনের সহজ প্রত্যক্ষ ঘটনা বলার রীতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, সেই ভার্জিনিয়া উলফ্ কিন্তু অস্টেনের স্বপক্ষে রায় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে জেন অস্টেনকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সাধারণ এবং অগভীর, কিন্তু আসলে তাঁর সাহিত্য বিপুল গভীরতাকে ধারণ করে আছে।

নবম অধ্যায়

ভিক্টোরীয় যুগ : উনবিংশ শতকের শেষার্ধ

ভিক্টোরীয় যুগের সুরু ধরা হয় ১৮৩৭এ। এই বছর রিফর্ম বিল পাশ হয়। তাতে ভোটের অধিকার অনেকখানি প্রসারিত হয়ে মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। গণতন্ত্রের প্রসার, শিল্পবিপ্লবের অগ্রগতি, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের যুদ্ধ জয়, ইংলণ্ডীয় সাম্রাজ্যের বিস্তার এসব তখনকার বড় ঘটনা। ইংলণ্ড তখন নিজের ঘর গোছাতে চাইছে রোমান্টিক আবেগে উচ্ছ্বাসে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে তা সম্ভব নয়। মাথা ঠাণ্ডা করে যুক্তি বুদ্ধি খাটিয়ে চলা দরকার। এছাড়া রোমান্টিসিজমের চূড়ান্ত বিকাশের পর তার একটা প্রতিক্রিয়াও হোলো। কিন্তু পূর্বতন ক্লাসিক্যাল যুগে আর ফের সম্ভব ছিল না। কারণ রোমান্টিক প্রবাহ যে বিপুল প্লাবনের মত বয়ে গেছে তার জের থাকবারই কথা, আর ক্লাসিক্যাল যুগের পারিপার্শ্বিকও গেছে অনেক বদলে। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তরা সংস্কৃতির অধিকার অর্জন করেছে সাহিত্য পাঠকের সংখ্যা প্রভূত বৃদ্ধি পেয়েছে; এই মধ্যশ্রেণীর কাম্য পন্থাও মধ্য—সাহিত্যে ও নীতিতে। তাছাড়া সর্বত্র সাম্রাজ্য বিস্তৃত হ. বলেও সতর্কতার প্রয়োজন অনুভব করেছিল তারা জীবনধারণের ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতিও এ যুগে ঘটেছে প্রভূত। বিজ্ঞানসাধনা স্থির মস্তিষ্ক সংযম-সাপেক্ষ। রোমান্টিক কল্পনাবিলাস শান্ত হতে থাকল। ডারউইনের 'বিবর্তনবাদ' (১৮৫৯) বাইবেল-বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বকে ও সেই সঙ্গে ঈশ্বর-বিশ্বাসকে ধূলিসাৎ করে। বহুদিনের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়ে মানুষ কিঞ্চিৎ বিমূঢ় অসহায় ও হতাশ হয়ে পড়ল, অথচ এই বিজ্ঞানই যন্ত্রশিল্পের বিপুল সাফল্যে মানুষকে দিয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য ও আত্মবিশ্বাস। হতাশার বিপরীত আশা বস্তুজগতেও ছিল—সাম্রাজ্যবিস্তারের লভ্যাংশ ভালই জুটছিল। সুতরাং বুদ্ধির সঙ্কটও ছিল অনিবার্য। অনেকের একটা 'সামনে চলো' ভাব আবার কেউ ভীত হয়ে পুরাতন আশ্রয় ধর্মকে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করল।

বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে নানা আপোষের পন্থা খুঁজল কেউ। কেউ হতাশ হয়ে নৈরাশ্যের তিমিরে কিছুটা আছন্ন হোলো—ম্যাথু আর্নল্ডের মত বিচক্ষণ ব্যক্তিও ভিক্টোরীয় যুগের এই নৈরাশ্য দ্বারা আক্রান্ত ছিলেন। কেউ প্রকৃতির মধ্যে দেখলেন নিষ্ঠুর ক্রূরতাকে। সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিতে অর্থলাভের যে সুযোগ এসেছিল, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অনেকে স্বর্ণলালসাতুর হয়ে উঠল—যে লালসার বিরুদ্ধেও কেউ কেউ প্রতিবাদ জানালেন। শিল্প বিপ্লবের 'উচ্ছিষ্ট' শ্রমিকশ্রেণী নারীশিশুসহ—দৈনিক ষোলো আঠারো ঘণ্টার পেষণযন্ত্রে নিপীড়িত হয়েছে, আবার সংগঠিতও হয়েছে। এই পেষণকে কেউ নিন্দা করেছেন—আহত সৌন্দর্যবোধের দিক থেকে, কেউ মানবতার দিক থেকে। এ প্রথা তবু থেকেছেই। কেউ তখন সাম্রাজ্যবিস্তারের পথে জাতীয় ভার লাঘব করে আনন্দ পেতে চেয়েছেন; কিপলিং প্রভৃতিরা সাম্রাজ্য-স্বার্থের উৎসাহী সমর্থনকে জাতীয়তা বলে মনে করতে লাগলেন। ইংলণ্ডে শ্রমিকশ্রেণী বিদ্রোহ করেছে তাদের দুর্বিষহ জীবনের প্রতিকারের জন্য। চার্টিষ্ট আন্দোলন (১৮৩৭-৪৮) ব্যর্থ হলেও তার প্রভাব সূক্ষ্ম পথে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বহু মনীষীর মধ্যেই তীক্ষ্ণভাবে সমাজজিজ্ঞাসা এসে দেখা দেয়—সমাধানের উপায় ভাববার চেষ্টা করেন অনেক। রোমান্টিসিজম্‌ও সম্পূর্ণ অবসিত হয়নি, প্রভাব ছিলই। স্বীয় মানস-প্রবণতায়, কেউ কেউ বা সমাজ সংকটের আঘাতে, রোমান্টিক কল্পনার দিকে ঝুঁকল। বিজ্ঞানের প্রভাবে সাহিত্যে মনোবিশ্লেষণের ঝোঁক বাড়ে। বলতে কি, সামগ্রিকভাবেই সাহিত্যের ওপর বিজ্ঞানের প্রভাব এসে পড়তে থাকে। বলা যায় আধুনিক কালের বিভিন্ন জটিলতার সূচনা ভিক্টোরীয় যুগেই দেখা দিয়েছে। এবং সেইজন্যই এ যুগের—ঠিক আধুনিক যুগের মতই—একজন প্রতিনিধি খুঁজে বার করা মুস্কিল। বিশেষ ব্যক্তি বিশেষ প্রবণতার প্রতিনিধি মাত্র। তাই টেনিসনের নাম চিহ্নিত হয়েও এযুগ টেনিসনকে অতিক্রম করে দাঁড়িয়ে আছে।

আলফ্রেড টেনিসন (১৮০৯-৯২) ২০ বৎসর বয়সে Timbactoo কবিতাটি রচনা করে কেম্ব্রিজে Chancellor's medal পান। ১৮৪২-এ ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছিলেন যে টেনিসন (তখন ৩৩ বছর বয়স) decidedly the greatest of our living poets. ওয়ার্ডসওয়ার্থের পরে ১৮৫০ এ টেনিসন রাজকবি হন। ১৮৩২-এ প্রকাশিত OEnone. The Dream of Fair Women.

The Palace of Art. The Lotus Eaters. The Lady of Shallot প্রভৃতি কবিতার জন্য পাঠকরা তাঁকে কীটসের উত্তরাধিকারী বলে মনে করেন।

Poems-এ (দুই খণ্ড। ১৮৪২) টেনিসনের প্রসাধনী কৌশল, সঙ্গীতধর্মী রচনাশৈলী, বিষয়মাহাত্ম্য, নাটকীয় অন্তর্দৃষ্টি এবং অনুভূতি শক্তি সবেরই অগ্রসরতা ঘটেছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্বীকৃতিও ১৮৪২-এ, কিন্তু এই সম্ভাবনা নারী অধিকার নিয়ে লিখিত The Princessএ (১৮৪৭) রক্ষিত হয় নি। বহুবার সংশোধনও করেছিলেন কবি, কিন্তু তৃতীয় সংস্করণে সংযোজিত কয়েকটি সুন্দর গীতিকবিতা ছাড়া বিশেষ কোন উন্নতি হয় নি। এর কাহিনী দুর্বল, প্রতিপাদ্য তত্ত্ব দুর্বলতর। Ode on the Death of the Duke of Wellington (১৮৫২) এবং Maud and Other Poems (১৮৫৫) ছন্দোবৈচিত্র্যের পরীক্ষার জন্য উল্লেখযোগ্য। Maud আবেগময় কাব্য হিসাবেও সুন্দর। Idylls of the King (৮৫০-৮৯) মহাকাব্য টেনিসনের বৃহৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষী কাব্য—আর্থারের কাহিনী নিয়ে রচিত। মধুর অমিত্রাক্ষর ও ভিক্টোরীয় নৈতিক আদর্শের জন্য সেকালে এ বই খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল, বর্তমানে তা নেই। এটি রূপক কাব্য। কিন্তু কাহিনী রচনায় বা রূপক-সৃষ্টিতে তাঁর শক্তি দীন। প্রচলিত আর্থার কাহিনীর সঙ্গে যতটুকু তিনি যোগ করেছিলেন তা অর্থহীন। The Northern Farmer—Old style (১৮৬৪) ব্যঙ্গপ্রধান, এবং সেদিকে তাঁর ক্ষমতা ছিল তার প্রমাণ। Sir Galahed, ও Morte D' Arthur-এ নীতি জিজ্ঞাসা প্রবল। Locksley Hall Sixty years after-এ (১৮৮৬) সমসাময়িক আন্দোলনের প্রতিফলন। Ulysses ইংরেজের জয়-অগ্রগতির যেন রূপক। Dora, Enoch Arden লিরিক-ধর্মী সুন্দর কাহিনী, তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য In Memoriam (বন্ধু আর্থার হেনরী হ্যালামের মৃত্যুতে লিখিত)। এই কাব্যে গভীর জীবন-জিজ্ঞাসা মুদ্রিত। সে জিজ্ঞাসায় ভিক্টোরীয় সংকীর্ণতা থাকলেও কবির দ্বন্দ্বসংশয়ের বেদনার্ত দলিল এ কাব্য। শেষ বয়সের কাব্যে ছন্দোচাতুর্যের প্রমাণই বেশী। Tears, idle tears এবং Crosing the Bar অবশ্য শেষ বয়সের সুন্দর রচনা।

Queen Mary (১৮৭৫), Harold (১৮৭৬) প্রভৃতি নাটকে তিনি ব্যর্থ।

রাজনৈতিক দিক থেকে টেনিসন ভিক্টোরীয় রক্ষণশীলতার প্রবক্তা। তিনি

বিশ্বাসের দিক থেকে ইংরাজ ঐতিহ্যের ধারক। স্বর্গীয় নিয়ন্ত্রণে তাঁর অসামান্য আস্থা : The old order changeth, yielding place to new.

And God fulfills himself in many ways

Lest one good custom should corrupt the world.

The Ancient Sage-এ কবি বাস্তববাদকে প্রাণপণে আঘাত হেনেছেন। আবার In Memoriam তাঁর বিশ্বাস অস্তি ও নাস্তির দ্বন্দ্বে দীন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সমস্ত বিশ্বাস অন্তিম শান্তি অন্বেষণ করেছে সর্বশক্তিমান অলৌকিক পুরুষের পাদপীঠে : "One far-off divine event to which the whole creation moves."

কবি হিসেবে টেনিসন সম্পর্কে বোধহয় চরম কথা এই : 'As a metrical artist Tennyson is with the greatest, and he combined with his metrical skill a careful attention to the musical value of vowel and consonant unparalleled since Milton, Pope and Gray. His aim····was to match movement with mood. But as well as a delicate ear he had a vivid and curious eye, and he divined that a picture presented with extraordinary precision and relevance of detail may contribute potently to the communication of a state of feeling—the whole secret of Pre-Raphaelitism. The outcome of the severe and continuous discipline to which Tennyson submitted his art was a verse of such entraordinary variety and melody that its beauty sometimes became its own end and beguiled him from his fuller purpose.'

(C.C.H.)

রবার্ট ব্রাউনিং (১৮১২-৮৯) টেনিসনের প্রতিবাদী এবং যুগের দিক থেকে সম্পূরক কবি। তিনি সাধারণ কেরাণীর ছেলে, কিন্তু পিতা তাঁকে পড়াশোনার অবাধ সুযোগ দিয়েছিলেন। ব্রাউনিং টেনিসনের বন্ধু ছিলেন। তাঁর প্রথম দিকের রচনা Pauline (১৮৩৩), Paracelsus (১৮৩৫), এবং দুর্বোধ্য নামে চিহ্নিত Sordello (১৮৪০) প্রভৃতির অন্তরালে শেলীর প্রেরণা কার্যকরী, শেলীকে আবার তিনি স্মরণ করেন ১৮৫১ সালে একটি প্রবন্ধ রচনা প্রসঙ্গে। এই প্রবন্ধে-

তিনি অব্‌জেক্‌টিভ বা ড্রামাটিক লেখকের দৃষ্টান্ত ধরেন শেক্‌সপীয়রকে, আর সব্‌জেক্‌টিভ কবি—যে 'might seem to be the ultimate requirement of every age'—তার দৃষ্টান্ত ধরেন শেলীকে, এবং এই সূত্রে তিনি শেলীকে কার্লাইলের 'পোয়েট-হিরো'-তে উন্নীত করেন।

কিন্তু এই রোমান্টিক শেলী সুলভ প্রবণতাকে তিনি শীঘ্রই পরিত্যাগ করে তাঁর যুগের 'facts' ও নীতি নির্ভর সাহিত্য রচনায় আগ্রহী হন। ১৮৩৭ ও ১৮৪৬ (তাঁর বিবাহের বৎসর)—এই কয় বৎসরের মধ্যে তিনি লেখেন Strafford (১৮৪০), Pippa Passes (১৮৪১) প্রভৃতি আটখানি নাটক, এবং Dramatic Lyrics ও Dramatic Romances—যে গ্রন্থদ্বয় যতটা শেলীর নিকটবর্তী, ততটা স্কটেরও। অবশ্য তাঁর এই লক্ষ্যের পরিবর্তনে পুরো মনের সায় ছিল না। তিনি ১৮৪৫-এ এলিজাবেথের কাছে চিঠিতে লিখেছেন: 'What I have printed gives no knowladge of me ; ....I never have begun, even, what I hope I was born to begin and end —"R. B. a poem", অথবা অন্য চিঠিতে 'I only make men and women speak, give you truth broken into prismatic hues, and fear the pure white light, even if it is in me but I am going to try.'

কিন্তু এই চেষ্টা তিনি সব সময় করেননি বা করতে পারেন নি; এবং পরস্পর-বিরুদ্ধ এই দ্বৈত চিন্তা তাঁর বহু ব্যর্থতার মূলে। তাঁর দুর্বোধ্যতা, রহস্যাচ্ছন্নতা, গন্তব্য পথে আকস্মিক চ্যুতি, শ্রমসাধ্য যুক্তিবিস্তার, অস্বাভাবিক জটিল বাক্য-গঠনরীতি—এ সবই তাঁর দ্বৈত ভাবনার ফল।

বাইশ বৎসর বয়সে রচিত পারাসেলসাস কাব্যসৌন্দর্য এবং তাঁর জীবনদর্শনের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানতৃষ্ণায় উন্মাদ বিজ্ঞানী পারাসেলসাস জেনেছেন যে একক জীবনের জ্ঞান অসম্পূর্ণ, প্রেমহীন জীবন অসার্থক, কিন্তু বিধাতা মানুষের অজ্ঞাতসারে তার ইচ্ছা পূর্ণ করছেন। Christmas Eve and Easter Day-তে (১৮৫০) তিনি প্রায় ধর্মের সম্পর্কেই তাঁর বক্তব্য বলতে চেয়েছেন।

এর পরের বই Men and Women (১৮৫৫), Dramatis Personae এবং The Ring and the Book (১৮৬৮-৯)।

ড্রামাটিক লিরিকস্ গ্রন্থে আছে The Lost Leader, 'How they brought the good news from Ghent to Aix', The Lost Mistress, Evelyn Hope, Saul, By the Fire-side, The Guardian-Angel প্রভৃতি কবিতা; ড্রামাটিক রোমানসেস্-এ আছে Incident of the French Camp, My Last Duchess, The Last Ride Together, The Pied Piper of Hamelin, A Grammarian's Funeral, Holy-Cross Day, The Statue and the Bust, 'Childe Roland to the dark tower came' প্রভৃতি; মেন এণ্ড উইমেনে আছে An Epistle containing the strange medical experience of Karshish the Arab physician, Fra Lippo Lippi, Andrea del Sarto (called 'the 'Faultless Painter'), The Bishop orders his tomb at Saint Praxed's Church, Bishop Blougram's Apology, One word more প্রভৃতি; ড্রামাটিস পার্সনি-তে আছে Abt Vogler, Rabbi Ben Ezra, Caliban upon Setebos (or Natural Theology in the Island) Confessions, Prospice, A Face প্রভৃতি।

দি রিং এণ্ড দি বুক একটি হত্যার কাহিনী। সপ্তদশ শতাব্দীর রোমের ঘটনা। ফ্রান্সেস্কিনির তরুণী পত্নীর হত্যার মামলা তাঁর বর্ণনীয় বিষয়। এটি ব্রাউনিং অত্যন্ত উচ্চাশা-প্রণোদিত হয়ে লিখেছিলেন। বর্ণনারীতিতে যেন 'truth broken into prismatic hues', পর পর বারোটি মনোলগ মাধ্যমে এটি বর্ণিত, এবং এর মধ্যে ঐ বারো ছাড়াও অন্যান্যদের মতামত সংলগ্ন হয়ে আছে। পরবর্তী কালের চেতনাপ্রবাহ-রীতির বিখ্যাত উপন্যাস-লেখক হেনরী জেমস্ বলেছেন যে এই বইটিতে একটি চমৎকার উপন্যাসের উপাদান আছে। আসলে জেমস্-এর রীতিরই পূর্ব-সূচনা এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। ব্রাউনিং তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দকে এই বইতে ভিন্ন ভিন্ন সুরে ধ্বনিত করেছেন—বিভিন্ন চরিত্র ও পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। বিরুদ্ধ সমালোচকরা অবশ্য বলেছেন যে এ বইতে 'flashes of intuition'-ও যেমন আছে, তেমনি আছে 'torrents of irrelevant casuistry' এবং 'tedious word spinning'. যাই হোক এ বইতে লেখকের অন্তর্দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ মনোবিশ্লেষণের শক্তি লক্ষণীয়।

তাঁর গোটা কাব্যজীবনেই অবশ্য এই বৈশিষ্ট্যদ্বয় লক্ষ্য করা যায়; আর

এই সঙ্গে উল্লেখ্য বুদ্ধিজীবী-সুলভ বৈজ্ঞানিক যুক্তিচিন্তা। এই যুক্তিচিন্তা অবশ্য কোন সময়েই তাঁর মনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহ জাগায় নি। তিনি বিশ্বের সর্বত্রই ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাক্ষ্য পান—অবশ্য এ ঈশ্বর ওয়ার্ডসওয়ার্থের ঈশ্বরের মত নয়। ব্রাউনিং-এর individualising instinct ঈশ্বরকে প্রকৃতি ও মানব থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক সত্তা বলে কল্পনা করেছে। এই ঈশ্বরকেই আবার তিনি বলেন, 'God! Thou art Love! I build my faith on that.' অথবা 'So the All-Great were the All-loving too', বিশ্ব হচ্ছে,

'O, world as God has made it! all is beauty', এবং এই কথাটি জানাই ভালবাসা—

'And knowing this, is love, and love is duty.'

ব্রাউনিং বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁর মতে, বিবর্তন নিছক বহিরঙ্গ-গত নয়। মানুষের মানসিক ও ব্যবহারিক সাফল্য যুগ থেকে যুগে ক্রম-অগ্রসরশীল, এবং ঈশ্বরের (যিনি প্রেমও) দিকেও ক্রমান্বয়ে নিকটতর। সুতরাং জীবন হচ্ছে আদর্শের অভিমুখে এক নিয়ত যাত্রা, a ride, pilgrimage, a research, an ocean voyage, a task of knight-errantry. তাই ব্রাউনিং বলেন Asolando-তে (মৃত্যুর দিনে প্রকাশিত, ১৮৮৯):

Strive and thrive! cry 'Speed,—fight on, fare ever
There as here'.

এবং ব্রাউনিং হচ্ছেন সেই রকম একজন প্রবল-আশাবাদী সৈনিক যিনি 'ever a fighter' এবং 'never turned his back but marched breast forward'. বেঁচে থাকাটাই তার কাছে একটা আনন্দের ব্যাপার: How good is man's life, the mere living!'

তাঁর আশাবাদের ভিত্তিকে আরো সবল করেছে—তাঁর আত্মার অমরতায় বিশ্বাস। তাই কোন ব্যর্থতা, কোন অবহেলাই তাঁকে বিঁধতে পারে না:

All I could never be,
All, men ignored in me,
This, I was worth to God, whose wheel the pitcher shaped,

পৃথিবীতে যা 'broken arcs', তাই 'in the heaven, a perfect round.' মৃত্যুও তাই নিশ্চিহ্নতার নামান্তর নয়, বরং—

A groom
That brings a taper to the outward room ;

যেখানে আত্মা অশৃঙ্খলিতভাবে অবাধভাবে লক্ষ্যের দিকে যেতে পারে। এই বিশ্বাসের প্রেরণায় তিনি বলেন—

For sudden the worst turns the best to the brave,
The black minute's at end,
And the element's rage the fiend voices that rave,
Shall dwindle, shall blend,
Shall change, shall become first a peace out of pain,
Then a light, then thy breast,
O thou soul of my soul ! I shall clasp thee again,
And with God be the rest.'

মূলত কবি হলেও ব্রাউনিং-এর শিল্পক্ষমতা ছিল বিস্তৃততর। হাস্যরসিক এই কবির দখল ছিল ভাস্কর্যে, চিত্রকলায় ও সঙ্গীতে। জীবন সম্পর্কে ছিল তাঁর ব্যাপক আগ্রহ। এই আগ্রহই তাঁর প্রতিভাকে নিছক মাধুর্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে দেয় নি। Childe Roland-এর মত কবিতাও তিনি লিখেছেন। ব্রাউনিং বলেন এ কবিতাটি 'came upon as a dream', এই কবিতায় বীভৎস অলৌকিক প্রেতচ্ছায়ার জগৎ অসামান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে উপস্থিত। রোলাণ্ড একজন নাইট। তিনি বহু দিনের শেষে বিরূপ-দর্শন এক বিকলাঙ্গের সাক্ষাৎ পান; তিনি তাকে দেখা মাত্রই অবিশ্বাস করতে সুরু করেন। কিন্তু তারই পথ নির্দেশ অনুযায়ী তিনি চলতে থাকেন। সে যেন মৃত্যুর রাজত্ব। সেখানে ঘাসও গজায় 'as scant as hair in leprosy.', সেখানে নদীও আসে আচমকা সাপের মত, পা পড়ে 'upon a dead man's cheek', হাতের বর্শাটা মাটিতে ঠুকে এগোতে গিয়ে বর্শাটা মাটিতে পড়ল কিসের ওপর—'it sounded like a baby's shriek', তিনি পুরাতন সঙ্গীদের অভিযান-কথা স্মরণ করে নিজেকে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাদের ধ্বংস-কথা ছাড়া কিছুই তাঁর মনে পড়ে না। এই কবিতাকে কোলরিজের এনসিয়েন্ট ম্যারিনার-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অবশ্য ব্রাউনিং অত্যন্ত আত্মসচেতন এবং সাসপেন্স রক্ষায় কুশলী। এই কবিতাতেও নায়ক, ব্রাউনিং-এরই মত,

সাহসের সঙ্গে বীভৎসতা এবং প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছেন, এবং দুঃস্বপ্নও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয়েছে।

ব্রাউনিং-এর প্রেম-কবিতাও নিছক মাধুর্যের নয়, বরং ঈর্ষা, নিষ্ঠুরতা, হত্যা প্রভৃতির সঙ্গে মিশে সে-প্রেম তীব্র।

ব্রাউনিং দাম্পত্য জীবনে অত্যন্ত সুখী ছিলেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বাগিচার মালিক সামন্ত ভূস্বামী সদৃশ মিঃ ব্যারেটের গৃহের বন্দীদশা থেকে তাঁর প্রতিভাময়ী কন্যা কন্যা এলিজাবেথ ব্যারেটকে নিয়ে গিয়ে ব্রাউনিং বাসা বেঁধেছিলেন ইটালীতে ১৮৪৬ এর সেপ্টেম্বরে। ১৮৬১-তে পত্নীর মৃত্যুর পর ব্রাউনিং ইংলণ্ডে ফিরে আসেন। মধ্যের বৎসরগুলি তাঁর প্রেমের মাধুর্যে আনন্দে পূর্ণ। তা সত্ত্বেও তাঁর প্রেমকাব্যে তিনি যে প্রেমের তীক্ষ্ণ ও বাম রূপকেও দেখেছেন, তা তাঁর মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধিৎসার প্রমাণ, এবং প্রেমকে সর্ব দিক থেকে দেখাবার প্রচেষ্টা। বিচিত্র ধরনের পরিস্থিতি তাঁর প্রেম-কবিতাগুলিতে।

Meeting at Night (১৮৪৫) প্রেমমাধুর্যের কবিতা। 'startled little waves', 'slushy sand', 'sea-scented Beach', 'three fields to cross' এ সবই যেন এক একটা ধাপ, যা তাঁকে চালিত করছে চূড়ান্ত আনন্দ-মুহূর্তে, যখন 'two hearts beating each to each'. কবিতাটি Salingar-এর মতে, ব্রাউনিং-এর 'One of the very few completely organized poems', কবিতাটির শেষে একটি পরিশিষ্ট আছে—Parting at Morning, যা কবির মনোভাব বোঝবার পক্ষে সহায়ক। সকালে মনে পড়েছে The need of a world of men for me'. Two in Campagna-তে (মেন এণ্ড উইমেন, ১৮৫৫) প্রেমিক-প্রেমিকা দেখছে- প্রাচীন রোমের ধ্বংসাবশেষকে আবৃত করে জাগছে গ্রাম ও মুক্ত প্রকৃতি। প্রেমিক লক্ষ্য করল—সভ্যতার ওপর প্রকৃতির জয়। এই চিন্তা থেকে সে শেলী সুলভ সিদ্ধান্ত করল যে তারাও মুক্তভাবে ও স্বভাব-সহজভাবে ভালবাসবে। Let us be unashamed of soul, As earth lies bare to heaven above!' মানুষটি সেই দিকে এগোতে থাকে। কিন্তু প্রকাশের ঠিক মুহূর্তটিতে 'the good minute goes', প্রকৃতির সহজ স্বাচ্ছন্দ্য তিরোহিত হয়ে যায়! এই কবিতা প্রসঙ্গেই Salingar ব্রাউনিং-এর ডান্-প্রশস্তির কথা স্মরণ করেছেন, যা সে

আমলের পক্ষে ব্যতিক্রমই বলতে হবে। অবশ্য সেন্টিমেন্টের পার্থক্য ছাড়াও, তাতে ক্রম-প্রগত যুক্তি ও সংহতি অনেক বেশি ; 'whereas Browning's poems tend to fall apart so that he has to pull them together with a resounding exclamation. The good minute goes from the poet as well as the lover.'

Love among the Ruins-এ (মেন্ এণ্ড উইমেন্) সভ্যতার এক ধ্বংস-স্তূপের ওপর প্রকৃতির অবাধ জাগরণ দেখে প্রেমিক উপলব্ধি করেছে –'Love is best'.

দি লাষ্ট রাইড টুগেদার-এ ব্যর্থ প্রেমিকার সঙ্গে শেষ বার অশ্বারোহণ করে তার হতাশাকে ঐ মুহূর্তের জন্য পরিত্যাগ করেছে এবং ভাবছে এই অশ্বারোহণের মুহূর্তটি চিরন্তন হোক। In a Gondola-র উদ্বোধন অংশে খুব সুলভ প্যাশন বর্ণিত। পতিবিয়োগের পর পত্নীর একনিষ্ঠতা হানির আশঙ্কা Any Wife to any Husband-এর উপজীব্য।

Porphyria's Lover এবং The Laboratory : Ancion Regime কবিতা দুটিতে (Bells and Pomegranates, ১৭৪২-৫) প্রেমের সঙ্গে মিশেছে তীব্র ঈর্ষা, যা উভয় ক্ষেত্রেই সংঘটিত করেছে একটি করে মৃত্যু। প্রথমটিতে প্রেমিক তার অস্থিরস্বভাবা প্রেমিকার শ্বাসরোধ করেছে তারই চুল দিয়ে, এবং এই ভাবেই চিরন্তন করেছে তার প্রেমকে। দ্বিতীয়টিতে এক ব্যর্থ প্রেমিকা তার প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে হত্যা করবার জন্য এক ল্যাবরেটারীতে এসেছে বিষ নিতে, এবং সেটা তৈরী হবার সময়টুকুতে তার উক্তি থেকে ঈর্ষা-বিষ ব্যাপকভাবে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

My last Duchess (১৮৪২) এবং The Bishop Ordes his Tomb (১৮৪৫) কবিতা দুটিকে অবশ্য প্রেম-কবিতা বলা যায় না। কিন্তু ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি উল্লেখ্য চরিত্র তিনি এতে চিত্রিত করেছেন। প্রথমটিতে একজন সামন্ত নেতা অন্যদেশের দূতের সঙ্গে বিয়ের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে করতে নিজের সৌন্দর্যবোধের অহংকারী পরিচয় দিয়েছেন, আর সেই সঙ্গে জানিয়েছেন, কেমন করে তিনি তাঁর পূর্ব-প্রেমিকাকে মেলামেশার আধিক্যের জন্য নিঃশব্দে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছেন—'I gave commands ; Then all smiles stopped together' দ্বিতীয় কবিতাটিতে একজন মুমূর্ষু ধর্মযাজক

তাঁর অবৈধ প্রেমজাত পুত্রদের কাছে অন্তিম ইচ্ছা জানিয়েছেন—প্রাঙ্গনের ছায়াময় কোণে সমাধি রত্নখচিত স্তম্ভ, ল্যাটিন স্মারক-লিপি ইত্যাদি যা তাঁর এক মৃত প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে যেন ভাল হয়। ব্যাকুলতা ও অস্বস্তিসহ এক মিশ্র মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে ধর্মযাজকের চরিত্রে।

দু'একটি কবিতায় কূট যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ঐশীপ্রেমের মহিমা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তবে দার্শনিক কবিতার চেয়ে নরনারীর প্রেম-কবিতার জন্য ব্রাউনিং সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রাবলীর জন্যও তাঁর খ্যাতি। প্রেমের ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নারীর ট্রাজেডি বোধহয় তিনি বেশী দেখেছেন। এই নারীচরিত্রগুলির মধ্যে কাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দেওয়া যায় তা অবশ্যই বিতর্কের ব্যাপার। তবে সুইনবার্ন দি রিং এণ্ড দি বুক্-এর Pompilia সম্বন্ধে বলেছেন যে এ চরিত্র আঁকা হয়েছে 'with piercing and overpowering tenderness'। ব্রাউনিং-এর প্রেমকবিতার মূলে তাঁর প্রেমসম্পর্কের দান নগণ্য নয়। 'Through his relationship with Elizabath, Browning's whole self flowered ; the union fulfilled his poetry as it did his life. (Humphres Milford)

ব্রাউনিং তাঁর কবিতায় নারীর বিচিত্ররূপ প্রত্যক্ষ করেছেন, কিন্তু তাঁর চরম পরিণতি বোধহয় দেখেছেন মাতৃত্বে :

Womanliness means only motherhood :
All love begins and ends there,—roams enough
But having run the circle, rests at home.

(The Inn Album)

ব্রাউনিং-এর নাটকগুলি অভিনয়যোগ্য নয়, মঞ্চোপযোগী নয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক The Blot on the Scutcheon-ও (১৮৪৩) তাঁর সীমাবদ্ধতার সাক্ষী। Pippa Passes-এ (১৮৪১) রেশম-কলের বালিকা মজুর পিপা নববর্ষের দিনে গান গাইতে গাইতে চলেছে। সেই গান শুনে কয়েকজন নরনারী তাদের নাটকীয় সঙ্কটমুহূর্তে জীবনের সুসিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে। পিপার গানে ব্রাউনিং-এর বিশ্বাস ও আশাবাদ ধ্বনিত : 'God's in this heaven/All's right with the world.'

ব্রাউনিং-এর উদ্ভাবিত বিশিষ্ট আর্ট-ফর্ম ড্রামাটিক মনোলগ বা নাটকীয়

একভাষণ : 'A kind of comprehensive soliloquy, absorbing into its substance by the speaker's keenly observant glance the surrounding scenery and audience; bringing all that is pertinent to the chosen moment by the channels of memory, argument, curiosity and association; adding through the deep-graven lines which habit has incised upon character much which the soul would fain conceal, or is even unconscious of the necessity for concealing; and enriching the current of self-revealing speech with the product of any other emotion which may have been powerful enough to share in the fashioning of this critical moment.' (—ইয়ং)

জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনার কালে ব্রাউনিং অবহেলিত ছিলেন। ষাটের দশকের পরে তাঁর অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়—তিনি সন্ত-কবির পর্যায়ে উন্নীত হন। তার পরে আবার এই আতিশয্যের প্রতিক্রিয়া (Santayana : The Poetry of Barbarism. ১৯০০) অনিবার্য ছিল। তাহলেও ব্রাউনিং-এর প্রেম-কবিতার কৃতিত্ব অনস্বীকার্য, এবং তাঁর 'conversational verse' এবং 'ironic-confidential' মনোলগের কাছে পরবর্তী কবিদের, বিশেষতঃ পাউণ্ড এবং এলিয়টের, ঋণ কম নয়। (L G. Salingar : Robert Browning.)

মিসেস্ এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং (১৮০৬-৬১) সমসাময়িক কালে অতি-প্রশংসিত এবং পরবর্তী কালে অতি-নিন্দিত কবি। দুয়ের কোনটাই তাঁর প্রাপ্য নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্পকুশলতার অভাব থাকলেও তাঁর কয়েকটি গীতিকবিতা ও কয়েকটি সনেট বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। যেমন, A Musical Instrument কবিতাটি, যার সম্পর্কে সেণ্টসবেরী বলেছেন, 'perhaps her very best.' তাঁর কবিতা Grief এবং 'When our two souls stand up erect and strong'-ও উল্লেখযোগ্য। তাঁর The Cry of the Children-এ (১৮৪১) কারখানার শিশু-কিশোর মজুরদের আর্তকণ্ঠ ধ্বনিত। Sonnets from the Portuguese-এর প্রেম-কবিতা আন্তরিকতার গুণে উজ্জ্বল। Aurora Leigh (১৮৫৭) কবিতায় লেখা আখ্যান।

ম্যাথু আর্ণল্ড্ (১৮২২-৮৮) বিখ্যাত 'রাগবির হেডমাষ্টার' ডঃ টমাস আর্ণল্ডের পুত্র। বিদ্যা ও চিন্তায় কৃতী, জীবনাদর্শে গম্ভীর। ভিক্টোরীয় যুগের আত্মজিজ্ঞাসার তিনি এক বিশেষ প্রতিনিধি। বিজ্ঞান মানুষের সুখ-শান্তির পক্ষে কতটা লাভজনক! ধনিক, মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র কোন শ্রেণীর ওপরই তিনি পুরো আস্থা রাখতে পারেননি। এই সব জিজ্ঞাসা তাঁর চিন্তাকুল বিষণ্ণতার মূলে—'One world is dead, the other powerless to be born.' ধর্মবিশ্বাসের ক্রমক্ষয়ও তাঁর বেদনার কারণ; The Forsaken Mermaid কবিতাটিতে জলমানবী তার সন্তানদের মায়ায় গীর্জার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছে; ভিতরে ঢোকা তার নিষেধ। এ জলমানবী ধর্মবিশ্বাসে কিছুটা আস্থা হারানো আর্ণল্ডেরই আত্মার ছায়া। জীবন থেকে যেন অনেক কিছু চিরকালের মত চলে গিয়েছে; তাই তাঁর চোখে জল:

Lean'd on his gate, he gazes—tears
Are in his eyes, and in his ears
The murmur of a thousand years. (—Resignation)

যুগ-রীতি অনুযায়ী কবিতা লেখবার অভিপ্রায় আর্ণল্ডের ছিল না। তাঁর কবিতার প্রথম সঙ্কলন প্রকাশিত হবার অল্প পরে তিনি তাঁর প্রিয় ভগ্নী জেন-কে লিখেছিলেন যে তিনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কর্তৃক অতিমাত্রায় অনুপ্রাণিত 'modern English habit'-এর বিরুদ্ধে—যে-অভ্যাস কবিতাকে ব্যবহার করে 'for thinking aloud, instead of making anything.' চার বছর বাদে ১৮৫৩-এর সংকলনের ভূমিকায় তিনি রোমান্টিক সব্‌জেকটিভিজমের বিস্তৃত বিরুদ্ধতা করেন। তাঁর মতে ঊনবিংশ শতকের কবিদের তিনটি জিনিস শেখা দরকার ছিল: 'the all importance of the choice of a subject; the necessity of accurate construction; and the subordinate character of expression.'

এই ক্লাসিক্যাল রীতি অনুযায়ী তিনি রচনা করেন তাঁর ট্রাজেডী Merope, এবং দুটি এপিক ভঙ্গির রচনা—Balder Dead ও Sohrab and Rustum. শেষ গ্রন্থটি এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ; এতে পিতা ডঃ আর্ণল্ডের সঙ্গে ম্যাথু আর্ণল্ডের দ্বন্দ্বের অ-সচেতন কাল্পনিক প্রক্ষেপ ঘটেছে।

কিছু সৃষ্টি করার পরিবর্তে উচ্চকণ্ঠ চিন্তার যে ত্রুটির কথা তিনি অন্য

কবিদের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, সে-ত্রুটি তাঁর নিজেরও ছিল। সে-ত্রুটি থেকে মুক্ত হয়েছেন তিনি যেখানে, সেখানে তিনি সফল। যথা, The Scholar Gypsy, Thyrsis, Dover Beach প্রভৃতি। প্রথম দুটি কবিতা বার্কশায়ার গ্রামাঞ্চলের পটভূমিকায় রচিত। আর্থার ক্লাউ ও অন্যান্য অক্সফোর্ড সঙ্গীদের সঙ্গে যৌবনে তিনি এই অঞ্চলে ঘুরেছেন। সেই স্মৃতি-লিপ্ত প্রকৃতিপটে শোকগীতির সুরে কবিতাগুলি রচিত। ডোভার বীচ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা। সেই বিষণ্ণ মন—যা ধর্মবিশ্বাসের অনিবার্য ক্ষয়কে উপলব্ধি করে, এবং ভালবাসার সম্পর্কের মধ্যে দাঁড়াবার যায়গা পেতে চায়। কবির চিন্তা বা স্মৃতি-রোমন্থনের মাধ্যমে নয়, প্রকৃতিদৃশ্যের মাধ্যমে তা সঞ্চারিত। প্রথম সূচনা স্থির শান্ত গাম্ভীর্যে :

The Sea is calm tonight
The tide is full, the moon lies fair
Upon the straits ; on the French coast the light
Gleams and is gone ; the cliffs of England stand,
Glimmering and vast out in the tranquil bay.

তারপরে একটি পংক্তির কোমল আহ্বান : Come to the window, sweet is the night-air। তারপর সমুদ্রের গতি ও ধ্বনির বিচিত্র পরিচয় :

Only, from the long line of spray
Where the sea meets the moon-blanch'd land,
Listen ! you hear the grating roar
Of pebbles which the waves draw back, and fling,
At their return, up the high strand,
Begin, and cease, and then again begin,
With tremulous cadence slow, and bring
The eternal note of sadness in.

এর মধ্যে কবি বিষণ্ণতার চিরন্তন সুর শুনতে পাচ্ছেন, কবি বলছেন যে একদিন পৃথিবীকে বেষ্টন করে The Sea of Faith ছিল, কিন্তু এখন শোনা যায় শুধু Its melancholy, long, withdrawing roar. ; আধুনিক পৃথিবীতে বাঁচতে হলে তাহলে একমাত্র অবলম্বন থাকে আন্তরিক প্রেম :

Ah, love, let us be true
To one another ! for the world, which seems
To lie before us like a land of dreams,
So various, so beautiful, so new,
Hath really neither joy, nor love, nor light,
Nor certitude, nor peace, nor help for pain ;
And we are here as on a darkling plain
Swept with confused alarms of struggle and flight ;
Where ignorant armies clash by night

শেষ পংক্তিটি আধুনিক জগৎ সম্পর্কে কবির সবচেয়ে স্মরণীয় কাব্য-মন্তব্য।

আর্নল্ডের বেশীর ভাগ কবিতাই তাঁর তেত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত এবং পঁয়তাল্লিশের আগে প্রায় সব কবিতা রচনাই শেষ। ফলে, এ কাব্য-সাহিত বিশেষভাবে একজন যুবকের, যে তৎকালীন সীমাবদ্ধতার মধ্যে যন্ত্রণাকাতর।

তাঁর অন্যান্য কবিতার মধ্যে The New Sirens, To a Republican Friend, Empedocles on Etna প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এমিলি ব্রন্টির (১৮.৮-৪৮) কবিতার সংখ্যা বেশি নয়, কিন্তু তাতে শক্তি পরিচয় আছে এবং ক্রমেই তা সমালোচকদের কাছে স্বীকৃত হচ্ছে। তাঁর ছন্দ সঙ্গীত সুন্দর, এবং তাঁর কবিতারও (তাঁর উপন্যাসের মতই) এমন একট চরিত্র আছে যা 'strong, gripping, inescapable' (C. C. H.) শার্ল ব্রন্টির কাছে কবিতাগুলি 'condensed and terse, vigorous and genuine এবং এগুলির আছে একটি বিশিষ্ট সঙ্গীত, যা 'wild, melancholy and elevating'. The Old Stoic, Remembrance, 'No coward sou is mine' প্রভৃতি ক্ষুদ্রাকার কবিতাতেই তাঁর কৃতিত্ব বেশি। দি ওল্ড ষ্টোইক্-এ তাঁর স্বীয় জীবনদর্শনের কথাই উক্ত। নো কাওয়ার্ড সোল্ ইজ মাইন্' সম্পর্কে তাঁর জীবনীকার বলেছেন, 'most perfect and expressiv of her work : the fittest monument to her heroic spirit. (এ এস. এফ্ রবিন্‌সন্ : এমিলি ব্রণ্টি। পৃঃ ২৩২)

এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড্ (১৮০৯-৮০) প্রধানত স্মরণীয় পারস্য-কবি ওমর খৈয়ামের কাব্যানুবাদের জন্য (১৮৫৯)। এটি আক্ষরিক অনুবাদ নয়।

প্রি-র‍্যাফেলাইট্ কবিগোষ্ঠী॥ তরুণ হোলম্যান হান্ট ও জে. ই. মিলে (Millais) চিত্রশিল্পী র‍্যাফেলের 'ট্রান্স্‌ফিগারেশন'-এর বিরূপ সমালোচনা করেন এবং স্যার জোসুয়া রেনল্ড্‌স্ উক্ত 'ক্লাসিকাল' রীতির বিরুদ্ধতা করেন। এঁরা র‍্যাফেল-পূর্ব ইতালীয় শিল্পীদের (জিয়োত্তো, বেল্লিনি, ফ্রা এঞ্জেলিকো) বিশুদ্ধি ও সারল্যকে পছন্দ করলেন, এবং ১৮৪০-এর শেষ দিকে প্রি-র‍্যাফেলাইট্ আন্দোলন সুরু হোলো, যার বৈশিষ্ট্য ছিল মধ্যযুগীয় ইতালীয় চিত্রের গুণ এবং বিজ্ঞান-সূচনা-কাল-সুলভ 'naturalistic accuracy of detail thought'. ১৮৫০-এর মধ্যে প্রি-র‍্যাফেলাইট চিত্রেব ষ্টাইলে প্রাধান্য দেখা দেয় এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের—'The merely decorative neo-medievalism, the subjectivity, the dreaminess'. (রব্‌সন্ : প্রি-র‍্যাফেলাইট পোয়েট্রি) বৃহৎ শিল্প ও নাগরিকতার দিক থেকেও তাদের চোখ ফেরানো ছিল। এই 'প্রি-র‍্যাফেলাইট ব্রাদারহুডে'র স্বাক্ষর পড়ে সাহিত্যেরও ক্ষেত্রে—প্রধানত রসেটির নেতৃত্বে। সাহিত্যে প্রি-র‍্যাফেলাইট্ রীতির বৈশিষ্ট্য—'deliberate simplicity of manner,...particularity of sensory detail, (বিশেষত, visual detail)....archaizing and medievalizing, the cultivation of the ballad mode...'এই বাহ্যরীতির অন্তরালে যে বিশিষ্ট মানসিকতা, তাতে আছে এক ধরণের স্তিমিত রোমাণ্টিকতার (কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত্যু, হতাশা বা বিষাদের সঙ্গে মিশে থাকে) এবং ধর্মপ্রাণতা (religiosity ; মরিসে অবশ্য নেই)। এই রীতিতে কিছুটা কৃত্রিমতা আছে, এবং স্বতঃস্ফূর্ত সজীব প্রত্যক্ষতার অভাব আছে। চিত্রী-কবি ব্লেকের সঙ্গে তুলনা করলে এদের ক্ষীণপ্রাণ কৌশলময় 'literariness'-এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। অবশ্য সকল কবির ক্ষেত্রেই এই সব বৈশিষ্ট্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়। যেমন, রসেটি বিশুদ্ধ সুন্দরের সাধক, সমসাময়িক সমস্যায় তিনি মোটেই চিন্তিত নন ; কিন্তু মরিস এই সব সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিযে ক্রমে সমাজতান্ত্রিক কর্মী হিসেবে দেখা দিয়েছেন। অথবা, শ্রীমতী রসেটির মধ্যে ধর্মপ্রাণতা খুব বেশি, যা মরিসে নেই। সুইনবার্ণের স্বাতন্ত্র্য তো এত বেশি যে তাঁকে অনেকে (যথা, রব্‌সন্) এই গোষ্ঠির মধ্যে ধরেন নি।

দান্তে গাব্রিয়েল রসেটি (১৮২৮-৮২) প্রেম ও মৃত্যু, ভীতি ও রহস্যের প্রহরাধীন জীবনের সিংহাসনে সৌন্দর্যকে অধিষ্ঠিত দেখেছেন, এবং তিনি তা-

গ্রহণ করেছেন 'as simply as my breath' (Sibylla Palmifera কবিতায় উক্ত)। রসেটি ছিলেন একজন নির্যাতিত ইতালীয় রাজনৈতিক নেতার পুত্র এবং রক্তসূত্রেই যেন তিনি ইতালীয় শিল্পরুচিকে পেয়েছিলেন। (Rossetti was really not an Englishman but a great Italian tormented in the inferno of London.—রাস্কিন) তিনি ছিলেন একাধারে চিত্রকর ও কবি।

Dante and his Circle ('৮৬১) দান্তে প্রভৃতি কবিদের অনুবাদ। স্ত্রীর মৃত্যুর সময় (১৮৬২) রসেটি তাঁর লিখিত কবিতার খাতা ঐ সঙ্গে সমাহিত করেন। পরে অনুরোধ-উপরোধে সেগুলি বার করে প্রকাশ করবার অনুমতি দেন। Poems (১৮৭০), Ballads and Sonnets (১৮৮১) এবং প্রেম-বিষয়ক সনেট-সংগ্রহ The House of Life প্রধান গ্রন্থ।

রোমান্টিক বিষয়ের সঙ্গে অতিলৌকিক বিষয়ের সংমিশ্রণ Sister Helen এবং Rose Mary-তে। ঈষৎ ব্যঙ্গের পরিচয় আছে তাঁর The Burden of Nineveh. Dante's Dream-এ বিয়াত্রিচের মৃত্যু নিঃশব্দ সংকেতময়তায় বর্ণিত; উঠোনে পপি ছড়ানো—যা ঘুম ও মৃত্যুকেই স্মরণ করায়; একটি প্রদীপ নিবে যায়; আকাশে এক খণ্ড মেঘ দেবদূত বহন করে নিয়ে চলেছে। The Blessed Damozel রসেটির বিশিষ্ট কবিতা; স্বর্গে প্রেমিকা অপেক্ষা করছেন প্রেমিকের জন্য—পৃথিবীর প্রেমের স্বাদ স্বর্গলোকে পাওয়ার জন্য তার তৃষ্ণা; প্রতীক্ষারতা কাঁদেন—'I heard her tears.' হাউস অব্ লাইফ্-এর Sudden Light (Song IV) কবিতাটি অত্যন্ত বিশিষ্ট তার সজীবতা ও উপলব্ধির প্রত্যক্ষতার জন্য :

I have been here before,
    But when or how I cannot tell :
I know the grass beyond the door,
    The sweet keen smell,
The sighing sound, the lights around the shore....

.. ..

Shall we not lie as we have lain,
    Thus for Love's sake,
And sleep, and wake, yet never break the chain ?

রব্‌সন্‌ মন্তব্য করেছেন যে এই কবিতাটি কবির মহত্তর সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়, যে-সম্ভাবনা দুর্ভাগ্যবশত পূর্ণ মাত্রায় প্রস্ফুটিত হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে এবং নিজের সম্পর্কে শেষ কথা রসেটি নিজেই বলে গিয়েছেন :

Look in my face : my name is Might-have-been ;
I am also called No-more, Too-late, Farewell, (A Superscription)

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপতন্ময়তার জন্য এই গোষ্ঠিকে রবার্ট বুকানন আক্রমণ করেছিলেন The Fleshly School of Poetry প্রবন্ধে। রসেটি জবাব দিয়েছিলেন—The Stealthy School of Criticism.

ক্রিষ্টিনা রসেটি (১৮৩০-৯৪) প্রি-র‍্যাফেলাইট্‌-সুলভ অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী হলেও, তাঁর কবিতায় কখনই কৃত্রিমতা বা জটিলতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। অবশ্য তাঁর জগৎ ঈষৎ হতাশাময়, কোন কোন ক্ষেত্রে মরবিড্‌। The Prince's Progress-এ তো বটেই, Goblin Market-এও, এমন কি শিশুদের কবিতাতেও এর ছাপ আছে। কোন কোন সময় তাঁর ধর্মপ্রাণতা তাঁকে এর থেকে বাঁচিয়েছে, যথা, A Pause—তাৎপর্যপূর্ণভাবে নামাংকিত। Spring Quiet-ও সুন্দর কবিতা। তাঁর স্বকীয়তা ও সীমাবদ্ধতার স্বাক্ষর হিসেবে Remember সনেটটি (তু : শেক্‌সপীয়রের ৭১তম সনেট : 'No longer mourn....') উদ্ধারযোগ্য :

Remember me when I am gone away,
Gone far away into the silent land ;
When you can no more hold me by the hand,
Nor I half turn to go yet turning stay.
Remember me when no more day by day
You tell me of our future that you plann'd :
Only remember me ; you understand
It will be late to counsel then or pray.
Yet if you should forget me for a while
And afterwards remember, do not grieve :
For if the darkness and corruption leave
A vestige of the thoughts that once I had,

Better by far you should forget and smile
Than that you should remember and be sad.

উইলিয়াম মরিস (১৮৩৪-৯৬) প্রথম জীবনে প্রি-র‍্যাফেলাইট আদর্শে অনুপ্রাণিত কবি এবং উত্তর-জীবনে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী কর্মী। সুন্দরের সন্ধান-রত কবির বিখ্যাত কবিতা-সংকলন The Defence of Guinevere (১৮৫৮); এতে প্রি-র‍্যাফেলাইট বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট দৃষ্টিগোচর। The Life and Death of Jason অত্যন্ত সুখপাঠ্য। বৃহৎ কাব্য আখ্যান The Earthly Paradise এ তাঁর সমাজচিন্তার ছাপ পড়েছে; কাহিনী ও চরিত্র সৃষ্টিতে ক্ষমতা কম থাকার দরুণ এর সাফল্য সীমাবদ্ধ। Poems by the way (১৮৯১) কবিতা ও গাথার সংগ্রহ। ধনবাদী জগৎ কুৎসিত কদর্যতার মূলে; তাই সুন্দরের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কর্মী, কবি, গৃহ-উপকরণে মণ্ডন প্রয়াসী, মুদ্রণ শিল্পে শ্রীকামী। তাঁর আদর্শে চিত্র স্পষ্ট ভাবে পাওয়া যায় তাঁর গদ্য লেখায়—News form nowhere, A dream of John Ball-ও (১৮৮৮) প্রভৃতিতে। রাস্কিন ও কার্লাইলের মত মরিসও সেই শ্রেণীর মহাপুরুষ, যাঁরা 'In the days of triumphant commercialism strove unweariedly against its crimes'. (C.C.H.)

আলজারনন চার্ল্স্ সুইনবার্ন (১৮৩৭-১৯০৯) সমুদ্র ও সঙ্গীত ভালবাসতেন। কবিতাতেও তার ছাপ আছে। ইংরাজী সাহিত্যে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছন্দ-শিল্পী। গ্রীক ও এলিজাবেথীয় সাহিত্যে তাঁর প্রীতি, শেক্সপীয়র তাঁর উপাস্য। অন্যদিকে য়ুগো, গতিয়ে ও বোদলেয়ারের প্রতিও আগ্রহ কম নয়। শেলীর মত তিনি মানুষের স্বাধীনতায় অত্যন্ত বিশ্বাসী, নাস্তিকতা ও প্রজাশক্তির ভক্ত, ধর্মযাজকদের সম্পর্কে তিক্ত। তাঁর Poems and Ballads (১৮৬৬) ভিক্টোরীয় নীতির জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল (বিশেষত, Dolores প্রভৃতি কবিতা)—প্রেমকবিতায় তীব্র আসক্তি ও অবসাদের প্রাধান্যের জন্য। গ্রীক ট্র্যাজেডির আদর্শে রচিত Atlanta in Calydon (১৮৬৫) ও Erchtheus এ কৃত্রিমতার ছাপ আছে। এর মধ্যে আটলাণ্টা অনেকটা তবু স্বচ্ছন্দ। A Song of Italy (১৮৬৭) মাৎসিনি ও গারিবল্ডির প্রশংসায় রচিত। ইতালীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে তিনি রচনা করেন Songs before Sunrise (১৮৭১); দেহপ্রেম ও সমুদ্রস্তবের কাব্য Tristram of Lyonesse (১৮৮২)

তাঁর সবচেয়ে পরিণত রচনা। Essays and Studies এবং Miscellanies তাঁর সমালোচনা-গ্রন্থ। A Study on Shakespeare তাঁর শ্রেষ্ঠ আলোচনা। উৎসাহের আতিশয্য অনেক সময় তাঁর বিচারবুদ্ধিকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

টমাস হার্ডি (১৮৪০-১৯২৮) বৃহৎ কাব্য রচনা করেন 'The Dynasts', নেপোলিয়নের ইয়োরোপ অভিযানের পটে এর কাহিনী বিধৃত। এ ছাড়াও অনেকগুলি ক্ষুদ্র কবিতা তাঁর ব্যক্তি-অনুভূতিতে উজ্জ্বল। তাঁর মানসিকতায় বিষণ্ণতার রেশ ছিল। Poems of the Past and Present এবং Satires of Circumstances উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

উপন্যাস

ভিক্টোরিয়া যুগের প্রাধান্য কাব্যে নয়, উপন্যাসে। বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তববুদ্ধির প্রসার হয়তো এই উপন্যাস সমৃদ্ধির মূলে। তা ছাড়া ভিক্টোরীয় যুগ অকস্মাৎ এমন কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল যার আলোচনার সুযোগ কাব্যের ক্ষেত্রে ততটা ছিল না।

চার্লস ডিকেন্স্ (১৮১২-৭০) এই কালের সবচেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। হামফ্রি হাউস্ বলেছেন যে ডিকেন্স এত জনপ্রিয় হতেন না, যদি তিনি কোন ব্যাপারে 'pioneer' হতেন (—দি ডিকেন্স ওয়ার্ল্ড)। তিনি ইংরেজ-জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন, এবং তাকে আন্তরিকভাবে উপস্থিত করেছেন। ডিকেন্সের জগতের সঙ্গে যে কোন ইংরেজের মনের নৈকট্য অত্যন্ত বেশি। ইংরেজ জীবনের সঙ্গে এই একাত্মতা তাঁর জনপ্রিয়তার একটি বড কারণ। দ্বিতীয় কারণ, হিউমার-বোধ ; সরস সহানুভূতিসম্পন্ন ।বশিষ্ট এই বোধ তাঁর প্রায় সব লেখাকেই হৃদয়গ্রাহী করে রেখেছে। তৃতীয়ত, বিষয় ও চরিত্রের বৈচিত্র্য। সজীব মানুষের সুবৃহৎ চরিত্রশালা তাঁর। ডিকেন্সের ত্রুটিও আছে। অতিনাটকীয়তা এবং ভাবাতিশয্য বহু ক্ষেত্রে উৎকটভাবে দেখা দিয়েছে। নিম্নমানের লেখাও তাঁর প্রচুর।

তাঁর জীবনদৃষ্টিতে বুদ্ধিতীক্ষ্ণতা নয়, অনুভবময়তাই প্রধান। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে তাঁর শিথিলতা আছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সমালোচকেরা তাঁর ভাষা সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করেছেন। Hard times-এ তথাকথিত ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বিদ্রূপ করা হয়েছে ; এই সামাজিক দিকটাই এই উপন্যাসের এ যাবৎ প্রধান সমালোচ্য বিষয় ছিল। সম্প্রতি ডঃ লীভিস এর ভাষা সম্পর্কে বলেছেন, The final stress

may fall on Dickens's command of word, phrase, rhythm, and image : in case and range there is surely no greater master of English except Shakespeare'. (দি গ্রেট ট্রাডিশন্-এর পরিশিষ্ট-প্রবন্ধ) এই প্রশংসা ডিকেন্সের অধিকাংশ উপন্যাস সম্পর্কেই প্রযোজ্য বলে মনে করেন আর. সি চার্চিল (—পেলিকান গাইড্)।

ডিকেন্সের বাবা ছিলেন দরিদ্র কেরানী। লণ্ডনে তাঁদের অঞ্চলেই ছিল একটি জেলখানা,—দেনার দায়ে তাঁর বাবা সেখানে কিছুদিন ছিলেন। তবু বাবা তাঁকে স্কুলে দিয়েছিলেন। ক্রমে ডিকেন্স্ হলেন কেরানী, রিপোর্টার। খবরের কাগজে হাসির ছবির সঙ্গে কথার নক্সা রচনা করতে গিয়েই তিনি আরম্ভ করলেন সুবৃহৎ Pickwick Papers (১৮৩৬-৭)। খেয়ালী, পরোপকারী, নিরভিমান, আত্মভোলা পিক্উইক একটি ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। তার ভৃত্য স্যাম ওয়েলার। পিক্উইকের সূত্রে নানা ধরনের চরিত্র এসেছে এ গ্রন্থে। কিন্তু সব-সেরা চরিত্র পিকউইক স্বয়ং। বহু সমালোচক এই বইকে অত্যন্ত উচ্চাসন দিয়েছেন। চার্চিল মনে করেছেন, সুখপাঠ্যতা সত্ত্বেও এ বই মানুষের অন্তর-রহস্যের খুব গভীরে প্রবেশ করেনা—'resting genially on the surfaces of life'. অবশ্য ভাবাতিশয্য এ বইকে নষ্ট করে নি। এর বিচার-দৃশ্যটি অত্যন্ত বিখ্যাত এবং মঞ্চসফল। এই বই ডিকেন্স্কে প্রতিষ্ঠা দিল। Oliver Twist-এর (১৮৩৮) প্রথম দিক অনাথ আশ্রমের চিত্র, এবং এই অংশটিই ভাল। A Tale of Two Cities ফরাসী বিপ্লবের পটে রোমান্টিক প্রেম কাহিনী। David Copperfield (১৮৫০-৫১) আত্মজীবনীমূলক সুবৃহৎ উপন্যাস। Bleak House-এ (১৮৫২-৫৩) আইনের বিলম্বিত গতি আলোচ্য। Little Dorrit আমলাতন্ত্রের প্রসঙ্গে বিদ্রূপ। মার্কিনদেশ বেড়িয়ে এসে লিখেছিলেন স্বার্থপরতা ও ভণ্ডামিকে ব্যঙ্গ করে Martin Chuzzlewit ; চার্চিলের মতে এটি লেখকের সর্বশ্রেষ্ঠ কমিক নভেলই মাত্র নয় 'but the greatest work of comic genius in the whole of English literature. In the field of comedy I put Dickens above Shakespeare, Ben Jonson, Fielding, and Smollett.' জর্জ গিসিং বলেছেন যে এই বইতে 'every quality of Dickens is seen at best'. অবশ্য এতে কতকগুলি ভাবাতিশয্যের দৃশ্য আছে। Nicholas Nickleby

(১৮৫৮-৯), Old Curiosity shop (১৮৪১), Barnaby Rudge, Dombey and Son, Our Mutual Friend, Great Expctations, Sketches (১৮৩৬) Edwin Drood, The Uncommercial Traveller (প্রবন্ধ) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। চার্চিল 'সর্বশ্রেষ্ঠ'র মর্যাদা দিয়েছেন Martin Chuzzlewit ও Bleak house-কে 'with Little Dorrit not far below'; হার্ড টাইম্‌স্ ও গ্রেট এক্‌স্‌পেক্‌টেশনস্ 'Masterpieces of minor order'; আর বহু দুর্বলতা সত্ত্বেও পিকউইক পেপার্স ও ডেভিড কপারফিল্ডের জনপ্রিয়তায় অধিষ্ঠিত থাকবার সম্ভাবনা।

উইলিয়ম মেকপীস থ্যাকারে (১৮১১-৬৩) জন্মেছিলেন কলকাতায়। তাঁর বাবা ছিলেন ডিষ্ট্রিক্ট কালেক্টর। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁকে বিলেতে পাঠানো হয়। সেখানেই তাঁর শিক্ষা। কেম্ব্রিজে ব্যারিষ্টারী পড়েছিলেন কিছুদিন, কিন্তু শেষ করেননি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ব্যঙ্গাত্মক চিত্র কবিতা প্রকাশ করেন। এর মধ্যে বিয়েও করেন, কিন্তু চার বছর পরে স্ত্রী চিরদিনের মত পাগল হয়ে যান। চার বছর বয়সে তিনি পিতৃহীন হয়েছিলেন এবং মাতা কর্মেছিলেন পুনর্বিবাহ। ফলে থ্যাকারে কোনদিন তেমন স্নেহ পরিবেশের মধ্যে ছিলেন না। এই ব্যক্তিগত কারণে, এবং ভিক্টোরীয় যুগের অভিজাত ও আভিজাত্য মোহ-গ্রস্তদের অন্তঃসারশূন্যতা ও কৃত্রিমতাকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে বুঝেছিলেন বলে তাঁর লেখায় অনেক ক্ষেত্রে একটা সিনিক্ সুর শোনা যায়। ডিকেন্সের সঙ্গে এইখানে তার প্রধান পার্থক্য। তাছাড়া থ্যাকারের কাহিনী অনেক ক্ষেত্রে মন্তব্যবহুল। ডিকেন্স-সুলভ দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর প্রতি আগ্রহ—তাঁর নেই। তাঁর আলোচ্য সাধারণত ধনী ও মধ্যবিত্তের জীবনসমস্যা। ডিকেন্সীয় ঔদার্য ও সার্বজনীন প্রীতির পরিবর্তে তাঁর আছে তীক্ষ্ণদৃষ্টি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ: 'I describe what I see,' ডিকেন্সীয় প্রসন্ন হাস্যরসের বদলে তাঁর আছে সুমার্জিত শ্লেষ ও ব্যঙ্গ। ডিকেন্সীয় ভাবাতিশয্য তাঁর ক্ষেত্রে কল্পনার অতীত; ভাবাবেগ তাঁর অত্যন্ত সীমিত। বিশেষত তাঁর শেষ জীবনের সাহিত্যে, কোমল অনুভূতির সুষ্ঠু সংযত প্রকাশ ঘটেছে, এবং সিনিক্ দৃষ্টির প্রখরতাও বোধহয় কমেছে। এ লেখক স্বভাবতই ডিকেন্সের তুলনায় কম জনপ্রিয় হয়েছেন, যদিও শিল্প-সচেতনতা থ্যাকারের অনেক বেশি।

বিখ্যাত ব্যঙ্গ-পত্র 'পাঞ্চ'-এ গোড়ার দিকে যে সব লেখা লিখেছিলেন, তার

সঙ্কলন Book of Snobs : স্নবদের প্রতি তীক্ষ্ণ তিক্ত আক্রমণ। তাঁর প্রথম উপন্যাস Vanity Fair (১৮৪৭-৮) তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। বেকি শার্প নামে একটি বুদ্ধিমতী সাহসিকা মেয়ের জীবনকে অবলম্বন করে লেখক স্পষ্ট আঘাত করেছেন নীতিহীন, রুচিহীন কৃত্রিমতা ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে। ফিল্ডিং-এর ধরণে অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ এই রচনা। থ্যাকারের সৃষ্ট চরিত্রে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে; দোষ-গুণ মেশানো চরিত্র সব—এক বিন্দুও আদর্শায়িত অতিশয়তা নেই তাতে।

Pendennis (১৮৪৮-৫০) তাঁর বাল্য অভিজ্ঞতার বিবরণ। Henry Esmond (১৮৫২) অষ্টাদশ শতকের রাণী অ্যানের কালের আখ্যান। নায়কের জবানীতে কাহিনী বিবৃত। এসমণ্ড উদার, ক্ষমাশীল, স্নিগ্ধ; থ্যাকারের সিনিসিজম্ অতিক্রান্ত। তদানীন্তন কালের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার ও আবহাওয়া সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটি অত্যন্ত সার্থক। Newcomes (১৮৫৩-৫) উপন্যাসের কর্ণেল নিউকামের মৃত্যুদৃশ্যেও থ্যাকারের সহৃদয় ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

জর্জ এলিয়ট (১৮১৯-৮০) লেখিকা মেরী অ্যান্ ইভানস্-এর ছদ্মনাম। পাণ্ডিত্যে ও দুঃসাহসিক মননশীলতায় তিনি অত্যন্ত বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক। ব্যক্তিজীবনেও তাঁর দুঃসাহসিকতা ছিল। আইনের স্বীকৃতি না থাকা সত্ত্বেও তিনি বিদগ্ধ পুরুষ জর্জ হেনরী লিউইস্‌কে 'বিবাহ' করেন, এবং এই সম্মিলন তাঁর ঔপন্যাসিক-জীবনের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। তাঁর প্রথম সাহিত্যকর্ম অনুবাদ : স্ট্রস্-এর Das Leben Jesu (১৮৪৬) এবং স্পিনোজার Ethics. লণ্ডনের ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ-এর সহকারী সম্পাদক হিসেবে সমালোচনা কালে উপন্যাস রচনার সূত্রগুলিকে বিবৃত করেন। বিবাহের পরে তাঁর প্রথম উপন্যাস বেরোয়—Scenes of Clerical Life (১৮৫৭)। তারপর বেরোয় Adam Bede (১৮৫৯), The Mill on the Floss (১৮৬০), Silas Marner (১৮৬১), ঐতিহাসিক উপন্যাস Romola (১৮৬২-৩), নাট্যকবিতা Felix Holt the Radical, The Spanish Gypsy (১৮৬৮), Middlemarch (১৮৭১-২) এবং Daniel Deronda (১৮৭৬) এর মধ্যে, অনেকের মতে, মিড্‌লমার্চ্ শ্রেষ্ঠ (কুইণ্টিন এণ্ডারসন : জর্জ এলিয়ট ইন মিডলমার্চ)। অনেকের মতে অবশ্য, 'ইন্‌টেলেকচুয়াল' জর্জ

এলিয়ট এবং সহানুভূতিসম্পন্ন শিল্পী জর্জ এলিয়টের দ্বন্দ্বের মীমাংসা তাঁর কোন বইতেই পুরোপুরি হয় নি—মিডলমার্চেও নয়।

পল্লীজীবনের চিত্র নিখুঁতভাবে ও আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি উপন্যাসে এনেছেন (যথা, মিল অন্ দি ফ্লস্-এর প্রথম দ্বিশতাধিক পৃষ্ঠা)। নারী ও শিশু চরিত্র সৃষ্টিতেও তাঁর নারীহৃদয়ের ছায়া দৃষ্টিগোচর হয়। হাস্যরস সৃষ্টিতেও তাঁর লেখনী বিমুখ নয়। কিন্তু সব কিছুকে ছাড়িয়ে আছে তাঁর গভীর বিশ্লেষণ এবং নৈতিক জিজ্ঞাসা। নীতির ক্ষেত্রে একবারের সাময়িক ভ্রষ্টতার সূত্রেই উত্তরকালের বৃহত্তর পতন রচিত হয়—এই বিশ্বাস ছিল তাঁর। উপন্যাসে তার পরিচয় পাওয়া যায়। অ্যাডাম বীড-এর অল্পবয়স্কা হেটি একবার নীতিভ্রষ্ট হয়েছিল, এবং তাই তাকে টেনে নিয়ে গেল বৃহত্তর নীতিভ্রষ্টতার দিকে। নীতিকে লেখিকা সব উপন্যাসেই গুরুত্ব দিয়েছেন। এক গভীর জীবনজিজ্ঞাসার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাঁর উপন্যাসগুলিতে। ডিকেন্সের মত জনপ্রিয়তা অবশ্য তিনি কখনই পান নি। তাহলেও উনিশের শতকের শেষ ত্রিশ বছর তাঁর বেশ জনপ্রিয়তা ছিল। বিংশ শতাব্দীতে তা ক্ষুণ্ণ হয়—অনেকের মতে পাণ্ডিত্যের ভারে তিনি ভারাক্রান্ত। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে গর্ডন হাইট সম্পাদিত জর্জ এলিয়টের পত্রাবলী এবং লীভিস-এর দি গ্রেট ট্র্যাডিশন গ্রন্থের জর্জ এলিয়ট বিষয়ক আলোচনা, লেখিকাকে আবার নতুন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে। এই বাদানুবাদের মধ্যে ভার্জিনিয়া উল্ফের কথাটি স্মরণীয়। মিড্লমার্চ্ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে পরিণত মানুষের জন্য লিখিত যে অল্প কয়েকটি উপন্যাস ইংরাজী সাহিত্যে বর্তমান এটি তার মধ্যে একটি। শুধু মিড্লমার্চ্ নয়, জর্জ এলিয়টের সমগ্র সাহিত্য সম্পর্কেই একথা কমবেশি সত্য : তিনি পরিণত-মনস্কদের কথাশিল্পী।

শার্লট ব্রন্টি (১৮১৬-৫৫) এবং এমিলি ব্রন্টির (১৮১৮-৪৮) কল্পনা-প্রকৃতির সঙ্গে অন্যান্য ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের একটা লক্ষণীয় পার্থক্য আছে : 'The difference appears to be one of emotional intensity, the product of a unique concentration upon fundamental human passions in a state approaching essential purity.' (ডেরেক ট্রাভার্সি : দি ব্রন্টি সিষ্টারস এণ্ড উদারিং হাইট্স্)

অল্প বয়সে মা মারা যাওয়ায় বড় বোন শার্লটকে বহির্জগতের সংস্রবে বেশি

আসতে হয়েছে। Jane Eyre-এ (১৮৪৭) শার্লট তাঁর স্কুল-জীবন ও গভর্ণেসের চাকরীর অভিজ্ঞতাকে উপন্যাসে এনেছেন। শিক্ষার কাজে যোগ্যতা বাড়াবার জন্য তিনি ব্রাসেলস্-এ যান কনষ্টানটিন্ হেগের এর অধীনে পড়বার জন্য। হেগেরের ব্যক্তিত্বে শার্লট মুগ্ধ হন, কিন্তু তাঁর প্রেমের কোন প্রতিদান তিনি পান নি। এই বিক্ষুব্ধ বেদনার স্থ৳ জেন আয়ার-এর রচেষ্টার চরিত্র, The Professor (১৮৫৭, মৃত্যুর পর প্রকাশিত)। Villette (১৮৫৩) এবং Shivley-তেও (১৮৪৯)-তে এই ঘটনার প্রভাব আছে। হৃদয়ের তীব্র আবেগ ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে এই কাহিনীগুলি বর্ণিত, এবং প্রেমের ও জীবনের ক্ষেত্রে নারী-অধিকার উচ্চারিত,—যা ভিক্টোরীয় যুগের পক্ষে অসমসাহসিকতার নিদর্শন। জেন আয়ারের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় শালট বলেছিলেন, 'Conventionality is not morality. Self-righteousness is not religion.' আর উপন্যাস বলতে তিনি বুঝতেন 'cool, real and solid,...as unromantic as Monday morning.'

এমিলি ব্রা ণ্টর বহিঃসংস্রব কম ছিল; গির্জায় যাওয়া বা পাহাড়ে একটু-আধটু বেড়ানো—এ ছাড়া বেরোতেন কম। ইয়র্কশায়ারের জলাভূমি অঞ্চলে কেটেছে নিরানন্দ দিন। একবার এরই মধ্যে প্রেমের আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন তিনি, কিন্তু সে-প্রেম সফল হয় নি। ত্রিশ বছর বয়সেই দুরারোগ্য ব্যাধিতে মৃত্যু হয় তাঁর। এমিলির মৃত্যুকালের স্মৃতি লিখেছেন শালট এইভাবে: দিনের পর দিন কীভাবে ও সইল সেই রোগের যন্ত্রণা, আমি তাকিয়ে থাকতাম বিস্ময়ে ভালবাসায় এবং উদ্বেগে। এমন আম আর দেখিনি। পুরুষের চেয়েও শক্তিশালী, শিশুর চেয়েও সরল, তখন তার প্রকৃতি। দুটি মাস কেটে গেল, নির্মম মাস দুটি।.. আমাদের প্রাণের ধন শুকিয়ে যেতে লাগল চোখের উপর। মৃত্যুর দিন যক্ষ্মাজীর্ণ কয়েকখানি অস্থি ছাড়া এমিলির আর কোন অস্তিত্বই ছিল না। ও মারা গেল ১৮৪৮-এর ১৯ ডিসেম্বর।'

মাত্র একখানি উপন্যাস—Wuthering Heights-এর (১৮৪৭) জন্যই এমিলির খ্যাতি। বইটিকে ইংরাজী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কয়েকখানি উপন্যাসের অন্যতম বলে মনে করা হয়। এই গ্রন্থে তাঁর কল্পনা সূর্যকরোজ্জ্বল নয়, বরং বিষাদগম্ভীর, এবং প্রবল আদিম এক ধরণের প্যাশনে স্পন্দিত। নায়ক হিথক্লিফ্-এর চরিত্র অত্যন্ত মৌলিক এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। একালের

এ বই আমাদের প্রাচীনকালের ট্রাজেডি-র কথা স্মরণ করায় : 'a unique imaginative creation which, largely ignoring the moral and social assumptions of the contemporary novel, aspires rather to the severe simplicity of ancient tragedy.' (—Derek Traversi)

কনিষ্ঠা অ্যান্ ব্রণ্টির Agnes Grey তত খ্যাতি পায় নি।

জর্জ্ মেরিডিথ্-এর (১৮২৮-১৯০৯) তিনখানি উপন্যাস বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে : The Ordeal of Richard Feverel (১৮৫৯), The Egoist (১৮৭৯) এবং Diana of the Crossways (১৮৮৫)। প্রথমটির বিষয় এক কৈশোর-প্রেমের ভাগ্য-বিড়ম্বনা। দ্বিতীয়টির উপজীব্য মানুষের সূক্ষ্ম তির্যক দুরতিক্রম্য অহংবোধ—যা প্রেমের ক্ষেত্রেও অতিক্রম করা দুরূহ। তৃতীয়টিতে আলোচ্য—রাজনৈতিক ক্রীড়াঙ্গনের চাপে ভালবাসার আদর্শচ্যুতি। মেরিডিথের উপন্যাসের আঙ্গিক হৃদয়গ্রাহী নয়, ভাষা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, তার ফলে বহু ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য, এবং বিশ্লেষণ মাত্রাতিরিক্ত। তা সত্ত্বেও উজ্জ্বল মননশক্তির গুণে উপন্যাসগুলি উপভোগ্য। কেউ কেউ বলেছেন যে তাঁর উপন্যাসের মননশীল আলোচনা-অংশগুলিকে সংকলন করলে কার্লাইলের Latter-Day Pamphlets ধরনের একটি উত্তম প্রবন্ধ-সংকলন হতে পারে। (এফ. এন্. লীস্—জর্জ মেরিডিথ : নভেলিষ্ট)। তাঁর উপন্যাসের এই দুর্গমতার কথা ভেবেই বোধহয় মেরিডিথ 'ডায়না অফ্ দি ক্রস্ওয়েজ্'-এর ভূমিকায় লিখেছেন, 'You must feed on something. Matter that is not nourishing to brains can help to constitute nothing but the bodies which are pitched on rubbish-heaps. Brain-stuff is not a lean stuff; the brain-stuff of fiction is internal history, and to suppose it dull is the profoundest of errors.'

মেরিডিথের বিরুদ্ধতা হয়েছে প্রচুর। ই. এম. ফরষ্টার (আসপেক্টস্ অফ দি নভেল) তাঁকে বলেছেন 'Suburban roarer এবং লীভিস্ তাঁর দি গ্রেট ট্রাডিশন্ গ্রন্থে তাকে মোটেই গুরুত্ব দেন নি। স্বপক্ষে বলেছেন হেনরী জেমস; মেরিডিথ সম্পর্কে তাঁর উক্তি 'an admirable spirit'। খুব সম্প্রতিকালে স্বীয় মতবাদের গোঁড়ামি সত্ত্বেও মেরিডিথ সম্পর্কে সপ্রশংস সুন্দর আলোচনা করেছেন জ্যাক লিগুসে তাঁর 'জর্জ মেরিডিথ' গ্রন্থে। লীস্-এর বক্তব্য খুব

যুক্তিসহ : মেরিডিথের সময়ের অধিকাংশ সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা এখন প্রায় অবসিত, তাঁর রীতি নিখুঁত নয়, তার হাস্যরস 'often wearisomely facetious and long-winded', তাঁর গদ্যের অনেকাংশ 'is a peering through rippled glass, কিন্তু তিনি 'a novelist of great originality, with important aims one of insight and honesty, whose full-bloodedness and searching intimacy of feeling makes his work (differences, and important ones, notwithstanding) more akin to that of D.H. Lawrence than is that of any other English novelist'.

টমাস হার্ডি (১৮৪০-১৯২৮) ডর্সেটশায়ারের লোক। এই অঞ্চলই (উপন্যাসের নাম ওয়েসেকস্) তাঁর উপন্যাসের প্রধান ঘটনাস্থল। হার্ডির ছিল নিবিড় প্রকৃতি চেতনা। যে বই তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল (Far from the Madding Crowd, ১৮৭৪) তাতে এর স্বাক্ষর আছে। পল্লী কৃষকের কাহিনী এটি। The Woodlanders-ও পল্লীর কাহিনী। প্রকৃতির নিগূঢ় প্রভাবে তাঁর বহু মানুষ নিষিক্ত, আবদ্ধ। তাঁর প্রকৃতি বহু ক্ষেত্রেই ক্রূর এক নিয়তির মত—যেমন, এগডন্ হীথ্-এর রুক্ষ কর্কশ পতিত প্রান্তর (The Return of the Native, ১৮৭৮) Two on a Tower (১৮৮২) ; তিনি প্রেমিক-প্রেমিকাকে স্থাপন করতে চেয়েছেন 'against the stupendous background of the stellar universe.'

দ্বিতীয়ত, হার্ডির চিন্তায় ছিল নৈরাশ্য, দুঃখবাদ ও নিয়তিবাদ। এর মূলে জে. এস. মিল, স্পেনসার, ষ্টিফেন, সোপেনহাওয়ারের প্রভাব আছে। মানুষ তার চেষ্টা সত্ত্বেও যেন ভাগ্যনির্দিষ্ট, যে ভাগ্য খুব সুখের নয়, এই নিয়তিবাদের গভীর প্রকাশের জন্য একাধিক সমালোচক তাঁর সাহিত্যের সমালোচনায় গ্রীক ট্রাজেডিকে স্মরণ করেছেন। কিন্তু একালের সমালোচক এই প্রসঙ্গে বিপরীত প্রশ্নও তুলেছেন : সব কিছু যেখানে 'fated', চরিত্র যেখানে নির্দিষ্ট পথে চলে এবং কষ্ট পায়। হার্ডির চিন্তা যেন অতিসরলীকৃত এবং ফলে উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর দুর্বলতা প্রকট। ইস্কাইলাস বা উনবিংশ শতকের বিজ্ঞান—যার কাছ থেকেই তিনি পেয়ে থাকুন তাঁর এই 'deterministic notions', তা তাঁকে সাহায্য করেনি 'to overcome his great weakness as a novelist, his inability to go beyond stereotypes of

character and to deepen the intrinsic development of his plot. (জি.ডি. ক্লিঙ্গোপুলস্ : হার্ডি'জ টেল্‌স্ এনসিয়েণ্ট এণ্ড মডার্ণ। পেলিকান গাইড্।)

হার্ডি স্থপতির কাজ শিখেছিলেন। তাঁর উপন্যাসেও স্থপতি-সুলভ সুঠাম গঠন-সৌকর্য দেখা যায়। তাঁর The Mayor of the Casterbridge (১৮৮৬), Tess of the D' Urbervilles (১৮৯১), Jude the Obscure (১৮৯৬) প্রভৃতি তাঁর সমধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

সামুয়েল বাটলার (১৮৩৫-১৯০২) ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধের ছদ্ম-মীমাংসার মোহকে আঘাত করেছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ বই The Way of All Flesh.

রবার্ট লুই ষ্টিভেনসন (১৮৫০-৯৪) এক জাতীয় রোমান্সের (Treasure Island, Kidnapped, The Black Arrow ইত্যাদি) রচয়িতা। তাঁর শ্রেষ্ঠ বই Dr. Jekyll and Mr. Hyde ; এ বইয়ের রূপকে তিনি মানুষের সু ও কু দুই সত্তার দ্বন্দ্বকে উপভোগ্য রূপে উপস্থিত করেছেন। তাঁর গদ্য মসৃণ ও গতিসম্পন্ন।

জর্জ গিসিং (১৮৫৭-১৯০৩) ভিক্টোরীয় সমাজের দোষত্রুটিকে নির্মমভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। New Grub Street, Workers in the Dawn, The Nether World প্রভৃতি তাঁর বিশিষ্ট উপন্যাস।

রুডিয়ার্ড কিপলিং (১৮৬৫-১৯৩৬) সাম্রাজ্যের প্রসারে তুষ্ট। তাঁর বই— Plain Tales from the Hills, The Light that Failed, Kim প্রভৃতি।

গদ্য

শিক্ষা, যুক্তিবোধ ও বিভিন্ন কর্মোদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে গদ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে এ যুগে। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ডারুইন-এর লেখা (যেমন Origin of Species) বিজ্ঞানেরই বই, কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠ ইংরাজী গদ্যেরই নমুনা।

টমাস কার্লাইল (১৭৯৫-১৮৮১) স্কটল্যাণ্ডে দরিদ্রের ঘরে জন্মেছিলেন। দারিদ্র্যের জন্যেই এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করতে পারেন নি। তাঁর মা বাবার ইচ্ছা ছিল ছেলে স্কটিশ চার্চে প্রবেশ করুক। কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে তাঁর চিন্তা এ কাজের প্রতিকূল হল। তিনি শিক্ষকতাকে ও সেই সঙ্গে সাহিত্য রচনাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করলেন। জার্মাণ দর্শন ও

সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ ও চর্চা ছিল তাঁর। উপার্জন ছিল সামান্য, নিজের ও স্ত্রীর স্বাস্থ্য ছিল খারাপ। তবে স্ত্রী ছিলেন বিদুষী, সাহিত্যরসিকা, শান্তিদায়িনী। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য লেখা জার্মাণ সাহিত্যিক সম্পর্কে, Life of Schiller (১৮১৫)। জার্মাণ রোমান্সের প্রভাবে লিখিত Sartor Resartus (১৮৩৬) প্রকাশিত হয় প্রথমে আমেরিকায়। French Revolution (.৮৩৭) ও দুই খণ্ডে The History of Frederich II (১৮৫৮-৬৫) তাঁর বিখ্যাত দুই ইতিহাস গ্রন্থ। ক্রমওয়েলের বক্তৃতা-পত্রাদির সংকলকও তিনি (১৮৪৫)। On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History (বক্তৃতা ১৮৩৯-৪০, প্রকাশ ১৮৪৬) ব্যক্তি পূজার সমর্থক গ্রন্থ। তাঁর মতে 'বীর' ব্যক্তিই Representative man, সে-ই ইতিহাস সৃষ্টি করে। অবশ্য তাঁর 'বীর'দের মধ্যে শেক্‌সপীয়র আছেন। আর অবশ্যই আছেন ক্রমওয়েল ও ফ্রেডারিক দি গ্রেট্। Past and Present (১৮৪৩) শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণের সংগ্রামের প্রতি বিমুখতাও বটে। অন্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ Latter-Day Pamphlets (১৮৫০), Life of John Sterling (১৮৫১) প্রভৃতি।

কার্লাইলের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য গুরুগম্ভীর শব্দসম্ভারের ঐশ্বর্য, জার্মাণ কায়দায় সমাসবদ্ধ শব্দ সৃষ্টি, বাক্য বিন্যাসের উদ্ভট নূতনত্ব। স্বচ্ছ প্রকাশের চেয়ে শক্তিমান প্রকাশ তাঁর কাম্য। কটাক্ষনৈপুণ্য ও বিদ্রূপাত্মক বাচনভঙ্গিতেও তাঁর কৃতিত্ব আছে। মতাদর্শের দিক থেকে তিনি "fundamentally a puritan of the puritans" (Hudson)

কার্লাইল গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল, বিপুল জনসাধারণের হিতের জন্য একজন কর্ণধারের প্রয়োজন। সে কর্ণধার হবেন বীর এবং সমর্থ।

কার্লাইল তাঁর চিন্তাধারাকে পরিবর্তিত করতে সক্ষম হন নি সত্য, কিন্তু সমসাময়িক চিন্তাজগতে তাঁর প্রভাব ছিল।

জন রাস্কিন (১৮১৯—১৯০০) সচ্ছল ব্যবসায়ীর পুত্র। শিক্ষা পান অক্‌সফোর্ডে। সেখানে পুরস্কৃতও হন। পরে অক্‌সফোর্ডে অধ্যাপনাও করেছেন। বাল্যকাল থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও তার শিল্পসম্পদ দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তিনি Modern Painters (১৮৪৩-৬০) বইতে চিত্রকলার এক মননাঢ্য আলোচনায় হাত দেন।

স্থাপত্যশিল্প সম্পর্কে তাঁর বই The Seven Lamps of Architectures (১৮৪৯) এবং The Stones of Venice (১৮৫১—৩)। তাঁর রীড লেকচারের ('৮৬৭) বিষয় ছিল The Relation of National Ethics to National Art.

রাস্কিনের মতে আর্টের সঙ্গে নীতির প্রশ্ন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তাঁর মতে 'beauty is the concrete final expression of rightness,' এবং 'the sensation of beauty is not sensual on the one hand, nor is it intellectual on the oher, but is dependent on a pure, right and open state of the heart'. কলাকৈবল্যবাদ তাঁর সমর্থন পায় নি ; তাঁর বক্তৃতা 'The Deteriorative Power of Conventional Art (১৮৫৮)-তে এর প্রমাণ রয়েছে।

তাঁর মতে, এমন কি মধ্যযুগীয় ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে কারিগরদের কিয়ৎপরিমাণে শিল্প-স্বাধীনতা ছিল, যার প্রমাণ বৈচিত্র্য। কিন্তু একালে যান্ত্রিক ছক-বাঁধা বণিক-পদ্ধতিতে তা অস্বীকৃত। সেই কারণেই এ কালের কারিগর ও শিল্পী হয়ে যায় কিছুটা আন্তরিকতাহীন, এবং সেই পরিমাণে 'immoral' নীতি এবং সৌন্দর্যকে রক্ষা করতে পারে না এই বণিক-সভ্যতা। তাই তিনি সমাজ-অসাম্যের বিরোধী। Unto this Last, (১৮৬২) Sesame and Lilies (১৮৬৫), The Crown of Wild Olive (১৮৬৬) প্রভৃতি গ্রন্থে অর্থনীতি আলোচনা করে সমাজে সুষ্ঠু ব্যবস্থা আনতে চান। আধুনিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তার সঙ্গে সাদৃশ্য তাঁর লেখায় আছে —যদিও তিনি অধ্যাত্মবিশ্বাসী। তাঁর আত্মজীবনী Praeterita (১৮৮৫-৯) সুলিখিত গ্রন্থ। কার্লাইলের মত অগ্নিগর্ভ ভাষা তাঁর নয়। তাঁর ভাষার গুণ কাব্য-সুষমা। তাঁর প্রথম দিকের রচনার অলঙ্কারবাহুল্য কোন কোন সমালোচকের পছন্দ হয়নি। তবে সাম্প্রতিক কালের সমালোচকও বলছেন, 'At his best Ruskin uses words with a precision and delicacy which few art critics of equal pretensions have since succeded in mastering, so subtly personal is his sense of rhythm and imagery' (E. D. Mackerneess, The Voice of Prophecy : Carlyle and Ruskin)

ঐ সমালোচকেরই মতে কার্লাইলের রচনা তাঁর কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ,

আর 'Ruskin's major writings retain that sense of immediacy and inner power that is shared by all durable literature.

ম্যাথ্যু আর্ণল্ড (১৮২২-৮৮) প্রথম প্রকাশ করেন তাঁর বক্তৃতা On Translating Homer (১৮৬১) এবং Last Words on Translating Homer (১৮৬২)। তবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠ সমালোচনা-গ্রন্থ Essays in Criticism. এই বইয়েরই second series-এর (১৮৮৮) প্রথম প্রবন্ধ The Study of Poetry-তে তিনি কবিতাকে বর্ণনা করেন 'a criticism of life' বলে। এই ক্রিটিসিজিম্ হবে 'sincere, simple, flexible, ardent, ever widening its knowledge.' সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি স্থায়ী মানদণ্ড নিরূপণের চেষ্টা করেন। তাঁর দৃষ্টি ইংলণ্ড ছাড়িয়ে ইউরোপের ক্ষেত্রেও ব্যাপ্ত ছিল। বক্তব্য উপস্থাপনের রীতিও তাঁর সংক্ষিপ্ত, প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট।

তবে তাঁর সমালোচনায় অনেক ক্ষেত্রে কবিতার থেকে তার পরিবেশের উপর গুরুত্ব বেশি পড়েছে। ক্লাসিক্যাল আদর্শের দিকে তাঁর ঝোঁক বেশি থাকায় অন্য আদর্শের কবিদের—যেমন শেলীর—প্রতি অবিচার করেছেন। কীটসের আলোচনায় কাব্যের চেয়ে তাঁর জীবনকথা বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৮৬৭ সালে তিনি অক্স্ফোর্ডের কবিতার অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এর কিছু আগে থেকেই তাঁর মন সাহিত্য থেকে সমাজচিন্তার দিকে বেশী অগ্রসর হচ্ছিল। এই ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ Culture and Anarchy (১৮৬৯)। তাঁর মতে, ইংলণ্ডের কোন শ্রেণীই সমগ্র সমাজ-কল্যাণের দায়িত্ব নিতে পারে না, কারণ শ্রেণী ও সম্পদের বৈষম্যের ফলে ঘটেছে—'materializng our upper class, vulgaring our upper class, vulgarizing our middle class, and brutalizizing our lower class.' সুতরাং সকল নাগরিকের 'best self' দিয়ে রচিত হওয়া উচিৎ 'firm state-power'

J. D Jump তাঁর 'Matthew Arnold-এ তাঁকে বলেছেন, 'one of the most stimulating and engaging of our commentators upon literature and upon life'.

ওয়ালটার পেটার (১৮৩৯-৯৪) 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক্' নীতিতে বিশ্বাসী। তাঁর Marius the Epicurian-এ (১৮৮৫) এই নীতির বিষণ্ণ গভীর প্রকাশ, তাঁর Appreciations (১৮৮৯) এবং Studies in the

History of Renaissance (১৮৭৩) দুটি বিখ্যাত সমালোচনা গ্রন্থ। এই সমালোচনায় সূক্ষ্ম কল্পনা ও সংবেদনশীলতার পরিচয় আছে। তাঁর ভাষা পরিমিতি ও সুবিন্যাসে সুন্দর।

কলাকৈবল্যবাদের পরবর্তী প্রবক্তা ওস্‌কার ওয়াইলড (১৮৫৬-১৯০০)। তাঁর প্রবন্ধ-সংকলন Intentions এবং আত্মকথা De Profundis বিশেষ বিখ্যাত গ্রন্থ।

টমাস ব্যাবিংটন মেকলে (১৮০০-৫৯) ইতিহাসবিদ্‌। তাঁর মতে ইতিহাসের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, ফলে তাঁর রচনা অনেক ক্ষেত্রে বস্তুগত ভিত্তিকে অতিক্রম করে প্রসারিত এবং ইতিহাসও অনেক সময় খণ্ডিত। অবশ্য এতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবন-উত্তাপ সঞ্চারিত। তাঁর বিখ্যাত বই History of England-এ পক্ষপাতের নিদর্শন আছে। তাঁর রচনায় বাণিজ্যিক ও সাম্রাজ্যিক আত্মপ্রতিষ্ঠায় ইংরেজের সন্তুষ্টি ও তৃপ্তির সুর শোনা যায়। তাঁর লিখনশৈলী বাগ্মিতার ঢঙে।

জন্ হেনরী নিউম্যান (১৮০১-৯০) সেকালের ধর্ম-আন্দোলন 'অক্‌সফোর্ড মুভ্‌মেণ্ট্‌'-এর বিখ্যাত নেতা। ধর্মের ক্ষেত্রে নিয়ম-আচারের পরিবর্তে ভক্তি-আবেগের প্রতিষ্ঠা ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। অনেকের মতে, ভিক্টোরীয় যুগের যুক্তিচিন্তা ও নিয়মনিষ্ঠার আতিশয্য থেকে রোমান্টিকতায় আশ্রয় গ্রহণের এ এক প্রচেষ্টা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নিউম্যান রোমান ক্যাথলিক ধর্মকেই আশ্রয় করেন। Apologia Pro Vita Sua (১৮৬৪) নামে তাঁর আত্মকথায় তাঁর মত-বদলের বিষয় বর্ণিত আছে। যুক্তি-শৃঙ্খলা এই রচনার গুণ। ক্যাথলিক দৃষ্টিকোণ থেকে লিখিত The Idea of University প্রসাদগুণসম্পন্ন রচনা। তাঁর অধ্যাত্মচিন্তা অবশ্য তর্ককে অতিক্রম করে অনুভবের জগতে প্রবেশ করেনি।

জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-৭৩) জেমস্ মিল্-এর পুত্র। জেম্‌স্ মিল্ ও বেন্থামের ইউটিলিটারিয়ানিজমের অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত চিন্তাকে ছাড়িয়ে তিনি নর ও নারীর ব্যক্তিস্বাধিকারের তত্ত্বকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেন On liberty (১৮৫৯), On Subjection of Women (১৮৬৯) প্রভৃতি গ্রন্থে। তাঁর ভাষা স্পষ্টতা, পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছতার গুণে অত্যন্ত সুপাঠ্য।

জীববিজ্ঞানী টমাস হাক্‌স্‌লি (১৮২৫-৯৫) বৈজ্ঞানিক বিষয়কে সর্ববোধ্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন। Man's Place in Nature (১৮৬৩) প্রভৃতি

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। ডারুইন-তত্ত্বের অন্যতম প্রধান আলোচক তিনি। জীববিজ্ঞানী চার্লস ডারুইন্ (১৮০৯-৮২) এই কালেই তাঁর বিবর্তনবাদের প্রচার করেন। আর সেই মতবাদকে অবলম্বন করে এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চিন্তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিজ্ঞানের নানা বিভাগ, সমাজতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র ও শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ লেখেন হার্বার্ট স্পেনসার (১৮২০-১৯০৩)। First Principles (৮ ২) তাঁর বিখ্যাত পুস্তক।

দশম অধ্যায়

আধুনিক যুগ ঃ বিংশ শতাব্দী

ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হয় ১৯০১ সালে। সেই সঙ্গে শেষ হয় তাঁর নামাঙ্কিত যুগ। ভিক্টোরিয়া যুগের আত্মসন্তুষ্টির বদলে ক্রমে আবির্ভূত হতে লাগল শান্তিহীন সন্তোষহীন অতৃপ্ত এক যুগ। সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের সুখাসীনতায় লাগল কলোনিয়াল মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার আঘাত। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেখা দিল প্রতিদ্বন্দ্বী—সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও। ধনতান্ত্রিক সমৃদ্ধির অন্তঃপুরে প্রকাশ পেল আভ্যন্তরীন বৈষম্য, দ্বন্দ্ব ও সংকট। সংশয়হীন প্রত্যয়ের দিন বিদায় নিল। তার স্থানে এল শত সমস্যা, শত জিজ্ঞাসা, জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লক্ষ্যহীনতা, পূর্বস্বীকৃত সত্যের প্রতি নিরঙ্কুশ চ্যালেঞ্জ। বিপুল বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিও এ যুগের দান; প্রচুর বৈষয়িক উন্নতির পথ উন্মুক্ত। তারই সঙ্গে উপস্থিত চূড়ান্ত দারিদ্র্য—বৈষয়িক, আত্মিক। একদিকে আকাশ-বিজ্ঞানের পথে মানুষের সীমাহীন গতি, অন্যদিকে মানুষের মনোরাজ্যের সীমাহীনতা আবিষ্কার। একদিকে সাম্য ও সমাজতন্ত্রের স্বীকৃতি, অন্যদিকে মাত্রাতিরিক্ত ব্যক্তিমুখিতা। ঘটল দুটি প্রবল বিশ্বযুদ্ধ। বিজ্ঞানের সৃষ্টিমন্ত্র মৃত্যুবীজে রূপান্তরিত হয়ে গেল। বিশ্বাস ও মূল্যবোধ—বিধ্বস্ত। তাই একাল ভবিষ্যতের প্রশ্নে উদ্বিগ্ন ও হতাশ, জীবনের নশ্বরতা ও অর্থহীনতা সম্পর্কে সচেতন, ক্ষণ-আনন্দে আগ্রহী।

কাব্য

রবার্ট ব্রিজেস ১৮৪৪-১৯১০) সনাতন আদর্শে আশ্রিত। তিনি টেনিসনের পরের 'পোয়েট লরিয়েট'। তিনি রোমান্টিক কল্পনার আতিশয্য বর্জনের পক্ষপাতী, ক্লাসিক্যাল আদর্শ তাঁর গ্রাহ্য। The Testament of Beauty (১৯২৯) তাঁর সুশৃঙ্খল মন ও কল্পনার দলিল; এর বক্তব্য—সৌন্দর্যই শক্তি, সৌন্দর্যের সাধনাই পরোক্ষে জ্ঞানসাধনা। এ কাব্য অত্যন্ত দীর্ঘ, ফলে একঘেয়েমি আছে, সেই সঙ্গে আছে মনন ও কবিত্বের পরিচয়। তাঁর কাব্যে উন্মাদনা নেই—প্রেম-কবিতাতেও নয়. তার বদলে আছে স্থির প্রশান্তি। Prometheus the Firegiver, Demeter, Eros and Psyche, The Growth of Love প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও কিছু ক্ষুদ্র কবিতা এবং আটটি নাটকের রচয়িতা তিনি।

উইলিয়ম বাটলার ইয়েটস্ (১৮৬৫-১৯৩৭) বিখ্যাত প্রধানত তাঁর অতীন্দ্রিয় কল্পনা এবং রহস্যাচ্ছন্ন এক আলো-আঁধারী আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য। তাঁর এই বিশেষ মানসিকতার মূলে রস সিঞ্চন করেছে মিষ্টিসিজ্‌ম্ প্রীতি (ভারতীয় মিষ্টিসিজ্‌ম্ সম্পর্কেও তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল); এবং আয়ার্লণ্ডের লোক-গাথা। গোধূলিকালের এক ছায়াচ্ছন্নতা তাঁর কবিতায় রূপ পায় (কেলটিক টোয়াইলাইট)। ব্লেকের তুলনায় অবশ্য তাঁর অতীন্দ্রিয় রহস্য-জগৎ অনেক দুর্বল ও ফিকে—হয়তো আধুনিক কালে সে নিবিড়তা আর সম্ভবই নয়।

মিষ্টিসিজ্‌মেই ইয়েটসের একমাত্র পরিচয় নয়। আইরিশ স্বাধীনতা-আন্দোলনেও তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন, অসফল আইরিশ জাতীয় অভ্যুত্থানের (১৯১৬) সমর্থক ছিলেন; আইরিশ ফ্রি ষ্টেটের সেনেটের সদস্য হয়েছিলেন (১৯২২-২৮)। ১৯২৩ এ পান নোবল পুরস্কার। আইরিশ নাট্য-আন্দোলনেও তাঁর ভূমিকা নগণ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল এবং রবীন্দ্র-নাথকে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে প্রথম পরিচিত করাবার দায়িত্ব অনেকখানিই তাঁর।

তাঁর গোড়ার দিকের রচনা The Land of Heart's Desire (একাঙ্ক; ১৮৯৪) বা The Lake Isle of Innisfree প্রভৃতি কবিতাতেই তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার স্বাক্ষর আছে। Responsibilities-এ (১৯১৪) গোধূলি-আচ্ছন্নতার বাইরের জগতের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়েছে। কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টি বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। নিগূঢ় সংকেতের মাধ্যমে অন্তরের রহস্যলোকের উদ্‌ঘাটনের দিকে তাঁর দৃষ্টি প্রধানত নিবদ্ধ থাকে। The Wild Swans at Coole-এ (১৯১৯) সুরু করে The Tower (১৯২৮), The Winding Stair and other Poems (১৯৩৩), New Poems (১৯৩৮), Last Poems (১৯৩৯) প্রভৃতিতে তার চূড়ান্ত পরিণতি। স্বীয় দর্শনকে গদ্যে তিনি ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন A Vision-এ (১৯২৫)।

জিরার্ড ম্যানলে হপ্‌কিন্‌স (১৮৪৪-৮৯) ১৮৬৩-তে যান অক্সফোর্ড, এবং সে-স্থান পরিত্যাগ ক'রে ১৮৬৭-তে 'সোসাইটি অব্ জিসাস্'-এ যোগ দিয়ে ধর্মজীবন গ্রহণ করেন। কবিতা লেখাও 'not belonging to my profession' বলে ত্যাগ করেন। ১৮৭৫-এ এই নীরবতা ভাঙ্গে The Wreck of the Deutschland কবিতায়। Keats প্রভাবিত A Vision of the Mermaids (১৮৬২) থেকে তা আলাদা। অক্সফোর্ড-কালীন কবিতা

Heaven-Haven · A nun takes the veil-এ ধর্ম-বিষয় এসেছিল, এবং The Habit of Perfection-এ ভাষার উপর বিশেষ দখল লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু দি রেক্ অফ দি ডয়টশ্ল্যাণ্ড এর তুলনায় অনেক পরিণত। এটি একটি ব্যক্তিক কবিতা—ধর্মবোধসম্পন্ন এবং প্রকৃতি-চিত্রকল্পে সমৃদ্ধ। আর উল্লেখযোগ্য তাঁর Sprung Rhythm-এর জন্য, যা হপকিন্সের ভাষায় 'the scanning runs on without break from the beginning of, say, a stanza to the end and all the stanza is one long strain, though written in lines asunder'। (Poems-এর ভূমিকা। আঞ্চলিক শব্দ, কথ্য শব্দ, অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহারে তাঁর দক্ষতা অসাধারণ। বাক্যগঠনরীতিতেও আছে নূতনত্ব: চলতি কথা রীতি এবং সংহত প্রকাশ রীতি তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া গতিশীল বাক্যকে অকস্মাৎ বন্ধ করে সমস্ত মনোযোগকে সেখানে আকর্ষণ করার ধরণেও বিশেষ নৈপুণ্য আছে। The Leaden Echo and the Golden Echo-র (১৮৮২) একটি উদাহরণ:

How to keep—is there any, is there none such, nowhere known some, bow or brooch or braid or brace, lace
Latch or catch or key to keep
Back beauty, keep it, beauty, beauty, beauty, ..
from vanishing away? ·

আকুতি, অস্থিরতা ও অন্তিম ব্যগ্রতা আন্তর ছন্দে ও অনুপ্রাসে ধ্বনিত।

আন্তর সুষমা (inscape) ও উপলব্ধি (instress) এই দুটি কথা তাঁর দর্শনের সঙ্গে যুক্ত। (W. A. M. Peters: Gerard Manley Hopkins)

Dublin Period (১৮৮৪-৮৯) তাঁর সনেট-সংকলন—আত্মিক প্রশ্ন ও দ্বন্দ্বে সমুজ্জ্বল।

হপকিন্স-এর লেখা সবপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৮-তে তাঁর মৃত্যুর পরে —বন্ধু ব্রিজেসের উদ্যোগে। অনেকে তাঁকে সপ্তদশ শতকে 'মেটাফিজিক্যাল'দের আত্মীয় বলে মনে করেছেন। আর কেউ বলেছেন যে বহু আধুনিক কবি (ওয়েন, এলিয়ট প্রভৃতি) তাঁর দ্বারা প্রভাবিত।

রুপার্ট ব্রুক (১৮৮৭-১৯১৫) প্রথম মহাযুদ্ধে সৈনিক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি মারা যান। তাঁর যুদ্ধ বিষয়ক কবিতা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। যুদ্ধ তাঁর কাছে এনেছে স্বার্থত্যাগ, কর্তব্য ও জড়-

অভ্যাস-মুক্তির আহ্বান। যুদ্ধের অমানুষিক দিকটা তিনি উপলব্ধি করে যেতে পারেন নি। 1914 and other poems (১৯১৫) তাঁর কবিতা-গ্রন্থ।

উইলফ্রিড্ ওয়েন (১৮৯৩-১৯১৮) এবং সিগফ্রিড সাসুন (১৮৮৬-) যুদ্ধের নগ্ন বীভৎসতাকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। যুদ্ধ সম্পর্কে কোন আদর্শের মোহ তাদের নেই। এর অন্তরালের রাজনৈতিক-বাণিজ্যিক স্বার্থসিদ্ধির ও লোভ তাঁদের কাছে স্পষ্ট। যুদ্ধ তাঁদের কাছে কদর্য, তিক্ত এক মনুষ্যত্বের অপচয় এবং এই অপচয়ের প্রধান বলি নিরপরাধ তরুণ সৈনিকেরা। কবি হিসেবে ওয়েন এই যুদ্ধ-কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, প্রতীক ব্যবহার এবং ছন্দ-সৌন্দর্যে তিনি বিশিষ্ট। পরের কবিদের উপর তাঁর প্রভাবও বেশি। যুদ্ধ শেষ হবার মাত্র সাতদিন আগে ওয়েন মারা যান।

এডমণ্ড ব্লাণ্ডেন-ও যুদ্ধ-বিষয়ক কবিতা রচনায় খ্যাতি লাভ করেছেন:

টমাস্ ষ্টার্ন্স্ এলিয়ট্ (১৮৮৮) আধুনিক কালের কবিদের মধ্যে সব চেয়ে বিখ্যাত। ১৯৪৮-এ তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। একাধারে কবি নাট্যকার ও সমালোচক। এক কালে তাঁর সম্পাদিত The Criterian পত্রিকা সাহিত্য-সংস্কৃতির আলোচনায় প্রধান ছিল।

Prufrock and other Observations (১৯১৭) কাব্যগ্রন্থে তাঁর কবি প্রতিভা স্বীকৃতি পায়, এবং The Waste Land (১৯২২) কাব্যগ্রন্থ তাঁকে প্রধান এক কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। পাশ্চাত্যের আধুনিক সমাজের শূন্যতা, হতাশা, ক্লান্তি এবং যান্ত্রিকতা তাঁর কাব্যে ভাষা পেয়েছে। তাঁর পরের গ্রন্থ Poems (১৯২৫)। এলিয়ট এর পরের কাব্য Ash Wednesday-তে (১৯৩০) আশার আলো দেখেছেন খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে। এই চিন্তারই গভীর অনুস্থতি তার পরের কাব্যগ্রন্থ Four Quatrets-এ (১৯৪৪)

বাস্তবানুগ নাটকের প্রাধান্যের কালে এলিয়ট নাট্যকাব্যের নতুন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করেন। Sweeney Agonistes (১৯২৬-২৭) The Rock (১৯৩৪) Murder in Cathedral, Family Reunion (১৯৩৯), The Cocktail Party (১৯৪৯), The Confidential Clerk (১৯৫৩), The Elder Statesman তাঁর বিখ্যাত নাট্যকাব্য।

The Sacred Wood, The use of poetry and the use criticism, On poetry and poets, Notes on the Defination of Culture, What is Classic তাঁর বিখ্যাত সমালোচনা গ্রন্থ।

এলিয়ট সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ১৯৩৪-এর উক্তি এখনও উদ্ধারযোগ্য : 'তাঁর মূল্যজ্ঞান সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা আছে। যে-দার্শনিকতা কাব্যের উপকরণ না হয়েও, কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাতে তিনি বিশেষভাবে বিত্তবান; এবং তাঁর বিদ্যা প্রগাঢ় ও বুদ্ধি অকুতোভয়। তাঁর কাব্যাদর্শে ছিদ্র অনেক; কিন্তু সে-আদর্শের প্রধান গুণ এই যে তাকে বা তার থেকে উৎপন্ন কবিতাকে বুঝতে গেলে, কাব্যের প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সমস্ত সমস্যার পুনরুত্থাপন অনিবার্য লাগে। এই অন্বেষণের পরে তাঁর সঙ্গে আমাদের মতান্তর ঘোচে কিনা, সেটা গণ্য নয়; এটাই স্মরণীয় যে তিনি আমাদের মূর্চ্ছাগ্রস্ত বিচারবৃত্তিকে জাগিয়ে দেন। কাব্য জীবনের সমালোচনা —আর্নল্ড-এর এই বিখ্যাত মন্তব্যের প্রতিবাদে এলিয়ট যদিও অনেক হঠোক্তি-উচ্চারণ করেছেন, এবং বিচার্ডস-এর বিজ্ঞানসম্মত কাব্যালোচনায় তিনি যদিও আস্থাহীন, তবু তাঁর গদ্যে-পদ্যে যতখানি জিজ্ঞাসার সন্ধান পেয়েছি, তা আধুনিক কালে একান্ত দুর্লভ। হয়তো এই জন্যে বর্তমান ইংরাজী সাহিত্যে তাঁর প্রভাব এত পরিব্যাপ্ত, হয়তো এই জন্য তিনি ভবিষ্যতের পন্থা।' (—সংবর্ত)।

অন্যান্য কবিদের মধ্যে ডেভিড হার্বাট লরেন্স, ওয়ালটার ডি লা মেয়ার, ডবলু. এইচ. ডেভিড, এ. ই. হৌসম্যান, জন মেসফিল্ড, ডি. এইচ. অডেন, ষ্টিফেন স্পেণ্ডার, সেসিল ডে লুইস, ডিলান টমাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য

উপন্যাস

হেনরী জেমস (১৮৪৩-১৯১৬) নব্য উপন্যাসের সচেতন শিল্পী, The Wings of the Dove, The Ambassadors, The Golden Bowl প্রভৃতি উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর আন্তর জগৎ উদ্ঘাটনে তিনি আগ্রহী।

জোসেফ কনরাড (১৯৫৭-১৯২৪) জাতে পোলিশ, কিন্তু স্থায়ীভাবে ইংলণ্ডে বাস সুরু করেন ১৮ বছর বয়স থেকে। অধিকাংশ উপন্যাস—সমুদ্র পটভূমিকায় দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী; কিন্তু নিছক 'অ্যাডভেঞ্চার' নয়। বিভিন্ন চরিত্রের জটিল মানস প্রকাশে, এবং গভীর কবিত্বপূর্ণ দৃষ্টির গুণে কনরাড এই কালে বিশিষ্ট কথাশিল্পী হিসাবে স্বীকৃত। তাঁর Typhoon (১৯০৩) উপন্যাসে প্রলয় ঝঞ্ঝার মধ্যে জাহাজের বিভিন্ন লোকজনের বিচিত্র ধরণের মানস প্রতিক্রিয়া বর্ণিত। Lord Jim (১৯০০), Youth (১৯০২),

The Arrow of Gold, The Shadow Line প্রভৃতি বিখ্যাত রচনা। আঙ্গিক চিন্তায় তাঁর স্বকীয়তা আছে।

জন গলস্‌ওয়ার্দি (১৮৬৭-১৯৩৩) প্রধানত তাঁর এপিক উপন্যাস The Forsyte Saga-র জন্য বিখ্যাত। বিস্তৃত পটভূমিকায় ইংলণ্ডের উচ্চ মধ্যবিত্তের জীবন অঙ্কিত এই উপন্যাসে। A modern Comedy, The Apple Tree ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস।

এইচ. জি. ওয়েল্‌স (১৮৬৬-১৯৪৬) বিজ্ঞানসম্মত ভবিষ্য-কল্পনার ভিত্তিতে বহু কাহিনী রচনা করেছেন। The Time Machine (১৮৯৫), The Food of the Gods (১৯০৪), The Island of Dr. Moveau, The Invisible Man, The War of the Worlds প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক রোমান্স খ্যাত। Kipps (১৯০৫) Tono Bungay (১৯০৯), The World of William Clissold (১৯২৬) প্রভৃতি উপন্যাস নিম্ন মধ্যবিত্তদের কাহিনী।

জেমস্ জয়েস্ (১৮৮২-১৯৪১) এই কালের সবচেয়ে প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিক। চেতনাপ্রবাহ রীতির মাধ্যমে মানবমনের গভীরতর প্রকাশ করেছেন তিনি। দ্বিতীয়ত, তাঁর বাস্তবনিষ্ঠা তথাকথিত শ্লীলতার গণ্ডী মানে নি। তৃতীয়ত, স্মৃতিচারণ সূত্রে তিনি দ্যোতনাদীপ্ত শব্দ সংগ্রহ ও বাক্যবিন্যাসের গুরুতর পরিবর্তন করেছেন। চতুর্থত, মানসচারণের ক্ষেত্রে তিনি স্থান-কালের বিপর্যয় ঘটিয়ে কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

তাঁর প্রথম বই Dubliners (১৯১৪) দ্বিতীয় বই The Protrait of the Artist as a Youngman (১৯১৬)। তাঁর সর্বপ্রধান উপন্যাস Ulysses (১৯২২)। নায়ক লিওপোল্ড ব্লুমের একটি দিনের জীবন পরিক্রমার ইতিহাস—যা ইউলিসিসের বিখ্যাত অভিযানের চেয়ে কোন অংশে ন্যূন নয়। শেষ বই Finnigan's Wake (১৯৩৯) ভাব ও ভাষার ঈষৎ কুয়াশাচ্ছন্নতার জন্য সর্বত্র সুবোধ্য নয়।

ভার্জিনিয়া উল্‌ফ (১৮৮২-১৯৪১) মানস জীবনেরই প্রাধান্য দিয়েছেন উপন্যাসে। অনুভূতি জগতের এক আলোকময়তা যেন তাঁর চরিত্রগুলিকে ঘিরে থাকে। Mrs. Dalloway (১৯২৫), To the Lighthouse (১৯২৭), The Waves (১৯৩১) Orlando, Jacob's Room তাঁর বিখ্যাত রচনা। প্রাবন্ধিক হিসেবেও তিনি খ্যাত। The Common Reader দুই খণ্ড; (১৯২৫, ১৯৩২), A Room of One's Own (১৮২৯) প্রভৃতি তাঁর বিশিষ্ট প্রবন্ধ-গ্রন্থ।

ডেভিড হার্বার্ট লরেন্স (১৮৮৫-১৯৩০) এক মুক্ত সহজ স্বভাব-সবল জীবনের প্রবক্তা। Lady Chtterley's Lover, Sons and Lovers, The Rainbow, Woman in Love, The Man Who died ; Aaron's Rod প্রভৃতি উপন্যাস এবং কতগুলি ছোটগল্পের জন্য বিখ্যাত। কবি হিসেবেও তাঁর বিশিষ্ট স্থান আছে।

অলডাস হাক্সলি (১৮৯৮) বুদ্ধিদীপ্ত মননশীল লেখক। তাঁর Eyeless in Gaza, Point Counter point প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

একালের অন্যান্য বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হচ্ছেন ডরোথী রিচার্ডসন, আর্নল্ড বেনেট (১৮৬৭- ১৯৩১), ই. এম. ফর্ষ্টার (১৮৭৯), উইলিয়াম্ ল্যুইস (১৮৮৪-), জে. বি. প্রিষ্টলে, গ্রাহাম গ্রীণ প্রভৃতি।

নাটক

অস্কার ওয়াইল্ড (১৮৫৬-১৯০০) লঘু কৌতুকরসের স্রষ্টা হিসেবে রেস্টোরেশন যুগের কথা স্মরণ করান। তাঁর Lady Windermere's Fan (১৮৯৩), A Woman of No Importance (১৮৯৪), The Importance of Being Earnest (১৮৯৫) Saomoe প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাটক।

জর্জ বার্ণাড শ (১৮৫৬-১৯৫০) সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে নিপুণ। লঘু হাস্যরস সৃষ্টি তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, সমাজের গভীরতর সমস্যার আলোচনা তাঁর কাম্য। তিনি নিজেই বলেছেন, মানুষের কল্যাণ-কামনা ছাড়া তিনি একটি লাইনও লেখেন নি। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত ও সমালোচনার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর অভীষ্টকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তবে এ নিছক শুষ্ক তত্ত্ব আলোচনা নয়, তীক্ষ্ণ হাস্যদীপ্ত সংলাপে তার নাটক মুখর। Arms and the Man (১৮৯৪), Candida (১৮৯৫) Man and Superman (১৯০৪), John Bull's Other Island (১৯০৪), Pygmalion (১৯১২) Saint Joan (১৯২৪), Back to Methuselah প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ নাটক। শিল্প-সমালোচক হিসাবেও তিনি খ্যাত।

জন গলস্ওয়ার্দি (১৮৬৭-১৯৩৩) সমাজ-সমস্যার পরিবেশনে শ-এর মত ততটা বুদ্ধিপন্থী নন, বরং আবেগপন্থী। তাঁর প্রধান নাটক, Loyalties, Strife, Justice প্রভৃতি।

জন মিলিংটন সিঙ্গ (১৮৭১-১৯০৭) আইরিশ সাম্প্রতিক নাট্য-আন্দোলনের অন্যতম নেতা। তাঁর নাটকের সংখ্যা কম, কিন্তু প্রতিটি নাটকেই গভীর এক অনুভূতির আশ্চর্য প্রকাশ। The Playboy of the Western World (১৯০৭), Deirdre of Sorrows (১৯১০) Riders to the Sea (১৯০৪), The Shadow of the Glen প্রভৃতি তাঁর নাটক।

একালের অন্য বিশিষ্ট নাট্যকাররা হচ্ছেন লেডী গ্রেগরী (১৮৫২-১৯৩২)। গ্রেনভিল বার্কার (১৮৭৭-১৯৪৬), জেমস্ ব্যারী (১৮৬০-১৯৩৭), সীন ও কেসি (১৮৮৪-১৯৬৪), নোয়েল কাওয়ার্ড (১৮৯৯-), সমারসেট মম্ (.৮৭৪), প্রিষ্টলে (১৮৯৪-) প্রভৃতি।

কাব্যনাট্যের ক্ষেত্রে, এলিয়টের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হলেন অডেন ও ইশারউড,, ক্রিষ্টোফ্যার ফ্রাই, ডোনাল্ড ম্যাগডোনাল্ড প্রভৃতি।